উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

তরুণ আয়ুর্বেদিক প্রডাক্টস্
হাই পাওয়ার স্ক্যাবিগন®
SCABIGON স্ক্যাবিগন
দাদ, হাজা, চুলকানি, গোড়ালি ফাটার মলম
Wanted Dealers & Distributors
For Trade Enquiry: 9438045440
সব ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়

সেনসেক্স : ৭৯,২২৩.১১ (-৭২০.৬০)
নিফটি : ২৪,০০৪.৭৫ (-১৮৩.৯০)

মোদি-কেজরি বাগযুদ্ধে তপ্ত দিল্লি
দিল্লির জন্য একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন করতে গিয়ে আপ সরকারকে 'আপদ' বলে নিশানা নমোর। পালটা বিজেপির নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি নিয়ে খোঁচা কেজরির। ১০

পুলিশে লবি, মমতার কথায় ধন্দ
পুলিশের পোস্টিংয়ে লবি ধরে কাজ হবে না, প্রশাসনিক সভায় বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপরই জল্পনা, তিনি সতর্ক করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৮°	১২°	২৮°	১১°	২৭°	১১°	২৮°	১২°

হিটম্যানকে নিয়ে জল্পনা
টসের আগের মুহূর্তে সাজঘরে ঢুকে গেলেন রোহিত। হিটম্যান কি টেস্ট ম্যাচের আঙিনাতেও প্রাক্তন হয়ে গেলেন? ১৫

শিলিগুড়ি ১৯ পৌষ ১৪৩১ শনিবার ৫.০০ টাকা 4 January 2025 Saturday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 226

একে নিতেই হবে, নিয়োগে সুপারিশ পার্থর

চার্জশিটে দুর্নীতির প্রমাণ

কলকাতা, ৩ জানুয়ারি : দোষী, তিনি দোষীই। বিচার শেষ হয়নি বটে। কিন্তু সিবিআইয়ের চার্জশিট তাঁকে কাঠগড়ায় তুলেছে। তিনি পার্থ চট্টোপাধ্যায়। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আপাতত জেলবন্দি। আদালতে বহুবার নিজেকে নির্দোষ বলে মিনতি করেছেন। সিবিআইয়ের চার্জশিট জানিয়ে দিল, শুধু সুপারিশ নয়, মন্ত্রী হয়ে তিনি বহু অযোগ্য প্রার্থীকে নিয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

সেই নির্দেশ ধরা পড়ে গিয়েছে বাজেয়াপ্ত করা নথিতে। টেটের দুর্নীতিতে ৩২১ জন প্রার্থীকে চাকরি দেওয়ার নির্দেশ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদে গিয়েছিল পার্থর কাছ থেকে। আদালতে পেশ করা সিবিআইয়ের চার্জশিটের ১৫ নম্বর পাতায় সেই দুর্নীতির পূর্ণাঙ্গ খতিয়ান আছে। সিবিআই জানিয়েছে, কারও নামের ওপরে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী লিখে দিতেন, 'একে নিতেই হবে' (মাস্ট বি টেকেন), কারও ক্ষেত্রে লেখা থাকত, 'প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হলে নিতে হবে' (ওনলি ট্রেইন্ড টু বি টেকেন)।

কারও কারও নামের পাশে আবার লিখে দিতেন 'ভিভিআই' (ভেরি ভেরি ইমপর্টেন্ট) বা পার্থর সুপারিশ সহ ওই তালিকার হার্ড কপি ও সিডি গিয়েছিল বিকাশ ভবনে। চাকরিপ্রার্থীদের নামের পাশে জেলাও উল্লেখ করা থাকত পার্থর সুপারিশে। সিবিআই চার্জশিটে জানিয়েছে, বিকাশ ভবনে কর্মরত ডেটা এন্ট্রি অপারেটর সুপর্ণা নিয়োগী শিক্ষামন্ত্রীর হাতের লেখা মন্তব্য আলাদা কাগজে হুবহু লিখে পাঠিয়ে দিতেন মানিক ভট্টাচার্যের কাছে।

মানিক তখন পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি। সিবিআইয়ের চার্জশিটের ছত্রে ছত্রে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ লিপিবদ্ধ আছে। চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে, চাকরিপ্রার্থীদের নামে কোনও প্রভাবশালীর সুপারিশ থাকত। চাকরিপ্রার্থীদের নাম ও রোল নম্বরের পাশে সেই প্রভাবশালীর নাম উল্লেখ করা থাকত। এরপর চোদ্দোর পাতায়

পাখিদের কলরব

নৌকাঘাটে নোংরা মহানন্দাতেও আস্তানা গেড়েছে পরিযায়ীর দল। শুক্রবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

খালেদা ও সেনাপ্রধানের বৈঠক ঘিরে কৌতূহল

ঢাকা ও নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি : অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে বিএনপি'র টানাপোড়েন এখন সংবাদ শিরোনামে। সেই খবর ছাপিয়ে নতুন মাত্রা পেল বিএনপি'র শীর্ষ নেত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামানের বৈঠক। দু'পক্ষই খালেদার স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজখবরের জন্য এই সাক্ষাৎ বলে সাফাই দিলেও জল্পনা থামছে না। বরং দুজনের পাক্কা ৪০ মিনিটের বৈঠক বাংলাদেশে নতুন কোনও পটপরিবর্তনের চর্চাকে উসকে দিয়েছে।

বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ ঢাকার গুলশানে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে গিয়েছিলেন সেনাপ্রধান। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী সারাহনাজ কামালিকা রহমানও। তিনি আবার সম্পর্কে শেখ হাসিনার তুতো বোন। এই বৈঠক ঘিরে জল্পনার মধ্যে শুক্রবার ভারতের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের ব্যাপারে বাংলাদেশকে নতুন করে কিছু জানানোর নেই।

কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'এক সপ্তাহ আগে আমি নিশ্চিত করেছিলাম যে, শেখ হাসিনার বিষয়ে আমরা বাংলাদেশ সরকারের বার্তা পেয়েছি। এর বাইরে আমাদের এই মুহূর্তে আর কিছু যোগ করার নেই।' ইসকনের প্রাক্তন সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণদাসের জামিনের আবেদন চট্টগ্রাম আদালতে আবার না-মঞ্জুর হওয়ার বিষয়ে তাঁর বক্তব্য, 'উনি যাতে ন্যায়বিচার পান, আমরা সেজন্য বাংলাদেশ সরকারের কাছে আর্জি জানাচ্ছি। আমাদের মূল এবং একমাত্র আশা সেটা।' এরপর চোদ্দোর পাতায়

তোলাবাজি আয়ামাসিদের

নবজাতকের মুখ দেখতেও টাকা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩ জানুয়ারি : সুকান্ত লিখেছিলেন, এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য ক'রে যাব আমি... নবজাতকের কাছে দৃঢ় অঙ্গীকার করে গেলেও সুকান্ত জানতে পারলেন না, তাঁর বাংলাতেই ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশুর পরিবারকে ঠিক কী পরিমাণ হয়রানি পোহাতে হবে।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে সন্তান জন্মানোর পর কোনও কারণ ছাড়াই দুই-আড়াই হাজার টাকা দিতে হচ্ছে পরিজনদের। এককথায় তোলাবাজি। না দিলে? সন্তানের মুখ পর্যন্ত দেখানো হবে না! এটাই উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের ওই বিভাগের রোজনামচা। অভিযোগ, হাসপাতালে এই চক্র বহুদিন ধরে সক্রিয়। এঁরা বাইরের কেউ নন, প্রসূতি বিভাগের অস্থায়ী কর্মীদের একাংশ। এও অভিযোগ, ওই কর্মীরা বাইরে থেকে লোক এনে তাদের দিয়ে তোলাবাজি করাচ্ছেন।

ওই কর্মীদের দাপট এতটাই যে, বহুবার অভিযোগ ওঠা সত্ত্বেও তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করে না হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। গরিব মানুষ নবজাতকের কথা ভেবে ক্ষোভ প্রমশিত করে নেন। এ নিয়ে ক্ষুব্ধ চিকিৎসকরাও।

হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিকের মন্তব্য, 'নির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' আক্ষেপের সুরে তিনি বলেন, 'সবাই শুধু মুখে মুখে বলে চলে যায়।' তাঁর প্রশ্ন, 'কেউ লিখিত অভিযোগ না করলে আমরা কীসের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেব?'

ঠিক কীভাবে চলে তোলাবাজি? কেউ ভর্তি হলেই সেই মাসিরা 'টার্গেট' বানিয়ে ফেলেন। তারপর লেবার রুমে সন্তান প্রসব করা মাত্র তাঁরা বাইরে এসে পরিজনদের কারও কাছে ২০০০, কারও কাছে ২৫০০ টাকা দাবি করেন। তারপর চলে 'মিষ্টি সুরে হুমকি'। তখনই সেই টাকা দিতে হবে। তাহলেই সন্তানের মুখ দেখানো হবে। না হলে? মিষ্টি সুর তিক্ত হতে বেশি সময় লাগে না।

শেষমেশ প্রবল চাপে নবজাতকের কথা চিন্তা করে টাকা দিতে বাধ্য হন পরিজনরা। টাকা নেন ওই ওয়ার্ডের 'মাসি'। সরকারি হাসপাতালে চা বাগানের শ্রমিক পরিবার সহ মূলত শ্রমজীবী অংশের মানুষই আসেন, কারণ এখানে বিনা খরচে চিকিৎসার সুবিধা মেলে। কিন্তু সেই শ্রমজীবী পরিবারগুলিতে সন্তান জন্মের আনন্দ খানিকটা ফিকে হয়ে যায় হাসপাতালেই। দিনের পর দিন এভাবে লুট চললেও নীরব দর্শকের ভূমিকায় প্রশাসন।

খড়িবাড়ির একটি চা বাগানের শ্রমিক রোশন টুডু প্রসূতি বিভাগের বাইরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আত্মীয়ের মেয়ে হয়েছে। সেই খবর দিলেন মাসিরা। তাঁরা এসে হঠাৎ তিন হাজার টাকা চাইলেন। আমরা অনেক বুঝিয়ে দু'হাজার টাকা দিয়ে মিটিয়েছি।' কিন্তু এত টাকা দিলেন কেন? জবাব এল, 'বাচ্চা হলেই এসে খবর দিচ্ছে আর সবাই টাকা দিচ্ছে। এরপর চোদ্দোর পাতায়

গাড়িতে নীল বাতি, বিতর্কে বিএমওএইচ

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৩ জানুয়ারি : ফের নীল বাতি লাগানো গাড়ি নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল চত্বরে রাখা ওই নীল বাতি লাগানো গাড়ি নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত। এই গাড়ি ব্যবহার করে বিতর্কে জড়িয়েছেন নকশালবাড়ির ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক কুন্তল ঘোষ। গত এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে ওই নীল বাতি লাগানো নতুন গাড়ি নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন বলে অভিযোগ। যা নিয়ে হাসপাতালের অন্দরে কর্মীদের মধ্যে শুরু হয়েছে নতুন গুঞ্জন। শুক্রবার নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে বিএমওএইচ অফিসের সামনে গিয়ে দেখা গেল সেখানে পার্কিং করে রাখা হয়েছে কালো রঙের নতুন গাড়িটি। গাড়ির সামনে ইংরেজি বড় হরফে লেখা রয়েছে গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, নীচে বিএমওএইচ লেখা প্লেট বসানো। গাড়ির ছাদে লাগানো রয়েছে নীল বাতি। গাড়ির ভেতরে থাকা চালককে জিজ্ঞেস করতেই তিনি বলেন, 'নতুন গাড়ি বিএমওএইচ স্যরের। তিনি অফিসের ভেতরে আছেন।' বিএমওএইচের এই কর্মকাণ্ডে সকলেই হতবাক। যদিও নকশালবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক কুন্তল ঘোষ এইসব অভিযোগকে পাত্তা দিতে নারাজ। তিনি দাবি করেন, 'নীল বাতি ব্যবহার করা যায় কি না আমার জানা নেই। নিয়মে কি আছে তা দেখতে হবে। তবে আমি ওই গাড়ি ব্যবহার করি না।'

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, কোনওরকম টেন্ডার ছাড়াই ওই নতুন গাড়ি ব্যবহার করা হচ্ছে। হাসপাতালে তিনটে গাড়ি থাকলে একটি গাড়ি বিএমওএইচ নিজের কাজে ব্যবহার করছেন। একটি ওষুধপত্র আনার জন্য ব্যবহার করা হয়। আর একটি গাড়ি স্কুলে স্কুলে পরিদর্শনের জন্য রাখা হয়েছে। এখানেও অভিযোগ, হাসপাতালের মেডিকেল অফিসারদের গাড়ি দেওয়া হচ্ছে না। ওই গাড়িটিও বিএমওএইচ নিজেই ব্যবহার করছেন। যার ফলে গ্রামীণ এলাকায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগী দেখতে যেতে চান না ওই সব মেডিকেল অফিসাররা। তাঁরা অধিকাংশ দিন হাসপাতালেই সময় কাটিয়ে দেন বলে অভিযোগ। এরপর চোদ্দোর পাতায়

সাদা চোখে সাদা কথায়

যত ঝাঁকুনিই দিন, মমতার 'বজ্রমুষ্টি'তে ফসকা গেরো

গৌতম সরকার

'নিউ ইয়ার্স রেজোলিউশন।' আজকাল খুব জনপ্রিয় শব্দবন্ধ। বাংলায় বললে নববর্ষের সংকল্প। প্রশাসনিক ঝাঁকুনি বোধহয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেরকমই কোনও রোডম্যাপ। নতুন বছরের দ্বিতীয় দিনে তাই রাজ্যের তাবড় কর্তাদের রগড়ানি চলল। রেহাই পেলেন না মন্ত্রীরাও। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে বার্তা অত্যন্ত স্পষ্ট- শক্ত হাতে, একার হাতে। আরজি কর পরবর্তী প্রতিবাদ মিইয়ে দিয়ে সবকিছু আরও কঠোরভাবে 'মুঠঠি মে' রাখাই সম্ভবত মুখ্যমন্ত্রীর নিউ ইয়ার্স রেজোলিউশন।

সেই সংকল্প পূরণ যে সোজা নয়, নবান্নের প্রশাসনিক বৈঠকে তা প্রকাশ পেয়েছে একের পর এক। ইংরেজিতে প্রচলিত 'অল ইজ নট ওয়েল' কথাটা বরং মনে করিয়ে দিয়েছে। যে কারণে পুলিশমন্ত্রী হয়েও মুখ্যমন্ত্রীকে পুলিশকে ধুইয়ে দিতে হয়েছে জনসমক্ষে। নাম ধরে কোনও কোনও জেলার পুলিশ সুপারকে অপদার্থ বলে গাল দিতে হয়েছে। পুলিশকে ধমক অবশ্য

রাজনীতিবিদদের পুরোনো কৌশল।

পুলিশ সর্বশক্তিমান- ভয়, শ্রদ্ধার সেই জায়গা থেকে একেবারে জনগণের পায়ের তলায় ফেলে দেওয়া আর কী! নকশাল নেতা কানু সান্যালের একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। নকশালবাড়ির সেবদোল্লাজোতে ডেরায় ঢোকার মুখে হাতিঘিসা মোড়ে স্থানীয় এক পুলিশকর্তা কানুবাবুর কুশল জিজ্ঞাসা করেছিলেন। চারদিকে তখন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কৃষকরা। হঠাৎ তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে প্রবাদপ্রতিম নকশাল নেতা সেই পুলিশকর্তাকে যা নয়, তাই বলে ধমকে গেলেন কিছুক্ষণ।

এমন আচরণের কারণ কী? পরে কানুবাবু যা বলেছিলেন, তার সারমর্ম হল, গ্রামের কৃষক নানা কারণে পুলিশকে ভয় পান। গ্রামে লাল টুপি (তখন পুলিশের টুপি লাল ছিল) ঢুকলে ভয়ে সিঁটিয়ে যান। ওঁদের সামনে পুলিশকে ধমক দিলে সেই ভয় কাটে। এরপর চোদ্দোর পাতায়

মনের কথা থেকে মাটির কথা

দলবদল নেতা

জনতার চার্জশিট

আমাদের ছোট নদী

উত্তরবঙ্গ সংবাদে এখন থেকে এক ঝাঁক নতুন বিভাগ

কুয়াশায় ঢাকা শ্রীনগর যেন জনশূন্য। শুক্রবার।

বাবলা খুনে রহস্যই

গ্রেপ্তার ৩, বদলি মালদার পুলিশ সুপার

কল্লোল মজুমদার ও অরিন্দম বাগ

মালদা, ৩ জানুয়ারি : বাবলা সরকার খুনের তদন্তে তাঁরই ঘনিষ্ঠ একজনের নাম উঠে এল। এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার না করলেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাকে সহ দুজনকে আটক করেছে পুলিশ। ওদিকে, ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী শুক্রবার দাবি করেছেন, বাবলাকে খুন করার জন্য সুপারি কিলারদের সঙ্গে ১০ লক্ষ টাকার রফা হয়েছিল। সেই টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ। বাবলার স্ত্রী চৈতালি সরকার বলেছেন, 'খুনের পেছনে বড় ধরনের চক্রান্ত রয়েছে। মূল মাথাকে গ্রেপ্তার করতে হবে।'

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং তৎপরতা দেখানোয় বাবলা খুনের তদন্ত এখন হাই প্রোফাইল। এই খুনের জন্য তিনি আগেই মালদার পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদবকে দায়ী করেছিলেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সরিয়ে দিলেন পুলিশ সুপারকে। নতুন পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব নিচ্ছেন এখন কলকাতা পুলিশের ডিসি (পোর্ট) পদে কর্মরত জাফর আজমল কিদোয়াই। তবে বিদায়ী পুলিশ সুপারকে কোথায় বদলি করা হল, তা এখনও জানা যায়নি।

গোটা রাজ্য এখন তদন্তের মিনিট টু মিনিট গতিপ্রকৃতি জানতে আগ্রহী। সেইসঙ্গে সবার এক প্রশ্ন, কেন খুন? পেছনে মাথা কে? রাজনীতি, ব্যবসা সহ নানা সম্ভাবনা উঠে এলেও এখন পর্যন্ত নিশ্চিত উত্তর মেলেনি। ইতিমধ্যে বিহারের আরও একজনকে গ্রেপ্তার করায় ধৃতের সংখ্যা দুই থেকে বেড়ে তিন হয়েছে। তাতে বিহার-যোগ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ধৃতদের এদিন মালদা জেলা আদালতে তোলা হলে কোনও আইনজীবী তাদের পক্ষে দাঁড়াননি। বিচারক ১৪ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

বাবলার স্ত্রী চৈতালির সুরেই এদিন মন্ত্রী গৌতম দেব পরিষ্কার বলেছেন, 'এই খুনের পিছনে একটা বড় চক্রান্ত রয়েছে। এই চক্রান্ত খুঁজে বার করতে হবে পুলিশকে। সামনে বা পিছনের যারাই থাকুক না কেন তাদের সামনে নিয়ে আসতে হবে।' পুর ও নগর উন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমেরও সাফ কথা, 'কাউকে রেয়াত করা হবে না।'

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ পাইপ ফ্যাক্টরি মোড় মানে নিজের খাসতালুকেই আততায়ীদের শুট আউটে খুন হন তৃণমূল জেলা সহ সভাপতি, স্থানীয় কাউন্সিলার বাবলা। রাজ্যে আলোড়ন পড়ে যাওয়া এই ঘটনা মালদায় অতীতের চারটি রাজনৈতিক খুনের ঘটনা উসকে দিয়েছে। সাধারণ মানুষের বক্তব্য, প্রতিটি ক্ষেত্রেই চুনোপুঁটি কয়েকজন গ্রেপ্তার হলেও মূল এরপর চোদ্দোর পাতায়

বাবলা সরকারকে শ্রদ্ধা জানাতে ভিড় এলাকাবাসীর। শুক্রবার মালদায়।

জনশূন্য স্ট্যান্ড, বাস থমকে নৌকাঘাটে

মাম্পী চৌধুরী

শিলিগুড়ি, ৩ জানুয়ারি : শিলিগুড়ির যানজটে ইতি টানতে তিনবাত্তি মোড়ে ঝাঁ-চকচকে বাসস্ট্যান্ড তৈরি করেছে পুরনিগম। প্রায় আড়াই কোটি টাকা খরচে তৈরি বাসস্ট্যান্ডটির উদ্বোধনও হয়েছে ঘটা করে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, একটি বাসও আর স্ট্যান্ডমুখী হচ্ছে না ইদানীং। বদলে নৌকাঘাট মোড়ে রাস্তা দখল করে দাঁড়িয়ে থাকছে সরকারি, বেসরকারি বাসগুলি। ফলে যানজট এখন নিত্যসঙ্গী ওই এলাকায়।

শুক্রবার ঢুঁ মেরে দেখা গেল, খাঁখাঁ করছে নতুন বাসস্ট্যান্ডটি। বরং নৌকাঘাট মোড়কে একঝলকে দেখে মনে হচ্ছে, সেটাই বোধহয় বাসস্ট্যান্ড। যাত্রীরা কার্যত রাস্তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন বাস ধরার জন্য। সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে একাধিক বাস। পেছনে হর্ন বাজিয়ে চলেছে ম্যাক্সিক্যাব। রাস্তাটির উলটোপাশেই ট্রাফিক বুথ। দিনভর সেখানে দাঁড়িয়ে উর্দিধারীরা। কিন্তু কাউকেই দেখা গেল যানজট সামলাতে।

স্থানীয় ব্যবসায়ীদের একাংশ এখানেই নজরদারির অভাবের কথা তুলে ধরছেন। তাঁদের মতে, পুলিশ নিজেদের কাজ করছে না। যে কারণে বাসগুলি স্ট্যান্ডে না গিয়ে রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে থাকছে। বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলছেন, 'প্রতিটি বাহনের জন্য নির্দিষ্ট স্ট্যান্ড রয়েছে। অবৈধ পার্কিং যারা করবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

শহরের বিভিন্ন রাস্তায় দিনের পর দিন যেভাবে বাস, অটো, টোটোর অবৈধ স্ট্যান্ডের সংখ্যা বাড়ছে তাতে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে শহরবাসীকে। নৌকাঘাট মোড়ের ফুটপাথ ধরে হেঁটে যাচ্ছিলেন স্নেহা দাস, বিপ্লব সরকার, তাপস সাহারা। স্নেহার কথায়, 'নৌকাঘাট দিয়ে চলাচল করা মানে একপ্রকার ঝক্কি। একে যানজট, তার ওপর রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকছে বাস। এদিকে ফুটপাথ দিয়েও হাঁটার জায়গা নেই।'

ঘটা করে বাসস্ট্যান্ডটির উদ্বোধন করে তাহলে কী লাভ হল, প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয়দের পাশাপাশি যাত্রীরাও। ফালাকাটাগামী বাসের জন্য নৌকাঘাটে অপেক্ষা করছিলেন দীপঙ্কর মজুমদার, মৃণালিনী বসুরা। মৃণালিনীর কথায়, 'বাস যেখানে দাঁড়াবে, সেখানেই তো দাঁড়াব। বাসগুলোই তো স্ট্যান্ডে দাঁড়ায় না। যদি নিয়ম মেনে স্ট্যান্ডে ঢুকত, তাহলে এভাবে রাস্তার ওপর হুড়োহুড়ি করতে হত না।'

গত ২৫ নভেম্বর তিনবাত্তি মোড়ে নতুন বাসস্ট্যান্ডটির উদ্বোধন করেছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। পুরনিগম ও এনবিএসটিসি'র যৌথ উদ্যোগে তৈরি বাসস্ট্যান্ডটিকে বিকল্প হিসেবে ভাবা হয়েছিল। কিন্তু সেই ভাবনাই সার।

গৌতম অবশ্য আশ্বাস দিচ্ছেন। তিনি বলছেন, 'বারবার বাস মালিকদের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। স্ট্যান্ডটি একটু ভেতরে হওয়ার জন্য বাসচালকরা যেতে রাজি নন। তবে দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি দুই জেলার ডিএমের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি মিটিয়ে ফেলা হবে।'

এনবিএসটিসি'র চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়ের কথায়, 'সরকারি বা বেসরকারি কোনও বাস স্ট্যান্ড ছাড়া দাঁড়াতে পারে না। বাস নৌকাঘাটে যাতে না দাঁড়ায় তার জন্য প্রশাসনকে উদ্যোগ নেওয়ার অনুরোধ করেছেন মেয়র গৌতম দেব। আশা করি, শীঘ্রই সমস্যার সমাধান হবে।'

নৌকাঘাটে রাস্তাজুড়ে দাঁড়িয়ে সরকারি বাস। -সংবাদচিত্র

সন্তোষ জয়ী দলে উত্তরের দুই

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ৩ জানুয়ারি : বাংলা ফুটবল দল ৩৩ বার জিতে নিল সন্তোষ ট্রফি। সেই খুশিতে শামিল আলিপুরদুয়ারও। কারণ, এবার ওই চ্যাম্পিয়ন দলে আলিপুরদুয়ার জেলার দুজন ফুটবলার রয়েছেন। তাঁরা হলেন, শুভম রায় ও আদিত্য থাপা। তাঁদের নিয়ে সবাই খুব উচ্ছ্বসিত। আলিপুরদুয়ার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সঞ্চয় ঘোষ বললেন, 'বাংলা দলের জয়ের পিছনে আমাদের জেলার দুজনের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। ওঁদের জন্য আমরা গর্বিত। আমাদের তরফ থেকেও ওঁদের জাঁকজমকপূর্ণভাবে সংবর্ধনা দেওয়া হবে।' শুক্রবার সন্ধ্যায় ১৯তম ডুয়ার্স উৎসবের মঞ্চে ওই দুজন ফুটবলারের পরিবারের হাতে সংবর্ধনা হিসেবে স্তবক তুলে দেওয়া হয় বলে উদ্যোক্তা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সৌরভ চক্রবর্তী জানিয়েছেন।

শুভম রায়

আদিত্য থাপা

এই নিয়ে দ্বিতীয়বার সন্তোষ ট্রফি খেললেন আলিপুরদুয়ার জংশনের কালীবাড়ি কলোনির বাসিন্দা শুভম রায়। তবে এবারের খেলাটা তাঁর কাছে খুবই স্মরণীয়। কেননা এবার তাঁরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন এবং তিনি গোলরক্ষকের ভূমিকা সামলেছিলেন। কলকাতা থেকে ফোনে শুভম বললেন, 'এই নিয়ে দ্বিতীয়বার সন্তোষ ট্রফিতে বাংলা দলের হয়ে খেললাম। এবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে খুবই ভালো লাগছে। আলিপুরদুয়ারের মতো জায়গা থেকে এসে পরিশ্রম করে খেলে সফল হচ্ছি। আমার শহরের সবার আশীর্বাদ আমাকে ভালো খেলতে অনুপ্রেরণা দেয়।' শুভমের মতো আদিত্য থাপাও ওই দলে ছিলেন। তাঁর এবারই প্রথম প্রতিযোগিতায় শামিল হওয়া। মিডফিল্ডের খেলোয়াড়। বাড়ি কালচিনি ব্লকের দলসিংপাড়া এলাকায়। ১২ বছর থেকে ফুটবল খেলা বন্ধুদের সঙ্গে। এরপর দলসিংপাড়া ফুটবল অ্যাকাডেমিতে অনুশীলন শুরু। বর্তমানে ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাবে অনুশীলন করেন।

উচ্ছ্বাস আলিপুরদুয়ারে

দলসিংপাড়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমির সচিব অমিত গুপ্ত বলেন, 'আমরা খুবই খুশি। ওঁরা ফিরলে সংবর্ধনা দেওয়া হবে।' গ্রিন বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমির সচিব শুভেন্দু চৌধুরীর বক্তব্য, 'শুভম আমাদের অ্যাকাডেমিতে অনুশীলন করত। খুবই আনন্দ হচ্ছে।' শুভমের বাবা রঞ্জনকুমার রায় বললেন, 'এত খুশি হয়েছি যে কী বলব জানি না। শুভম আমাদের গর্বিত করেছে। ও আরও এগিয়ে যাক।' ছেলেকে নিয়ে আদিত্যর বাবা উত্তম থাপাও সমান গর্ববোধের কথা জানিয়েছেন।

কর্মখালি

Wanted an A.T. in Sanskrit (PG), preferably trained in UR category against Maternity leave vacancy upto 09/05/2025 in Gosairhat High School (X+2) P.O-Gosairhat Bandar, Dist-Coochbehar, Pin-736172. Apply to the President of School within 10 days from the date of publication. (B/S)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৭৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৭৯০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৪০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৮১০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৮২০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

অ্যাফিডেভিট

I, Prabhah Halder, now Prabhas Halder, as per affidavit dated 16.12.2024, Alipurduar, Kumargram, WB. (C/113739)

কর্মখালি

অফিস স্টাফ প্রয়োজন। পুরুষ-3 জন ও মহিলা-2 জন। বয়স-30 পর্যন্ত। বেতন-10,000/--12,000/-। সত্বর নিয়োগ। (M) :- 82405-36937. (C/114310)

●

ব্যক্তিগত ছেলে সহায়ক চাই, উচ্চ মাধ্যমিক পাশ, বয়স ২০-র মধ্যে সর্বসময়ের জন্য থাকতে হবে। মার্জিত নম্র ভদ্র, নেশাবিহীন হতে হবে, থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। ভালো বেতন, যোগাযোগ-9434043593- সেবক রোড, শিলিগুড়ি।

●

একজন কর্মদক্ষ, পড়াশোনা জানা, সর্বসময়ের জন্য মহিলা কর্মী চাই, বয়স ২৫-৩৫'এর মধ্যে হতে হবে, একজনমাত্র বিশিষ্ট সুস্থ ব্যক্তির, সর্বসময়ের জন্য ব্যক্তিগত কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য (রান্না বাদে), মাসিক বেতন - ১৫ হাজার, সত্বর যোগাযোগ-9002004418, এই মোবাইল নম্বরে হোয়াটস্যাপ আছে, ফোটো এবং বায়োডাটা পাঠাতে হবে, কর্মস্থান শিলিগুড়ি, সেবক রোড।

৫ বছরের সময়কালে বিন্নাগুড়ি মিলিটারি স্টেশনে অবস্থিত দোকানগুলি ইজারা দেওয়ার জন্য বিজ্ঞাপন

১. আবেদনপত্রটি যুদ্ধে নিহত ব্যক্তির বিধবা/কর্মরত অবস্থায় প্রতিরক্ষাকারী নিহত কর্মীবৃন্দের বিধবা/অক্ষম সৈনিক/প্রাক্তন কর্মচারী এবং তাঁদের স্ত্রী/প্রাক্তন কর্মচারীর স্ত্রীদের জন্য ৫ বছরের সময়কালে ১১টি দোকান বিন্নাগুড়ি মিলিটারি স্টেশনে অবস্থিত, ইজারা দেওয়ার হেতু চাওয়া হচ্ছে। দোকানগুলির বিস্তারিত বিবরণ আবেদন-পত্রটিতে উপলব্ধ যেটি হিল শপিং কমপ্লেক্সের নন কমিশনড আধিকারিকের কাছ থেকে ৫০০ টাকা অর্থমূল্যে অপ্রত্যর্পনীয় চেক এবং ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে **হিল শপিং কমপ্লেক্সের অ্যাকাউন্ট, অ্যাকাউন্ট নং-৪০৩১৪৪৮৬৭৮৯-এ** জমা প্রাপ্তির মাধ্যমে সংগ্রহ করা যাবে।
২। যে নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ১০ই জুলাই ২৪-এ আয়োজিত পূর্ববর্তী নিলামে যোগদান করেছেন কিন্তু দোকানগুলির মালিকানাধীন নিতে অসমর্থ হয়েছেন, এবং পরবর্তী প্রক্রিয়াগুলি বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাঁদের আনুমানিকভাবে ১লা ফেব্রুয়ারি ২৫-এ আয়োজিত বর্তমান নিলামে যোগদান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (সময়সূচির কোনওরকম পরিবর্তন ভবিষ্যতে জানানো হবে।)
৩. মাসিক ছাড় প্রদান নিলাম পদ্ধতির দ্বারা সর্বোচ্চ দরদাতাদের দোকানগুলি বরাদ্দ করা হবে। বিক্রয়ের জন্য আবেদনপত্রগুলি প্রদান করা হবে ৮ই জানুয়ারি' ২৫ থেকে।
৪. আবেদনপত্রটি নন কমিশনড আধিকারিক-এর কাছে হিল শপিং কমপ্লেক্সে ২৩শে জানুয়ারি ২৫-এর মধ্যে জমা করতে হবে।
৫. সংশয় দূরীভূত করার জন্য যোগাযোগ করুনঃ- ৮৩৬০১৩০৩৭৬ (হিল শপিং কমপ্লেক্স নন কমিশনড আধিকারিক)।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তি

হাওড়া ডিভিশনে বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের চুক্তি সম্পাদনের জন্য ই-অকশন

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং ঃ সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ/ভিবি-আইএনটি/২৪, **তারিখ** ০২.০১.২০২৫ সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, রেল যাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। **কাজের নাম ঃ** বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের চুক্তি প্রদান। অকশন ক্যাটালগটি **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। ● **ক্যাটালগ নং ঃ পিইউবি-এইচডব্লুএইচ-২৫-১।** ● **অকশন শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ১৭.০১.২০২৫-এ দুপুর ১২.০০টা। যথাক্রমে **সিকোয়েন্স নং; লট নং.; বিবরণ ঃ এএ/১;** এডিভিটি-আইএনটি-১৭৪৪০৭-১-২৫-১ (অ্যাডভার্টাইজিং - ট্রেন ইন্টিরিয়র); ট্রেন নং ২২৩০১/২২৩০২ (হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া) বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের কোচের অভ্যন্তরের নির্দিষ্ট স্থানে ভিনাইল র‍্যাপিংয়ের মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্রচারের প্রদর্শন। **এএ/২;** এডিভিটি-আইএনটি-২৬৯৩৫৩-১-২৫-১ (অ্যাডভার্টাইজিং - ট্রেন ইন্টিরিয়র); ট্রেন নং ২২৩০৩/২২৩০৪ (হাওড়া-গয়া-হাওড়া) বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের কোচের অভ্যন্তরের নির্দিষ্ট স্থানে ভিনাইল র‍্যাপিংয়ের মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্রচারের প্রদর্শন। **এএ/৩;** এডিভিটি-আইএনটি-২৪৯৮১৩-১-২৫-১ (অ্যাডভার্টাইজিং - ট্রেন ইন্টিরিয়র); ট্রেন নং ২২৩০৯/২২৩১০ (হাওড়া-ভাগলপুর-হাওড়া) বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের কোচের অভ্যন্তরের নির্দিষ্ট স্থানে ভিনাইল র‍্যাপিংয়ের মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্রচারের প্রদর্শন। **সিনি. ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া**
(HWH-523/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার নোটিশ নং ঃ ১৮০, তারিখ ০১.০১.২০২৫। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ডিভিশন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ- কলকলিয়া, জেলা - মালদা, পিন - ৭৩২১০২ পশ্চিম বঙ্গ নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নোক্ত ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **টেন্ডার নং ঃ** ১৮০-এমএলডিটি-২৪-২৫। **কাজের নাম ও অবস্থান ঃ** মালদা ডিভিশনে ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/I-এর অধিক্ষেত্রাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/মালদার অধীনে মালদা টাউনে মালদা টাউন স্টেশনে সম্পূর্ণ নতুন ৩০টি শয্যার আরপিএফ মহিলা ব্যারাক নির্মাণ কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৮৩,০০,২৭৮.৫৯ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২২.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ০৩.৩০মিনিট পর্যন্ত। **ওয়েবসাইটের বিশদ ও নোটিশ বোর্ড ঃ www.ireps.gov.in** /ডিআরএম অফিস/ মালদা টাউন। তাকাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে ওয়েবসাইটে টেন্ডারের বিশদ বিজ্ঞপ্তি ও নথি পড়ে নিতে। (MLD-183/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

স্টোরস ই-প্রকিউরমেন্ট

ই- প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার নোটিস নং. এস/৩১/২০২৪-২৫ তারিখঃ ৩০-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেন্ডার আহ্বান করছে.

ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেন্ডার সংখ্যা. ৮৩/২৪/০০০৪সি/ওটি/২৬১/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৩-০১-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ আরবি'র বাণিজ্যিক সার্কুলার নং. ২০১৮ এর ১২ তারিখঃ ০৯-০২-২০১৮ এবং ২০১৮ এর ৫৫ তারিখঃ ২৫-০৯-২০২৮ (উভয় সংশো করা হয়েছে) এর অধিনে স্পেসিফিকেশন অনুসারে অসংরক্ষিত টিকেটিং সিস্টেমের (ইউটিএস) জন্যে প্রত্যেক ৫০০ এর থার্মেল টিকিট রোলস। বিশেষ নোটঃ (১) টপ কোটেড থার্মেল পেপার নিম্নতম দুই বৎসরের ইমেজ ডিউরেবিলিটির সঙ্গে হবে। (২) অন্তিম টিকিটের প্রান্তে সাধারণ সাদা কাগজ সংলগ্ন করার জন্যে ব্যবহৃত মাল্কিং টেপ/পেপার টেপ টিকিটের রোলের অগ্রভাগে এইরকমে সংলগ্ন করতে হবে যেমন টিকিটের পশ্চাৎ ভাগের কালো মার্ক আবৃত না হয়। ৫ মিলিমিটারের অধিক যাতে টিকিট ট্যাপ কাভার না করে। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) কোয়ান্টিটি টলারেন্স (+/-): ১ % এজ, আইটেম শ্রেণী: নর্মাল, অনুমোদিত সমগ্র পিণ্ড ভেল্যু ভেরিয়েশনঃ সর্বোচ্চ ৮ লাখ] ১) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ২৩৬৮.০০ টি, ২) পরিমাণ- গুয়াহাটি ফর্মস ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৯১৬২.০০ টি, ৩) পরিমাণ- কাটিহার/জিএসডি, এনএফআর (বিহার) এর জন্যে ৬০৭০.০০ টি, ৪) পরিমাণ- নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ৫৪৬৭.০০ টি, পিএল. সংখ্যা- ৮৩২৫০০৫০।

ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেন্ডার সংখ্যা. ৬১/২৪/৫৫৪৬/ওটি/২৬২/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৬-০১-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ রেলের নিচে স্থাপন করার জন্যে রেইল প্যাডের হেতু আইআরএস স্পেসিফিকেশন অনুরূপে, আরডিএসও ডিআরজি নং. টি-৪৯৬৫ অনুসারে ৬০ কেজি পিএসসি স্লীপারের উপরে ৮.৫ টার্ন আউটের ১ এর জন্যে নাইলন রিইনফোর্সড থ্রুহোল রাবার সোল প্লেটস ৬ এমএম ঘনত্বের নির্মাণ এবং যোগান, এসএল. নং. টি-৫৫-২০২৩ (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস, পরিমাণ- এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বঙ্গাইগাওঁ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৪০৬ সেট। পিএল. সংখ্যা. ৬০১১০৮৯২।

ক্রমিক সংখ্যা. ৩। টেন্ডার সংখ্যা. ৩০/২৪/১৩২৯এ/ওটি/২৬৩/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২০-০১-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ (১) কন্ট্রোল আর্ম লোয়ার লেফট্, ডিআরজি নং. ফিয়াট ১২৬৭৭১৬ ভিইআর ০০আর২ অথবা অনন্তিম (২) ফিয়াট ডিআরজি নং. ১২৭৭১২২ ভিইআর-০১আর৩ অথবা অনন্তিম এমএটি স্পেসিফিকেশনঃ ১৭.৩৩৪ ১০০ ০৬/১০৭/০১ সংশোধনী ০১. অনুসারে কন্ট্রোল আর্ম আপার এমডিটিএস-১৬৬ আরইভি-০২, আইএসঃ ১৮৬৫ঃ ৯১ এসজি ৪০০/১৮ এল থাকা এলএইচবি বোগীসমূহের জন্যে কন্ট্রোল আর্মের সেট (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস, ১) পরিমাণ-ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১৪০ সেট, ২) পরিমাণ: পাণ্ডু/জিএসডি, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৬৬ সেট, ৩) পরিমাণ- নিউ বঙ্গাইগাওঁ/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১৫৬ সেট ৪) পরিমাণ- নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ২০ সেট, ৫) পরিমাণ- কাটিহার/জিএসডি, এনএফআর(বিহার) এর জন্যে ৬ সেট। পিএল. সংখ্যা. ৩৩৫০০১৩৭।

ক্রমিক সংখ্যা. ৪। টেন্ডার সংখ্যা. ৬১/২৪/৫৪১২/ওটি/২৬৪/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৭-০১-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখের ২০ দিন পূর্ব পর্যন্ত সংশোধিত অনুসারে এবং আইআরএস স্পেসিফিকেশন আইআরএস টি-৩১-২০১৮ (চতুর্থ সংশোধনী) অনুরূপে এবং অনন্তিম পরিবর্তন সহিত আরডিএসও ডিআরজি নং- টি-৫১১৯ অনুসারে ইলাস্টিক রেইল ক্লিপস এমকে-ভি। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: আছে, পর্যায়সমূহঃ ১] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস, পরিমাণ- এসএসই/পিওয়ে/টিডি/বঙ্গাইগাওঁ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ২০৭৭৫৪৪ টি, পিএল. সংখ্যা. ৬০১১০৫৫৭।

ক্রমিক সংখ্যা. ৫। টেন্ডার সংখ্যা. ৩০/২৪/১৪৬৫/ওটি/২৬৫/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ৩০-০১-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এলএইচবি প্যাসেঞ্জার কোচসমূহের জন্যে ম্যানুয়্যাল অনকাপলিং য়্যারেঞ্জমেন্ট এসেমব্লী। এমএটি স্পেসিফিকেশন আরডিএসও/২০১১/সিজি-০৩ (আরইভি-০৩)। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৮৪ মাস) [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস, ১) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৫৪১ টি, ২) পরিমাণ- পাণ্ডু/জিএসডি, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৪০ টি, ৩) পরিমাণ- নিউ বঙ্গাইগাওঁ/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৪০১ টি, ৪) পরিমাণ- নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ২ টি, পিএল. সংখ্যা.- ৩৩৫৪২৬০০।

ক্রমিক সংখ্যা. ৬। টেন্ডার সংখ্যা. ৬১/২৪/৫৪৭৪/ওটি/২৬৬/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২১-০১-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ইআরসি সমূহ, লাইনার্স এবং রবড় প্যাড ছাড়া ড্রয়িং অনুসারে সমগ্র পার্টস সহিত পিএসসি স্লীপারের উপরে দীর্ঘ ওয়েলডেড রেলের জন্যে ৬০ কেজি (ইউআইসি) রেলখণ্ডের হেতু ২ ডিগ্রি থেকে ৪ ডিগ্রি কার্ভের জন্যে নতুন বিকশিত উন্নীত সুইচ এয়্রপানসনের নির্মাণ এবং যোগান। (ক) আরডিএসও ডিআরজি নং. টি-৮৯২৪ অনুসারে ২ ডিগ্রি থেকে ৪ ডিগ্রি কার্ভের হেতু ৬০ কেজি উন্নীত সুইচ এয়্রপানসন জয়েন্ট (রাহি মেক ডিআরজি নং. আরএইচ/পিসি৫৯১১ (আরইভি-৪)। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৮৪ মাস) [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস, পরিমাণ: এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বঙ্গাইগাওঁ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১৮ সেট, পিএল. সংখ্যা. ৬০৬০১২৮।

ক্রমিক সংখ্যা. ৭। টেন্ডার সংখ্যা. ৬১/২৪/৫২২৫এ/ওটি/২৬৭/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৭-০১-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ১৬ ৬০ কেজি তে টি/৩১, আরডিএসও ডিআরজি নং. টি-৫৮৯১ ফাব্রিকেটেড সুইচেস, বিবরণ-১১২০০ মিলিমিটার ও/আর (কার্ভড) আরডিএসও ড্রয়িংতে তালিকাভূক্ত অনুসারে কিন্তু লাইনার, ইলাস্টিক রেইল ক্লিপ, ফিশ প্লেট এবং ফিশ বোল্ট এবং পিএসসি স্লীপার এবং সিএমএস জিং বডি ছাড়া চেক রেইল শামিল করে ফিটিংস সহিত সমস্ত পার্টস এবং স্টক রেইল, টার রেইল সহিত আইআরএস স্পেসিফিকেশন আইআরএস-টি-১০-২০২৩ অনুসারে আরডিএসও ডিআরজি নং. টি/৫৬৯২ এএলটি. ০৩ পর্যন্ত পিএসসি স্লীপারের উপরে বিজি ৬০ কেজির (ইউআইসি) জন্যে ১৬ টি/৩তে ১ এর হেতু ফ্যান শেপড সুইচ (বিবরণ-স্পেসিফিকেশন নং. আইআরএস টি-২৯ (সংশোধিত ২০২২) অনুসারে ফিটিংস সহিত আরডিএসও ডিআরজি নং. টি/৫৬৯৩ (এএলটি. ০২) কমপ্লিট অনুসারে পিএসসি স্লীপারের উপরে ৬০ কেজি রেলের জন্যে সিএমএম ক্রসিং ১৬ বিজিতে ১। (পরিশিষ্ট - এ অনুসারে যোগান ধরার জন্যে ফিটিংসের সূচী সহিত সংলগ্ন করা হয়েছে)। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস, (১) পরিমাণ: জ্যেষ্ঠ খণ্ড অভিযন্তা/পি.ওয়ে/নিউ হাফলং, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৬ সেট, (২) পরিমাণ: এসএসই/পি.ওয়ে.হিল/লামডিং, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৭ সেট, পিএল. সংখ্যা. ৬০২২০০৭৭।

নোটঃ টেন্ডার নোটিস এবং টেন্ডার প্র-পত্রের সম্পূর্ণ তথ্যের জন্যে টেন্ডারকর্তাগণ **(www.ireps.gov.in)** ওয়েবসাইটে লগ অন করতে পারবেন। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণ যারা উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে চায়, যদি উনারা ইতিমধ্যে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে পঞ্জীয়নভূক্ত হয়, তাহলে উনারা উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নিজেদের লগ অন করতে হবে এবং ইলেক্ট্রনিক্যালি ওনাদের প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। যদি উনারা আইআরইপিএসে পঞ্জীয়ন করে নেই, তাহলে ভারত সরকারের আইটি য়্যাক্ট ২০০০ এর অধীনে অনুমোদিত এজেন্সী থেকে ক্লাস-III ডিজিট্যাল সিগনেচার প্রাপ্ত করার জন্যে এবং উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্যে উনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হল।
পিসিএমএম, মালিগাওঁ

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

MAYNAGURI MUNICIPALITY

TENDER NOTICE

The Chairman, Maynaguri Municipality invites e-tenders as per given NITs within Maynaguri Municipal area. The tender details as given below : WBMAD/e-Tender/78/of EO/MNM/Jal/2024-25 (Tender ID : 2025_MAD_793930_1). Bid Submission End Date :- 27.01.2025 05:00 p.m. for NIT-78. Details of e-N.I.T. and Tender Documents may be downloaded from www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Chairman
Maynaguri Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ১৭৮, ১৮১-এমএলডিটি-২৪-২৫, তারিখ ২৭.১২.২০২৪। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ডিভিশন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ - কলকলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২, পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রঃ সঃ ১। টেন্ডার নং ঃ ১৭৮-এমএলডিটি-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** মালদা ডিভিশনে বিসি কার্ড, বারহারওয়া-সাহেবগঞ্জ, পীরপৈঁতি- কাহালগাঁও, ভাগলপুর-জামালপুর ও জামালপুর- অভয়পুর সমেত নিউ ফারাক্কা-বারহারওয়া শাখায় কম্পিউটারাইজেশন ও উন্নয়ন, ল্যান্ড প্ল্যানের সার্টিফিকেশন এবং অধিগৃহণকৃত জমির মিউটেশনে (বর্তমান তারিখ পর্যন্ত) সাহায্যদান এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৬৮,৯৮,১৭২ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৫.০১.২০২৫ তারিখ ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। **ক্রঃ সঃ ২। টেন্ডার নং ঃ ১৬৬-এমএলডিটি-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-২/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধীনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ভাগলপুরের অধিক্ষেত্রাধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ভাগলপুর শাখায় লেভেল ক্রসিং গেট নং ৭ ও ৯ বন্ধের জন্য অ্যাপ্রোচ রাস্তা এবং ইউ-ট্রাও-এর ব্যবস্থাকরণ কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,১৭,১৫,৩০৩.৭৩ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২০.০১.২০২৫ তারিখ ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিস বোর্ড ঃ www.ireps.gov.in**/ডিআরএম অফিস/ মালদা টাউন। (MLD-180/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

EKLAVYA MODEL RESIDENTIAL SCHOOL, NAGRAKATA

Affiliated to WBBSE & WBCHSE (English Medium), Under TDD, Govt. of West Bengal
(Fully subsidized for Scheduled Tribe Students only)

- All are hereby notified that the LOTTERY for the admission in class VI will be held on 06/01/2025.
- Parents/Guardians are requested to attend the scheduled programme.

Sd/-
P.O-cum-D.W.O.
BCW & TD, Jalpaiguri

Tender Invitation for whitewash/painting in external walls, internal corridors etc of the building in the Vidyalaya (2024-25)

Kendriya Vidyalaya Sukna, invites open tender enquiry for whitewash/painting in external walls, internal corridors, etc of the building in the Vidyalaya from eligible and experienced firms/agencies. They may collect the Tender form from the school website (https://sukna.kvs.ac.in/) and the completed form must be sent to Vidyalaya Office through registered/speed post on or before 1:00 pm, 22/01/2025
For more details visit **https://sukna.kvs.ac.in/**

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

মালদা ডিভিশনে উপার্জন চুক্তির ভিত্তিতে পার্সেল ভ্যানে পার্সেল স্পেসের পরিচালনা সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ডিভিশন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২, পশ্চিমবঙ্গ (অকশন কন্ডাক্টিং অফিসার) নিম্নলিখিত কাজের জন্য **www.ireps.gov.in**-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। **কাজের নাম ঃ** মালদা ডিভিশনে উপার্জন চুক্তির ভিত্তিতে পার্সেল ভ্যানে পার্সেল স্পেসের পরিচালনা। ● **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ** পার্সেল-২৫-০১, ● **অকশন শুরু ঃ** ১৭.০১.২০২৫ তারিখ সকাল ১১.৪৫ মিনিট। ● **লট নং ঃ** ১২৩৩৫-১২৩৩৬-ভিপি-১-বিজিপি-এলটিটি-২৫-১ (পার্সেল - পার্সেল ভ্যান)। আরও বিশদে জানার জন্য সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-179/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

মালদা ডিভিশনে ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনের চুক্তি প্রদান

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ডিভিশন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ- ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২, পশ্চিমবঙ্গ (অকশন কন্ডাক্টিং অফিসার) নিম্নলিখিত কাজের জন্য **www.ireps.g

চা শ্রমিকদের দাবি নিয়ে অভিযান সিটুর

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩ জানুয়ারি : চা শ্রমিকদের দখলে থাকা পুরো জমির পাট্টা, পাহাড়ের বকেয়া পুজো বোনাস মেটানো সহ একাধিক দাবিতে শুক্রবার শ্রমিক ভবন অভিযান করল সিটু। শিলিগুড়ি শহর থেকে মিছিল করে দাগাপুরের শ্রমিক ভবনে গিয়ে স্মারকলিপি দেয় নেতৃত্ব। সেখানে বিপত্তি বাধে। সবাই মিলে অতিরিক্ত শ্রম কমিশনারের দপ্তরে ঢুকতে গেলে পুলিশ আটকে দেয়। তখন বচসায় জড়িয়ে পড়ে দুই পক্ষ। বিক্ষোভকারীরা সেখানে বসে পড়েন। পরে ৩০ জনের একটি প্রতিনিধিদল ভেতরে গিয়ে নিজেদের দাবিদাওয়া জানিয়ে আসে। পরে সিটুর দার্জিলিং জেলা সভাপতি গৌতম ঘোষ হুঁশিয়ারি দেন, দাবি দ্রুত আদায় না হলে রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে অবরোধের পাশাপাশি বাগানে বাগানে ধারাবাহিক আন্দোলন চলবে। এপ্রসঙ্গে শিলিগুড়ির অতিরিক্ত শ্রম কমিশনার শ্যামল দত্ত বলেছেন, 'সিটুর তরফে বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে স্মারকলিপি দিয়েছে। আমরা বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেব।'

পাহাড়ের ৮৭টি চা বাগানের শ্রমিকদের গতবছরের পুজো বোনাস নিয়ে বেশ কয়েকবার বৈঠকের পরেও সমাধানসূত্র বের হয়নি। শ্রমিকপক্ষ ২০ শতাংশ হারে বোনাসের দাবিতে অনড় থাকলেও মালিকপক্ষ ১৩ শতাংশের ওপরে উঠতে চায়নি। ফলে বাধ্য হয়ে পুজোর কয়েকদিন আগে শ্রম দপ্তর ১৬ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়ার অ্যাডভাইজারি জারি করে। সেইমতো বেশিরভাগ বাগান কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বোনাসের টাকা পাঠিয়েছে। কিন্তু শ্রমিকপক্ষ ২০ শতাংশ হারে অনড় থাকায় শ্রম দপ্তর পুজোর পরেও একটি বৈঠক করে। সেখানে অবশ্য ফয়সালা হয়নি। তারপর বৈঠক হওয়ার কথা থাকলেও রাজ্যের তরফে আর ডাকা হয়নি।

পুলিশের সঙ্গে বচসা শ্রম দপ্তরে

এই ইস্যু সহ আরও বেশ কয়েকটি দাবি নিয়ে এদিন বিভিন্ন চা বাগানের শ্রমিকদের সঙ্গে নিয়ে এয়ারভিউ মোড় থেকে মিছিল করে দাগাপুর শ্রমিক ভবনে যান সিটুর নেতারা। সংগঠনের দার্জিলিং জেলা সভাপতি গৌতম ঘোষ এবং জেলা সম্পাদক সমন পাঠক কর্মসূচির নেতৃত্বে ছিলেন। মিছিলটি শ্রমিক ভবনে পৌঁছানোর পর সরাসরি অতিরিক্ত শ্রম কমিশনারের ঘরে ঢুকতে চেয়েছিল। তবে আগে থেকে সেখানে প্রচুর পুলিশকর্মী মোতায়েন ছিলেন। পুলিশ সবাইকে আটকে দেওয়ায় শুরু হয় বচসা। পরে পুলিশ একাধিক বাগানের প্রতিনিধি সহ মোট ৩০ জনকে ভেতরে ঢোকার অনুমতি দেয়। বাকিরা বসে পড়েন গেটের বাইরে। পরে সিটুর জেলা সম্পাদক সমন পাঠক বলেন, 'আমরা চা শিল্পের শ্রমিকদের ন্যূনতম ১০ হাজার টাকা পেনশন দেওয়া, পুরো জমির পাট্টা এবং দ্রুত ন্যূনতম মজুরি চুক্তি কার্যকর করার দাবি জানিয়েছি। দপ্তরের আধিকারিক দ্রুত বিষয়গুলো নিয়ে পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন। আমরা কয়েকদিন অপেক্ষা করব। দাবি আদায় না হলে আরও অনেক বাগান থেকে শ্রমিকদের এনে আন্দোলনে নামব।'

আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু।। *কোনারক সূর্য মন্দিরের ছবিটি তুলেছেন শিলিগুড়ির তাপস দত্ত।*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

স্কুলে মেরামতিতে দুর্নীতি

বিধানসভায় সরব হওয়ার ভাবনা শিখার

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৩ জানুয়ারি : জলপাইগুড়ি জেলায় একাধিক স্কুলের মেরামতি এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়নের নামে লক্ষ লক্ষ টাকার দুর্নীতির অভিযোগ বিধানসভায় জানাবেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। শুক্রবার তিনি দাবি করেন, সংস্কারের নামে প্রায় ১৩৭টি স্কুলে দুর্নীতি হয়েছে। পুরো বিষয়টি প্রথমে জলপাইগুড়ি জেলার প্রাথমিকের বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে জানাতে চাইছেন শিখা। তারপরেও কাজ না হলে বিধানসভায় শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকার বেশ কয়েকটি স্কুলে মেরামতি ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য অর্থ মঞ্জুর করা হয়। এর জন্য টেন্ডার ডেকে কাজের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল ঠিকাদারি সংস্থাকে। অথচ বাস্তবে কোথাও দুর্গাপুজোর আগে এক ট্রাক বালি পড়েছে, আবার কোনও স্কুলে প্রধান শিক্ষক জানেন না যে, তাঁর স্কুলে কী কাজ হবে। একই স্কুলের দুই নামে দু'বার করে টেন্ডার ডাকা হয় বলে অভিযোগ। শুক্রবার এই সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হয় উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

এদিন সকালে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্যামল রায় বলেন, 'সব কাজ তো জেলা বিদ্যালয় সংসদ করেনি। কিছুটা বিডিও অফিস থেকে হয়েছে। তাই কোন কাজ কে করেছে, সেই তালিকা দেখতে হবে। আপনি বিদ্যালয় সংসদের ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে একবার কথা বলুন।' শ্যামলের কথামতো ইঞ্জিনিয়ার হিমাদ্রীশেখর দুবেকে টেলিফোন করা হলে তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'যত অভিযোগ রয়েছে, সব কিন্তু সত্যি নয়। তবে এটা ঠিক যে, গতবছর মার্চের মধ্যে সব কাজ শেষ করার নির্দেশ ছিল। ফেব্রুয়ারিতে ওয়ার্ক অর্ডার হলে অত কম সময়ের মধ্যে সেগুলো করা যেত না। এরপর লোকসভা ভোটের নির্বাচনবিধি শেষ হলে কিছু কাজ শুরু হয়। আবার বর্ষার কারণে সবটা থমকে যায়। আমাদের হিসেবে, ৬০টি স্কুলের কাজ বাকি। সেগুলোর মধ্যে ৪০টির কাজের ওয়ার্ক অর্ডার হয়ে গিয়েছে। সেই কাজও হবে।'

বিজেপি বিধায়ক শিখার দাবি, 'বিরাট মাপের দুর্নীতি হয়েছে। আমার বিধানসভা এলাকায় এসব চলছে। প্রচুর প্রমাণ রয়েছে আমার কাছে। শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির ঘটনায় পার্থ চট্টোপাধ্যায় জেলে। এখানে যে পরিমাণ টাকার কেলেঙ্কারি হয়েছে, তা মেনে নেওয়া যায় না। টেন্ডার হওয়ার ১ বছর পরেও কেন কাজ হল না? আমি এব্যাপারে কথা বলতে প্রথমে ডিআইয়ের কাছে যাব।' পরে বলেন, 'আমি ব্রাত্য বসুকেও জানাব। ওঁর দপ্তরে দুর্নীতি হচ্ছে। সেটা তো তাঁকে দেখতে হবে। আমি বিধানসভায় প্রসঙ্গটি তুলব।'

একতিয়াশালে ১৬ ফুটের নালা এখন দুই ফুটের

অনুমতির অপব্যবহার

প্রশ্নে প্রশাসন

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৩ জানুয়ারি : দখলদারির বিরোধিতায় সুর মেলাল দুই যুযুধান শিবির। একসঙ্গে না হলেও একই ইস্যুতে শুক্রবার আলাদা আলাদাভাবে বিক্ষোভ দেখালেন তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির স্থানীয় নেতা-কর্মীরা।

কী নিয়ে এত শোরগোল? অভিযোগ, নালার প্রস্থ কমিয়ে নতুনভাবে তৈরি করছেন এক ব্যবসায়ী। যার জেরে এলাকার জল নিষ্কাশনে সমস্যার আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। বিতর্ক আরও বাড়িয়েছে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের অনুমতি। ওই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের দাবি, নিকাশিনালার জন্য জেলা পরিষদের কাছ থেকে 'এনওসি' নেওয়া হয়েছে।

সেই কথা জানতে পেরে বেজায় চটেছেন ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিতালি মালাকার। প্রশ্ন তুলেছেন এক্তিয়ার নিয়ে। এদিন অবশ্য দুই রাজনৈতিক দলের আন্দোলনের জেরে বন্ধ হয়ে যায় নির্মাণ।

একতিয়াশালের ইসকন মন্দির রোডে একটি নালাকে কেন্দ্র করে বিতর্কের সূত্রপাত। অভিযোগ, প্রায় ১৬ ফুট চওড়া নালাটিকে সংকুচিত করে অভিযুক্ত ব্যবসায়ী সন্দীপ গোয়েল দু'ফুট করছেন। নিজের গোডাউনে যাতায়াতে সুবিধার জন্য তার ওপর বসাবেন স্ল্যাব। এতে এলাকায় নিকাশি ব্যবস্থার সমস্যা হতে পারে, সেই অভিযোগ নিয়ে জনপ্রতিনিধিদের দ্বারস্থ স্থানীয়দের একাংশ। যদিও এব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে সবটা অস্বীকার করলেন সন্দীপ। তাঁর সাফাই, 'জেলা পরিষদ সহ প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে দেড় বছর ধরে দৌড়ঝাঁপ করেছি। অবশেষে প্রয়োজনীয় অনুমতি নিয়ে কাজ শুরু করি। জল নিষ্কাশনে কোনওরকম অসুবিধে হবে না।' তাছাড়া ১৬-১৮ ফুট চওড়া নিকাশিনালার প্রয়োজন নেই বলে মত সন্দীপের।

বিষয়টি জানতে পেরে এদিন সকালে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের স্থানীয় সদস্য মনীষা রায় কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে ঘটনাস্থলে যান। সেখানে দাঁড়িয়ে বলেন, 'নালাটিকে যেভাবে সংকীর্ণ করা হচ্ছে, তাতে বর্ষায় প্রায় ৭০০ পরিবারকে সমস্যায় পড়তে হবে। আমি কোনওমতে কাজটি করতে দেব না।' এনওসি দেওয়ার ব্যাপারটি তাঁর অজানা বলে দাবি মনীষার।

জেলা পরিষদের সদস্য যখন কথাগুলো বলছিলেন, তখন আশপাশে থাকা অনেকে চাপা স্বরে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। কারণ, অনুমতি দিয়েছে তাঁরই দল পরিচালিত জেলা পরিষদ। পরে বিষয়টি আঁচ করতে পেরে মনীষার কথা, 'সভাধিপতি অনুমতি দিলেও ১৬ ফুটের ড্রেনকে দুই ফুটের বানাতে বলেননি। সরকারি জমির ওপর কালভার্ট তৈরি করা হলেও প্রয়োজনে তা ভেঙে ফেলা হবে, এমনটা বলা রয়েছে অনুমতিপত্রে।'

যদিও তৃণমূল সদস্যের যুক্তিতে সন্তুষ্ট নন বিজেপি পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিতালি মালাকার। তাঁর বক্তব্য, 'এলাকার স্বশাসনের দায়িত্ব থাকে গ্রাম পঞ্চায়েতের ওপর। অথচ আমাদের না জানিয়ে সভাধিপতি অনুমতি দিলেন কোন এক্তিয়ারে। আশপাশের বাসিন্দারা বিপদে পড়বেন, সেটা হতে দেওয়া যাবে না।'

স্থানীয় রঞ্জনা অধিকারী, পূজা দেবনাথ ও হরি বর্মনরা ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন। তাঁদের অভিযোগ, নগরায়ণের অজুহাত দেখিয়ে নালা দখলের প্রবণতা তৈরি হয়েছে এলাকার একশ্রেণির ব্যবসায়ীদের মধ্যে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি ভরাট হয়েছে। এই ব্যবসায়ীও চেষ্টা চালাচ্ছেন।

দখলদারদের ঠেকাতে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্থানীয়দের একাংশ। এপ্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানতে জলপাইগুড়ির সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মনের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে সম্ভব হয়নি।

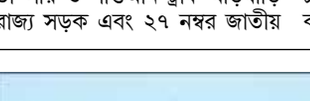

বিতর্ক কোথায়

- নালার প্রস্থ কমানোয় অভিযুক্ত নির্মাণ ব্যবসায়ী
- এলাকায় জলনিকাশিতে সমস্যার আশঙ্কা স্থানীয়দের
- জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের অনুমতি বিতর্ক আরও বাড়িয়েছে
- যা নিয়ে ক্ষুব্ধ ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান

জেলা পরিষদের সদস্যের যুক্তি, ১৬ ফুটের নালাকে ২ ফুটের বানাতে বলেননি সভাধিপতি ও অনুমতিপত্রে রয়েছে আরও শর্ত

দেহ উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ৩ জানুয়ারি : রেললাইনে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হল। শুক্রবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের চটহাটের চোঁচপাড়ায় ঘটনাটি ঘটে। মৃত মহম্মদ বাহের আলি (৪৭) ওই এলাকার বাসিন্দা। এদিন ডাউন কামাখ্যা-পুরী এক্সপ্রেস চলে যাওয়ার পর গ্রামবাসীদের একাংশ রেললাইনে ওই ব্যক্তির দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে প্রথমে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পরে এনজেপির জিআরপি সেখানে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। কারণ জানতে তদন্ত করছে জিআরপি।

শিলান্যাস

খড়িবাড়ি, ৩ জানুয়ারি : খড়িবাড়ি মাতৃ মন্দিরের প্রাচীর নির্মাণে উদ্যোগী হল খড়িবাড়ি এডুকেশনাল সোসাইটি। শুক্রবার সেই কাজের শিলান্যাস হয়। ২০১৪ সালে খড়িবাড়িতে কলেজ তৈরির উদ্যোগ নিয়েছিল ওই সোসাইটি। কলেজ নির্মাণের জন্য তৈরি হয় তহবিল। যদিও সেই কাজে জটিলতা দেখা দিতে শুরু করে। সোসাইটির সম্পাদক পরিমল সিংহ জানান, কলেজ তৈরির জন্য সংগৃহীত অর্থের কিছুটা অংশ ব্যবহার করা হচ্ছে খড়িবাড়ি মাতৃ মন্দিরের সীমানা প্রাচীর তৈরির ক্ষেত্রে। ব্যয় হবে ২ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সোসাইটির সভাপতি অমলেন্দু দাস, কোষাধ্যক্ষ বিপ্লব দে, খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি বাদল সরকার প্রমুখ।

অবৈধ কারবার

খড়িবাড়ি, ৩ জানুয়ারি : খড়িবাড়ি বাজারে কাপড়ের দোকানের আড়ালে দেদারে চলছিল বেআইনি মদের কারবার। শুক্রবার আবগারি দপ্তরের কর্তারা অভিযান চালানোর পর বিষয়টি সামনে আসে। এদিন পুলিশ এবং আবগারি দপ্তরের একটি দল বিহারগামী রাস্তার পাশের কাপড়ের দোকানে হানা দেয়।

এদিন ছিল খড়িবাড়ির হাট। বাজেয়াপ্ত হয়েছে কয়েক বোতল নকল বিলিতি মদ। তবে পলাতক দোকান মালিক সুরজ জয়সওয়াল।

ডাম্পারের গতি নিয়ন্ত্রণ দাবি

ফাঁসিদেওয়া, ৩ জানুয়ারি : ঘোষপুকুরে চেঙ্গা ও মানঝা নদী মিলিয়ে বালি-পাথর তোলার জন্য দুটো বৈধ ঘাট রয়েছে। পাশাপাশি বালি-পাথর জমা করে রাখার জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত ঘাটের সংখ্যা, দুই। এই চারটি ঘাট থেকে ট্র্যাক্টর এবং ডাম্পারে বালি-পাথরবোঝাই করে পাঠানো হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। অভিযোগ, ওই ডাম্পারগুলো বেপরোয়া গতিতে চলাচল করে। সারাদিনে প্রায় শতাধিক ট্র্যাক্টর, ডাম্পার ও শক্তিমান ট্রাক খড়িবাড়ি রাজ্য সড়ক এবং ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক হয়ে গ্রামীণ শিলিগুড়ির পাশাপাশি অন্য জেলার বিভিন্ন প্রান্তের দিকে ছুটছে। বৃহস্পতিবার পাথরবোঝাই ডাম্পারের ধাক্কায় এক বৃদ্ধ গুরুতর জখম হওয়ার পর ফের ওই গাড়িগুলোর গতি নিয়ন্ত্রণের জোরালো দাবি উঠেছে।

ঘোষপুকুরের অরুণ সিংহর কথায়, 'ওই রাস্তা দিয়ে প্রচুর ভারী যানবাহন এবং বালি-পাথরবোঝাই ডাম্পার চলাচল করছে। সেগুলো বেশিরভাগ সময় বেপরোয়া গতিতে চলে।' আমবাড়ির বাসিন্দা রাজেশ বর্মন বললেন, 'কুয়াশার কারণে অনেক সময় গাড়ির উপস্থিতি ঠাওর করা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়।' পুলিশ আশ্বাস দিয়েছে নজর রাখার।

ফাঁসিদেওয়ার ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক শুভ্রজিৎ মজুমদারের বক্তব্য, 'সূর্যাস্তের পর নদী ঘাটে গাড়ি নামানোর নিয়ম নেই।' তাহলে দিনরাত এত সংখ্যক ডাম্পার কীভাবে বালি-পাথর নিয়ে ছুটছে, সেই প্রশ্ন ওঠে। বৃহস্পতিবারের ঘটনায় পুলিশ মামলা রুজু করেছে। অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু হচ্ছে বলে জানালেন ঘোষপুকুরের ওসি সঞ্জয় তিরকি।

হারানো বাহন ফেরাল পুলিশ

শিলিগুড়ি, ৩ জানুয়ারি : মায়ের ওষুধ কেনার তাড়া ছিল। বাইক চালু না হওয়ায় ভাইপোকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তার সাধের সাইকেল নিয়ে বেরিয়েছিলেন বিবেক ঘোষ। সেদিন ছিল বড়দিন। ভেবেছিলেন, বাড়ি ফেরার সময় কিছু চকোলেট নিয়ে আসবেন খুদের জন্য। চকোলেট কেনা তো দূর, কলেজপাড়ায় ওষুধ কেনার পর বিবেকের মাথায় হাত পড়ে। উধাও হয়ে গিয়েছিল সাইকেলটি। তারপর থেকে মামার ওপর বেজায় অভিমান করে ছিল ভাইপো।

অবশেষে স্বস্তি। শুক্রবার শিলিগুড়ি থানার আইসি প্রসেনজিৎ বিশ্বাসের হাত থেকে সাইকেলটি ফিরে পাওয়ার সময় যা বিবেকের চোখেমুখে স্পষ্ট ছিল। পেশায় ব্যবসায়ী ওই ব্যক্তির কথায়, 'ভাগ্নে আমার ওপর অভিমান করেছে। মন খারাপ। আজ বাড়িতে সাইকেলের সঙ্গে তাই বিরিয়ানি নিয়ে যাব।'

বিবেকের বাড়ি এনজেপি সংলগ্ন হরিপুরে। তিন মাস আগে কেনা হয়েছিল সাইকেলটি। দাম বেশি হওয়ায় ইএমআই-তে নেওয়া হয়। ওই সাইকেলে চেপে স্কুলে যাওয়া-আসা করত খুদে। বিবেকের কথায়, 'প্রথমদিকে ভেবেছিলাম, থানায় আর অভিযোগ দায়ের করব না। সাইকেল ফিরে পাওয়ার আশাও ছিল না। কিন্তু ভাগ্নের মন খারাপ দেখে ২৬ তারিখ শিলিগুড়ি থানার দ্বারস্থ হই।'

অভিযোগ পেতেই পুলিশ তদন্তে নেমে সিপাইপাড়ার বাসিন্দা গোপল মজুমদার নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। তার বাড়ি থেকে পাঁচটি সাইকেল বাজেয়াপ্ত হয়। এরমধ্যে একটি ছিল বিবেকের ভাইপোর। এদিন সাইকেল নেওয়ার পর বিবেক বললেন, 'ভাগ্নের বড়দিন আমি মাটি করেছি। তাই আজকের দিনটা স্পেশাল করব।'

গ্রেপ্তার ১১

নকশালবাড়ি, ৩ জানুয়ারি : মাদকের দৌরাত্ম্যে লাগাম পরাতে বৃহস্পতিবারও রাতভর চলল অভিযান। পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে আরও ১১ জনকে। তোতারামজোত সহ বিভিন্ন এলাকায় হানা দেয় নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। মাদকাসক্ত অবস্থায় গ্রেপ্তার করা হয় ১১ জনকে। ধৃতদের মধ্যে দুজন মিরিক, দুজন বাগডোগরা এবং বাকিরা নকশালবাড়ির পানিট্যাঙ্কির বাসিন্দা বলে জানিয়েছে পুলিশ।

চা শ্রমিকদের দাবিদাওয়া জানাতে শ্রমিক ভবনে সিটু নেতারা। শুক্রবার দাগাপুরের শ্রমিক ভবনে। ছবি : সূত্রধর

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন উত্তর ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

সাপ্তাহিক লটারির 48L 70061 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "জীবন পরিচালনার জন্য বিভিন্ন দিক রয়েছে এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা হবে আর্থিক পরিসরে। যে কেউ উন্নত জীবন পরিচালনা করতে পারে যদি তাঁর আর্থিক স্থিতি উন্নত থাকে। ডিয়ার লটারি আমাদের কোটিপতি বানানোর জন্য সুন্দর একটি প্রক্রিয়া প্রদান করে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা রামকৃষ্ণ মণ্ডল - কে 08.10.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

বিজ্ঞাপন

সরকারি জমি উদ্ধারে রাজ্যকে চিঠি জেলার

জলপাইগুড়ি, ৩ জানুয়ারি : জেলা শাসকের অফিস থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে সরকারি জমি দখল করে পাকা বাড়ি বানানো হয়েছে। জেলাজুড়েই কয়েক দশক ধরে এভাবে সরকারি জমিতে বাড়ি থেকে বাণিজ্যিক ভবন তৈরি করেছেন অনেকেই। সরকারি জমি দখলে নাম লিখিয়েছেন রাজনৈতিক নেতারাও। সেই জমিতে বানানো হয়েছে ধাবা, রেস্তোরাঁ থেকে বাণিজ্যিক ভবন। জেলাজুড়ে দখল হওয়া সরকারি জমি চিহ্নিত করে সাইনবোর্ড দেওয়ার পরেও হুঁশ নেই দখলদারদের।

বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠক থেকে সরকারি দখল হয়ে যাওয়া জমি পুনরুদ্ধারে জেলা শাসকদের কড়া বার্তা দিয়েছেন। তারপরেই নড়েচড়ে বসেছে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন।

জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের খড়িয়া পঞ্চায়েতের এক বাসিন্দা দেবল দাস ১৯৭১ সালে ভূমি দপ্তরে সরকারি জমির উপর নিজের নামে পাট্টা চেয়ে লিখিত আবেদন করেছিলেন। কিন্তু সেই পাট্টা সরকারি দপ্তর আজও দেয়নি। অথচ শুক্রবার ভূমি দপ্তর সেই জমি পুনরুদ্ধারে গিয়ে দেখেন সেখানে গজিয়ে উঠেছে দোতলা বাড়ি। জেলার ময়নাগুড়ি, রাজগঞ্জ, ধূপগুড়ি, বানারহাট, মালবাজার, ক্রান্তি, নাগরাকাটা এবং মেটেলি ব্লকেও এমন ঘটনা ভূরিভূরি।

জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি বা ময়নাগুড়ি থেকে ফালাকাটাগামী জাতীয় সড়কের ধারে রেস্তোরাঁ, লাইন হোটেল, ধাবা বানানো হয়েছে সরকারি জমিতে। বানারহাট, ক্রান্তি, নাগরাকাটা ও মেটেলির শহরাঞ্চল এবং চা বাগান লাগোয়া একাধিক শহরে সরকারি জমিতে অনেক নেতা ব্যবসা ফেঁদে বসেছেন। প্রাক্তন সাংসদ জন বারলার নামেও সরকারি জমিতে বাণিজ্যিক ভবন তৈরির অভিযোগ রয়েছে।

ভর্তির টাকা না পাওয়ায় ‘অভিমান’

স্কুল ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৩ জানুয়ারি : স্কুলে ভর্তির জন্য টাকা চেয়েছিল বছর চোদ্দোর মেয়েটা। কিন্তু সেই মুহূর্তে ঠাকুমার কাছে খুব একটা টাকাপয়সা ছিল না। ভর্তির টাকা দিতে একটু দেরি হবে বলে নাতনিকে জানান ঠাকুমা। গলার স্বর একটু ভারী করেই ঠাকুমা বলেছিলেন, ‘এখনও মাইনে পাইনি।’ এরপর মুখ গোমড়া করে ঘরে চলে যায় কিশোরী। ঠাকুমাও চলে যান কাজে। ব্যস, ওই পর্যন্তই। তারপর যে নাতনির নিথর দেহটা দেখতে হবে, তা স্বপ্নেও কল্পনা করেননি ঠাকুমা সুন্দরী দাস। শুক্রবার ঘর থেকে নাতনি রিয়া দাসের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হতেই এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল।

বাবা মানসিক ভারসাম্যহীন। ছোট বয়সে রিয়াকে রেখে চলে গিয়েছিলেন মা। তারপর আর মায়ের হদিস মেলেনি। ঠাকুমার আদরেই বড় হচ্ছিল মেয়েটি। সেই নাতনি হঠাৎ এমন কাণ্ড ঘটিয়ে বসল? ভেবেই কুলকিনারা পাচ্ছেন না ঠাকুমা। এদিন শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের জরুরি বিভাগের একপাশে স্ট্রেচারে পড়ে ছিল কিশোরীর নিথর দেহটা। সেখানেই নীচে বসে নিজেকে আর সামলাতে পারেননি ঠাকুমা। হাউহাউ করে কেঁদে ফেললেন। বললেন, ‘সব শেষ হয়ে গেল! মেয়েটা এমন কিছু করবে ভেবে উঠতে পারিনি।’

ঘটনাক্রম

- নবম শ্রেণির ছাত্রী রিয়ার দশমে ভর্তি হওয়ার কথা ছিল
- স্কুলে ভর্তির জন্য টাকা চেয়েছিল ঠাকুমার কাছে
- কিন্তু ঠাকুমা মাইনে পাননি বলে নাতনিকে জানান
- তারপর মুখ গোমড়া করে ঘরে চলে যায় কিশোরী
- ডাকাডাকি করেও সাড়াশব্দ মেলে না
- দরজা ভাঙতেই রিয়ার ঝুলন্ত দেহ দেখতে পাওয়া যায়

আশিঘরের লোকনাথ মন্দির এলাকার বাসিন্দা রিয়া হাকিমপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করত। নবম শ্রেণি উত্তীর্ণ হয়ে দশম শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার কথা ছিল তার। পরিবারের আর্থিক অনটনের মধ্যে দিয়েই বেড়ে ওঠে রিয়া। ঠাকুমা বাসাবাড়িতে কাজ করে নাতনিকে মানুষ করছিলেন। একসঙ্গেই থাকতেন রিয়ার জেঠু-জেঠিমা। জেঠু স্বপন দাস পুরনিগমে সাফাইকর্মী। তাঁরাও ঘটনায় হতবাক।

এদিন কাঁদতে কাঁদতে রিয়ার জেঠিমা অঞ্জলি দাস বলছিলেন, ‘আর পাঁচটা দিনের মতোই সমস্তটা চলছিল। সকালে উঠে রিয়া রোজকার মতো খাবার খেল। পুজো দিল। বাড়ির ছাদে এসে শুকোতে দিল জামাকাপড়। তারপর ঠাকুমার সঙ্গে কথা বলে ঘরে ঢুকে গেল।’

তিনি আরও জানান, এরপর ঘরের দরজা বেশ কিছুক্ষণ বন্ধ দেখে জেঠিমা হাকডাক শুরু করেন। কোনও সাড়া পাননি। স্থানীয়রা ততক্ষণে হাজির। এরপর দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকতেই রিয়াকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান সকলে। সেখান থেকে উদ্ধার করে পরিবারের সদস্যরা রিয়াকে নিয়ে যান জেলা হাসপাতালে।

খবর পেয়ে কাজের বাড়ি থেকে ছুটে আসেন ঠাকুমা। যদিও ততক্ষণে চিকিৎসক রিয়াকে মৃত বলে ঘোষণা করে দিয়েছেন। রিয়ার মৃত্যুর পেছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। এদিকে ছাত্রীর মৃত্যুর ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত কিছুই জানেন না বলে মন্তব্য করেছেন হাকিমপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শুভ্রা চক্রবর্তী।

কিছুদিন আগে টেস্টে ফেল করার কারণে শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের এক ছাত্রী আত্মহত্যা করে বলে জানা গিয়েছিল। এবার আরও এক স্কুল পড়ুয়ার এভাবে মৃত্যুতে চিন্তা বাড়ছে বিভিন্ন মহলে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ উত্তম মজুমদার বলেন, ‘এখনকার প্রজন্ম ভীষণ রকমের সেনসিটিভ। বর্তমান পরিস্থিতিতে অভিভাবকদের আরও সংবেদনশীল হতে হবে। বেশি করে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে হবে।’

উত্তর শুধু ‘হচ্ছে, হবে’

অভাব-অভিযোগ, চাওয়াপাওয়ার আশাতেই জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করেন এলাকাবাসী। তাঁদের সমস্যা এবং সেসব সমাধানের উপায় খুঁজতে জনপ্রতিনিধিদের কাছে জনতার প্রশ্নের তালিকা নিয়ে **উত্তরবঙ্গ সংবাদ**

জনতার চার্জশিট

নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত

জয়ন্তী কিরো
প্রধান, নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত

জনতা : শান্তিনগর হুদুভিটায় কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প বন্ধ কেন?

প্রধান : আমরা চলতি মাসে এই প্রকল্পটি পুনরায় চালু করব। এইজন্য প্রত্যেক বাড়ি থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা আদায় করা হবে।

জনতা : এলাকার বেকার তরুণদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে নির্মিত কর্মতীর্থ ভবন বন্ধ কেন?

প্রধান : এক্ষেত্রে আমাদের কিছু করার নেই। কর্মতীর্থ ভবনটি নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির আওতায় রয়েছে।

জনতা : নকশালবাড়ি চা বাগান সহ বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণের কাজ অর্ধসমাপ্ত, কী বলবেন?

প্রধান : এ নিয়ে আমরা একাধিকবার স্বাস্থ্য দপ্তরের মিটিংয়ে বলেছি।

জনতা : নকশালবাড়ি বাজারে ডিআই ফান্ডের জমি সহ একাধিক জমি দখল হয়ে যাচ্ছে। কী ব্যবস্থা নিয়েছেন?

প্রধান : আমার কাছে কোনও অভিযোগ আসেনি।

জনতা : নকশালবাড়ি বাজারের রাস্তা, ফুটপাথ দখল করে বহু দোকান গড়ে উঠছে কীভাবে?

প্রধান : ফুটপাথে যাঁরা বসছেন তাঁরা অস্থায়ীভাবে। তাঁরা স্থায়ীভাবে দখল করে বসেননি।

জনতা : মাছ বাজারের বেহাল দশা কেন?

প্রধান : মাছ বাজার সংস্কার গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে সম্ভব নয়। ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের দেখতে হবে।

জনতা : আপনার কাজে সন্তুষ্ট নন আপনার দলের পঞ্চায়েত সদস্যরা। কাজ বণ্টনের ক্ষেত্রে পক্ষপাতের অভিযোগ নিয়ে কী বলবেন?

প্রধান : এটা সত্যি। ২৬টি সংসদে কাজ দেওয়া সম্ভব নয়। আমার পক্ষে সবাইকে খুশি করাও অসম্ভব। যখন যত ফান্ড ঢোকে সেই হিসেবে কাজ হয়। কেউ বেশি পায় কেউ কম পায়।

জনতা : একাধিক কাজ নিম্নমানের কেন?

প্রধান : আমরা যারা ভালো কাজ করে তাদেরই কাজ দিই। কিন্তু তা সত্ত্বেও কাজ খারাপ হচ্ছে।

প্রধান : আবাস যোজনায় তোতারামজোতে উপভোক্তাদের থেকে মাথাপিছু তিন- চার হাজার টাকা তোলা হচ্ছে। কী ব্যবস্থা নিলেন?

প্রধান : গ্রামসভা ডেকে সমস্ত উপভোক্তাকে সচেতন করা হয়েছিল, কেউ যাতে টাকা না দেয়। এত কিছু করেও টাকা নেওয়া হচ্ছে। আমাদের আর কিছু করার নেই।

একনজরে

ব্লক : নকশালবাড়ি
মোট সংসদ : ২৬
জনসংখ্যা : ৩২,৯৬০
(২০১১ আদমশুমারি অনুযায়ী)
মোট আয়তন :
৩,৪৬,১৫০ একর

জনতা : আপনার এলাকায় মাদক কারবার বাড়ছে। কী বলবেন?

প্রধান : আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, পুলিশের সঙ্গে যৌথভাবে বিভিন্ন সংসদে সচেতনতা শিবির করব।

খবরগাঁও আমবাড়ি চকে গর্ত এড়িয়ে যাতায়াত।

ওপরে গর্ত, নীচে ফাটল

ইসলামপুর, ৩ জানুয়ারি : ইসলামপুর ব্লকের পণ্ডিতপোঁতা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের খবরগাঁও আমবাড়ি চকে বিপজ্জনক সেতুর ওপর দিয়েই চলছে গাড়ি পারাপার। ওপরে গর্ত, নীচে ফাটল এবং বেশিরভাগ অংশ থেকে কংক্রিটের প্লাস্টার খসে পড়েছে। মাঝেমধ্যে গর্তে গাড়ির চাকা আটকে ঘটছে দুর্ঘটনা। ভারী গাড়ি পারাপার কার্যত বন্ধ। বছরের পর বছর ধরে তীব্র দুর্ভোগকে সঙ্গী করে দিন কাটাচ্ছেন বাসিন্দারা। অভিযোগ, স্থানীয় প্রধান ও সদস্যকে জানিয়েও সমস্যা মিটছে না।

দোলঞ্চার ওপর এখনও পর্যন্ত সেতু নির্মাণ না হওয়ায় ভরসা দুর্বল সাঁকো। তারপর এই বেহাল সেতুটি সাধারণের সমস্যা আরও বাড়িয়ে তোলে। এ প্রসঙ্গে পণ্ডিতপোঁতা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কাইসার বেগমের বক্তব্য, ‘তিন বছর ধরে খারাপ। প্রতিবার বর্ষায় সেতুর ওপরের গর্ত সারাই করে দেওয়া হয়। কিন্তু সম্পূর্ণটি নতুনভাবে তৈরির জন্য ফান্ড আমাদের নেই। ব্লক প্রশাসনকে পুরো বিষয়টি জানানো হয়েছে।’ ইসলামপুরের বিডিও দীপান্বিতা বর্মন জানালেন, সেতুটি নিয়ে অভিযোগ এসেছে তাঁর কাছে। খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন বিডিও।

প্রতারণা

চোপড়া, ৩ জানুয়ারি : সাইবার প্রতারণার শিকার হলেন এক গাড়িচালক। চোপড়া ব্লকের দাসপাড়া এলাকার বাসিন্দা আনসারুল বলেন, ‘বৃহস্পতিবার গাড়ির কিস্তির নাম করে ফোন আসে। ওটিপি দেওয়া মাত্র অ্যাকাউন্ট থেকে ১৭ হাজার টাকা কেটে নেওয়া হয়।’ খোঁজ নিয়ে আনসারুল জানতে পারেন, এটা প্রতারকদের কাজ। শুক্রবার ইসলামপুর সাইবার ক্রাইম থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন তিনি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

গ্রামসভায় কাজের ফিরিস্তি

নকশালবাড়ি, ৩ জানুয়ারি : শুক্রবার নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের বার্ষিক গ্রামসভা হয়েছে। এদিন কেটুগাবুরজোত প্রাথমিক স্কুলের প্রাঙ্গণে আয়োজিত গ্রামসভায় উপস্থিত ছিলেন নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সজনি সুব্বা, সমিতির কর্মাধ্যক্ষ পৃথ্বীশ রায়, গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রঞ্জন চিকবড়াইক প্রমুখ।

সভায় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একাধিক উন্নয়নের কাজের খতিয়ান তুলে ধরা হয়। তবে গ্রামসভায় বাংলা আবাস যোজনা সহ একাধিক পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ দেখান বাসিন্দারা। যদিও তাঁদের সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান গৌতম ঘোষ। তিনি বলেন, ‘চলতি আর্থিক বছরে প্রায় ২ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার কাজ হয়েছে। আগামীদিনে এলাকার উন্নয়নে একাধিক কাজ নিয়েও এদিন সকলকে জানানো হয়। মণিরামের সীমান্ত এলাকায় হাতি-সমস্যা সমাধানে পথবাতি এবং ওয়াচটাওয়ার নির্মাণ হবে।’

স্মরণসভা

চোপড়া, ৩ জানুয়ারি : শুক্রবার চোপড়া ব্লক কংগ্রেসের তরফে দাসপাড়া এলাকায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ব্লক সভাপতি মহম্মদ মসিরউদ্দিন, যুব সভাপতি মেহেবুব আলম প্রমুখ। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াণে সমস্ত দলীয় কর্মসূচি বন্ধ ছিল। পরবর্তী কর্মসূচি নিয়ে সোমবার বৈঠক রয়েছে বলে নেতৃত্ব জানিয়েছে।

স্টুডেন্টস উইক উপলক্ষ্যে দলঞ্চা নদীর ধারে চড়ুইভাতিতে মেতে উঠল পড়ুয়ারা। ইসলামপুর দক্ষিণ সার্কেলের বড়গছ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়া, শিক্ষক এবং অভিভাবকদের পাশাপাশি গ্রামবাসীও পিকনিকে শামিল হন। শুক্রবার দুপুরে সুদীপ্ত ভৌমিকের তোলা ছবি।

ওলটাল ম্যাক্সিক্যাব

শিলিগুড়ি, ৩ জানুয়ারি : শিলিগুড়ি সংলগ্ন উত্তরকন্যার কাছে শুক্রবার দুপুরে একটি যাত্রীবাহী ম্যাক্সিক্যাব দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এদিন বেলা ১২টা নাগাদ শিলিগুড়ি থেকে ফুলবাড়ির দিকে যাচ্ছিল ম্যাক্সিক্যাবটি। কামরাঙ্গাগুড়ির কাছে রাস্তায় বাঁক নিতে গিয়ে উলটে যায় ম্যাক্সিক্যাব। আশপাশের অনেকে ছুটে গিয়ে উদ্ধারকাজে হাত লাগান। চালক ও যাত্রীদের চিকিৎসার জন্য নিকটবর্তী বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়।

ছেলের বন্ধুদের গ্রেপ্তার দাবি

শিলিগুড়ি, ৩ জানুয়ারি : গত বছরের শেষরাত থেকে ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের জোরপাকুড়ির তরুণ আকাশ দাস নিখোঁজ। শুক্রবার দুপুরে আকাশের পরিবার ও স্থানীয়রা নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) থানায় এসে দোষীদের গ্রেপ্তারির দাবিতে বিক্ষোভ দেখান। পরিস্থিতি সামাল দেয় পুলিশ।

এনজেপি থানায় নিখোঁজ তরুণের পরিবার। শুক্রবার। - সংবাদচিত্র

এরপর আকাশের বাবা ধীরেন দাস পুলিশের কাছে ছেলের চার বন্ধু সায়ন দাস, সুজিত রায়, খোকন সরকার ও বিজয় সরকারের বিরুদ্ধে আকাশকে বাড়ি থেকে জোরপূর্বক নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ করেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এদিন বেলা ১২টা নাগাদ আকাশের পরিবার থানায় যায়। পুলিশের সামনে দাঁড়িয়ে ধীরেন বলেন, ‘আপনাদের ওপর সম্পূর্ণ ভরসা রয়েছে। দয়া করে আমার ছেলেকে খুঁজে দিন।’ সেই সময় ধীরেনকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেন আইসি সোনম লামা। যদিও আকাশের বন্ধুদের কেন গ্রেপ্তার করা হয়নি, প্রশ্ন তোলেন পরিবারের লোকেরা।

বাইরে এসে ধীরেন বলেন, ‘কয়েকজন তৃণমূল নেতার কথায় পুলিশ দোষীদের ছেড়ে দিয়েছে। পুলিশ কোনও কাজ করছে না।’ ধীরেনের কথায় সমর্থন জানান আকাশের মা ও দিদি। পরিবারের লোকেরা পুলিশ ‘ঘুষ’ খেয়েছে বলেও অভিযোগ করেন। এদিকে, অভিযোগ অস্বীকার করেছে পুলিশ। এক আধিকারিকের বক্তব্য, ‘নিখোঁজ সংক্রান্ত একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তার ভিত্তিতে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। তদন্ত চলছে।’

গত ৩১ ডিসেম্বর জোড়াপানি নদীর পাশে ঢাকাইয়া বস্তিতে দুই পক্ষের মধ্যে মারামারি হয়। সেই সময় আকাশের বন্ধুরা পালিয়ে যায় বলে খবর। পায়ে চোট থাকায় আকাশ পালাতে পারেননি। তারপর থেকেই খোঁজ নেই আকাশের।

বাস টার্মিনাসে উদ্ধার অপহৃত তিন তরুণী

ইসলামপুর, ৩ জানুয়ারি : অপহরণ হওয়া তিন তরুণীকে উদ্ধার করলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পাশাপাশি অভিযুক্ত পাঁচজনকে পাকড়াও করে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন তাঁরা। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ইসলামপুর বাস টার্মিনাস সংলগ্ন এলাকায়।

ইসলামপুর থানার পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন বাস টার্মিনাস চত্বরে থাকা লোকজন হঠাৎ তরুণীদের চিৎকার শুনতে পান। এরপর তাঁরা ছুটে গিয়ে তরুণীদের উদ্ধার করেন। পাশাপাশি পাঁচ অভিযুক্তদের ধরে ফেলেন। ওই তিন তরুণীর মধ্যে দুজন শিলিগুড়ি এবং একজন ইসলামপুর ব্লকের পণ্ডিতপোঁতা এলাকার বাসিন্দা।

স্থানীয়দের তৎপরতায় আটক ৫

ইসলামপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডেনডুপ শেরপা বলেন, ‘আমাদের প্রাথমিক ধারণা, ওই তরুণীদের অপহরণ করা হয়েছিল। অভিযুক্ত পাঁচজনকে আটক করা হয়েছে। তরুণীদের পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলে পুলিশ তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে।’

চোপড়ার সীমান্তে বাড়তি নজরদারি

মনজুর আলম

চোপড়া, ৩ জানুয়ারি : বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতি ভারতের সীমান্ত এলাকায় অনুপ্রবেশের আশঙ্কা বাড়িয়েছে। এরই মাঝে বৃহস্পতিবার অনুপ্রবেশ নিয়ে আক্রমণ শানিয়েছেন খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। বিএসএফকে নিশানা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, ‘বিএসএফ অনুপ্রবেশকারীদের ঢোকাচ্ছে। ইসলামপুর, সিতাই, চোপড়া দিয়ে লোক ঢোকাচ্ছে বিএসএফ।’ মমতার মুখে চোপড়ার নাম উঠতেই তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে সীমান্ত এলাকায়। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন এমনকি শাসকদলও ময়দানে নেমে পড়েছে। ইতিমধ্যেই চোপড়ার সীমান্ত এলাকায় নজরদারি বাড়িয়েছে পুলিশ।

তৃণমূলের চোপড়া ব্লক সভাপতি প্রীতিরঞ্জন ঘোষ বলেছেন, ‘মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ। সীমান্তের একাংশে রাস্তার কাজ বাকি রয়েছে। তাছাড়া চোপড়ার লক্ষ্মীপুর সীমান্ত এলাকায় অনুপ্রবেশের অভিযোগে গতবছর ডিসেম্বরে এক কিশোরী গ্রেপ্তার হয়। দলীয়ভাবেও আমরা নজরদারি চালাচ্ছি যাতে অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে কেউ কোনওরকম মদত জোগাতে না পারে।’

চোপড়ার সীমান্ত এলাকা দিয়ে অনুপ্রবেশের আশঙ্কার কথা অস্বীকার করছে না বিরোধী দল বিজেপি। তবে বিএসএফ নয়, পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সন্দিহান পদ্ম শিবির। দলের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক ভবেশ করের বক্তব্য, ‘এক্ষেত্রে সীমান্তে বিএসএফের কড়া নজরদারি রয়েছে। কিন্তু পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে।’

মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের পরেই তৎপরতা

ব্লকের সীমান্তঘেঁষা গ্রামের বাসিন্দাদের বক্তব্য, যতদিন না সীমান্তে পাচার আটকানো যাচ্ছে, ততদিন অনুপ্রবেশের আশঙ্কা থেকেই যাবে। পাচারকারীদের মাধ্যমেই অনুপ্রবেশ ঘটে বলে মত স্থানীয়দের। তাঁরা এও জানিয়েছেন, বিশেষ করে শীতকালে সীমান্তে পাচারের প্রবণতা বাড়ে।

মমতা যখন অনুপ্রবেশ নিয়ে মন্তব্য করছেন, তখন চোপড়াতেই ছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। মাঝিয়ালিতে মন্দিরের শিলান্যাস করতে এসে তিনিও অনুপ্রবেশ নিয়ে সজাগ হওয়ার বার্তা দেন। রাজু বলেছিলেন, ‘চোপড়ার সীমান্ত এলাকায় সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। অনুপ্রবেশকারীরা এসে দেশের ক্ষতি করবে।’

চোপড়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, সীমান্তের বিভিন্ন এলাকায় সূত্র মারফত নিয়মিত খোঁজখবর রাখা হচ্ছে। ব্লকের লক্ষ্মীপুর, ঘিরনিগাঁও, দাসপাড়া, মাঝিয়ালি ও হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েত ঘেঁষে সীমান্তের রাস্তা ও কাঁটাতার রয়েছে। তবে ঘিরনিগাঁওয়ের গোয়ালগছ এলাকায় এখনও ৯৬০ মিটার রাস্তার কাজ বাকি। এদিকে, হাপতিয়াগছ সীমান্তের মহানন্দা সেতু সংলগ্ন এলাকার একাংশে এখনও রাস্তা নির্মাণ হয়নি।

চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ফজলুল হকের কথায়, ‘ব্লক প্রশাসন এবং পঞ্চায়েত সমিতির তরফে ঘিরনিগাঁওতে রাস্তার কাজের জন্য স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জমি অধিগ্রহণ শুরু হয়েছে। শুক্রবার জমি রেজিস্ট্রি হয়েছে।’

স্বপ্ন জাতীয় চ্যাম্পিয়ন গড়ার

১১ জানুয়ারি উদ্বোধন মান্তর অ্যাকাডেমির

শুভময় সান্যাল ও প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৩ জানুয়ারি : ৮-৯ বছর ধরে মান্ত ঘোষ চেষ্টা করছিলেন স্বপ্নের অ্যাকাডেমি তৈরির। শেষপর্যন্ত পিএফ ও স্বল্প সঞ্চয় ভেঙে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটা নিয়ে তৈরি করেই ফেললেন ট্যালেন্ট স্কাউট টেবিল টেনিস হাব। ৯ ডিসেম্বর থেকে ট্রায়াল হিসেবে যেখানে প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে গিয়েছে। ১১ জানুয়ারি মেয়র গৌতম দেব আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন।

বাবুপাড়ায় জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস হাইস্কুলের কাছে মান্তর শ্বশুরবাড়িতেই তৈরি হয়েছে তাঁর স্বপ্ন সত্যির ঠিকানা। প্রাক্তন জাতীয় চ্যাম্পিয়নের কথায়, ‘কারও ওপর ভরসা না করে পিএফ ও আমার কিছু সঞ্চয় ভেঙে অ্যাকাডেমি তৈরি করে ফেললাম। ভেবে দেখলাম খেলা নিয়েই যখন আমাদের বেঁচে থাকা তখন এই ঝুঁকিটা নেওয়া যেতেই পারে।’

অ্যাকাডেমিতে মান্তর সঙ্গে চিফ কোচ হিসেবে আছেন তাঁর স্বামী সুব্রত রায়। থাকছেন আরও পাঁচ কোচ অমরনাথ দাস, শুভজিৎ মালাকার, নীলোৎপল রায় মুহুরি ও অঙ্কিতা ঘোষ। সুব্রত অ্যাকাডেমির একটি ভিডিও তুলে ধরে বলেছেন, ‘দুইতলায় চারটি করে টেবিল রেখে প্রশিক্ষণ চলবে। মোট ২৮০০ স্কোয়ার ফুট এলাকায় অ্যাকাডেমি গড়ে উঠেছে। আর পুরো জায়গাতেই রাখা হয়নি কোনও পিলার।’ অত্যাধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তুলতে তাঁদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে শামিল হয়েছেন স্ট্যাগ। মান্তর কথায় জানা গিয়েছে, পরিকাঠামো তৈরিতে খরচ হয়েছে ১২ লক্ষ টাকা। যার অর্ধেক স্ট্যাগ বহন করবে। বাকিটা ও কোচের বেতন-পরিকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণের খরচ ব্যয়ে তাঁরা শিক্ষার্থীদের ওপর নির্ভর করছেন।

অত্যাধুনিক ব্যবস্থার মধ্যে থাকছে রোবট, মাল্টিবল, প্রোজেক্টর মেশিন। এছাড়াও ফিজিও-ফিজিকাল ট্রেনারের সুবিধাও তাঁরা ছাত্রছাত্রীদের দেবেন। সুব্রতর কথায়, ‘মাল্টিবল প্র্যাকটিসে স্ট্যামিনা যেমন বাড়বে, তেমনি উন্নত হবে ফুটওয়ার্ক। আর রোবটের সাহায্যেই একসঙ্গে টপস্পিন, কাট, সাইডস্পিন, ইনসুইংয়ের মোকাবিলা করতে হওয়ায় শিক্ষার্থীরা শুরু থেকে বৈচিত্র্যের মোকাবিলা শিখে যাবে।

অ্যাকাডেমির লক্ষ্যও মান্ত প্রথমদিনই পরিষ্কার করে দিয়েছেন। বলেছেন, ‘আমরা ৫-৮ বছর বয়সিদের গুরুত্ব দিচ্ছি। চাইছি শুরু থেকেই ওদের টেকনিক তৈরি করে দিতে। আমরা বিশ্বাস করি, শুরুতে রেজাল্টের থেকে ক্লাস বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আশা করছি, এদের মধ্যে থেকেই ভবিষ্যৎ চ্যাম্পিয়ন উপহার দিতে পারব। তবে অ্যাডভান্স কোচিংও মিলবে। প্রতিদিন সকালে ৭টা থেকে সাড়ে ১০টা এবং বিকাল ৪.৩০ থেকে ৮টা দুই ভাগে প্রশিক্ষণ চলবে।’

আমাদের ছোট নদী

সমীক্ষা, সংস্কার সবেতেই ব্রাত্য পিচলা

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ৩ জানুয়ারি : ফাঁসিদেওয়ার ‘হার্ট লাইন’ বলা হয় পিচলা নদীকে। কিন্তু কেমন আছে এই নদী? এককথায় পিচলাকে ‘নালা’ তকমা দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না। মূলত সংস্কারের অভাবেই ধুঁকছে ফাঁসিদেওয়ার হার্ট লাইন’। ফাঁসিদেওয়ার টামবাড়ি পূর্ব দুন্দিয়াজোত থেকে শুরু হয়ে ধামনাগছ, গুয়াবাড়ি, কালুজোত, কোঁকড়াজোত, জ্যোতিনগর, হেলাগছ, মানগছ হয়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তকে পাশে রেখে মহানন্দায় গিয়ে মিশেছে পিচলা। প্রায় ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই নদী বরাবরই ফাঁসিদেওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

পিচলার আশপাশে বসতি যেমন রয়েছে, তেমনই এই নদীর পারে চাষবাস করেন স্থানীয়রা। মহানন্দার পরেই এই নদী গ্রামীণ এলাকায় গুরুত্ব বহন করে বলে মন্তব্য করেছেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মহম্মদ আইনুল হক। এতটাই যখন গুরুত্বপূর্ণ, তাহলে পিচলার দিকে নজর দেয়নি কেন প্রশাসন? প্রশ্ন উঠছেই। পাশাপাশি এই নদী সংস্কার প্রয়োজন বলে দাবি উঠেছে।

এই নদীর ওপর কোঁকড়াজোত, জ্যোতিনগর, মানগছ সহ একাধিক জায়গায় সেতু গড়ে উঠেছে। বর্ষা ছাড়া বাকিসময় জল খুব একটা থাকে না। তবে গভীরতা কিন্তু কম নয়। আক্ষেপের বিষয়, সংস্কারের অভাবে বর্তমানে নালায় পরিণত হয়েছে পিচলা।

বিভিন্ন সময়ে এই নদী সংস্কারের দাবি তুলেছেন বাসিন্দারা। মাসকয়েক আগে ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস নদী সংস্কার এবং বেশ কিছু জায়গায় পাড়বাঁধ তৈরির বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছিলেন। এমনকি স্থানীয়দের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে নদীটিকে স্বাভাবিক ছন্দে ফেরানোর উদ্যোগ নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেসব কিছুই হয়নি। এমনকি এই নদী নিয়ে সেভাবে কোনও গবেষণা হয়েছে বলেও জানা যায়নি।

পিচলা-কথন

ফাঁসিদেওয়ার টামবাড়ি পূর্ব দুন্দিয়াজোত থেকে উৎপত্তি

ধামনাগছ, গুয়াবাড়ি, মানগছ হয়ে মহানন্দায় গিয়ে মিশেছে

প্রায় ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই নদী ফাঁসিদেওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ

আক্ষেপের আখ্যান

- নালায় পরিণত হয়েছে ফাঁসিদেওয়ার ‘হার্ট লাইন’
- সংস্কারের অভাবে ধুঁকছে পিচলা নদী
- পিচলা নিয়ে সেভাবে কোনও সমীক্ষা, গবেষণা হয়নি

ফাঁসিদেওয়ার বাসিন্দা রতন দাস বলছিলেন, ‘এই নদীতে গবাদিপশু স্নান করানো হয়। বিভিন্ন জায়গায় নদীর একপাশে পড়ে রয়েছে আবর্জনা। কোথাও আবার পড়ে রয়েছে মূর্তির কাঠামো।’

টামবাড়ির সুজিত সিংহের কথায়, ‘উৎপত্তিস্থলে সারাবছর জল না থাকায় নদী বলে বোঝাই যায় না। অন্য জায়গায় নোংরা জল এসে মেশে। সংস্কারের অভাবে নাব্যতা হারাচ্ছে পিচলা।’

অনেকেই মনে করছেন, একসময় ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় সাব-ক্যানাল তৈরি করা হয়েছিল কৃষকদের চাষের সুবিধার জন্য। তবে, সেগুলোতে আজও জল গড়ায়নি। কোথাও সেগুলি ব্যবহার হচ্ছে আবর্জনা ফেলার ডাস্টবিন হিসেবে, কোথাও আবার ক্যানালের মুখ বুজে গিয়েছে।

পিচলা সংস্কার হলে শুখা মরশুমে কৃষকদের সেচের জলের অভাব ঘুচবে বলে দাবি কোঁকড়াজোতের জয়কান্ত বর্মনের। এমনিতেই ছোট নদীর দিকে নজর দেয় না প্রশাসন। তার ওপর পিচলা নিয়ে কোনও সমীক্ষা, গবেষণারও চিহ্ন পাওয়া যায়নি। কবে নজর দেওয়া হবে পিচলার দিকে? প্রশ্ন অনেকেরই।

STYLE BAAZAR

SALE

UPTO

60% OFF*

*Conditions apply.

CELEBRATING 200 STORES

মেন্সওয়্যার । লেডিসওয়্যার । কিডসওয়্যার । হোমনিডস । বিউটি কেয়ার | Helpline: 7044419090 | f

Brands Available

FOR MEN — square up CASUAL WEAR, WALSEY, KIRTLE

FOR LADIES — Anaya, Miss 19, MISS DESI

FOR KIDS — Miss 12, dozo

FOR HOME — HOME FOCUS

আলিপুরদুয়ার (মারোয়াড়ি পট্টি) | ইসলামপুর (দেশবন্ধু পাড়া, নিউটাউন রোড) | কালিয়াচক (কালিয়াচক নিউ মার্কেট, জীবন রেখা নার্সিং হোমের বিপরীতে) | কোচবিহার (মা ভবানী চৌপাটি, নৃপেন্দ্র নারায়ন রোড, আই ডি বি আই ব্যাঙ্কের কাছে) গাজোল (গাজোল বাস স্ট্যান্ড, ছানা মার্কেটের নিকটে) | চাঁচল (কলেজ রোড, S.B.I. ব্যাঙ্কের নিকটে) | জলপাইগুড়ি (মার্চেন্ট রোড, সমাজপাড়া মোড়, মুক্তা ভবনের নিকটে) | তুফানগঞ্জ (তুফানগঞ্জ মেন রোড, রাজ হোটেলের নিকটে) | দিনহাটা (রংপুর রোড, চওড়াহাট বাজার) | ধুপগুড়ী (কলেজ রোড, মায়েরস্থান কালি মন্দিরের নিকটে) | পাকুয়াহাট (বাস স্ট্যান্ড,পাকুয়াহাট BDO অফিসের নিকটে) | বালুরঘাট (সিটি প্লাজা মল, ডানলপ মোড়) | মালবাজার (সুভাষ মোড়) | মালদা (রবীন্দ্র অ্যাভিনিউ, বিহানি পেট্রল পাম্পের কাছে) | রায়গঞ্জ (দেবশ্রী মোড়, মোহনবাটি) | রতুয়া (বাস স্ট্যান্ড, চন্দনা গার্ডেন, SBI ATM এর বিপরীতে)

আমতলা । আরামবাগ । ইলামবাজার । উলুবেড়িয়া । এগরা । করিমপুর । কৃষ্ণনগর । কাটোয়া । কাঁথি । কাঁচরাপাড়া । কাকদ্বীপ । কলকাতা (অ্যাক্সিস মল · গড়িয়াহাট · বাগুইআটি · বেহালা · মেটিয়াবুরুজ · মেট্রো সিনেমা হল · ঠাকুরপুকুর · হাতিবাগান) । চাকদহ চুঁচুড়া । ডানকুনি । দুর্গাপুর । ধুলিয়ান । নলহাটী । নৈহাটী । পান্ডুয়া । বোলপুর । বহরমপুর । বাঁকুড়া । বারুইপুর । বসিরহাট । বনগাঁও । বাগনান । মেমারী । মালঞ্চ । রঘুনাথগঞ্জ । রামপুরহাট । রানাঘাট । রামরাজাতলা । শ্রীরামপুর । সোদপুর । সালকিয়া । সিঙ্গুর । সাঁতরাগাছি সিউড়ী । হাবড়া । হাওড়া ময়দান

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২২৬ সংখ্যা, শনিবার, ১৯ পৌষ ১৪৩১

উদ্বেগ ও নীরবতা

যে দেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ে ভারতের অবদান সর্বাধিক, সেই বন্ধুরাষ্ট্র বাংলাদেশ এখন নয়াদিল্লির উদ্বেগের কারণ। অথচ ভারত সরকারের প্রকাশ্যে তেমন প্রতিক্রিয়া নেই। গত বছরের ৫ অগাস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের জেরে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশত্যাগ করে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। তারপর পাঁচ মাস তিনি নয়াদিল্লির নিরাপদ আশ্রয়ে রয়েছেন। তাঁকে আশ্রয় দেওয়ায় বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ভারতের ওপর ক্ষুব্ধ।

হাসিনাকে ফেরত পাঠাতে বলে ঢাকা ইতিমধ্যে নয়াদিল্লিকে চিঠি দিয়েছে। কিন্তু হাসিনাকে বাংলাদেশে প্রত্যর্পণের ব্যাপারে নয়াদিল্লি এখনই কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি। কিন্তু তাতে উদ্বেগ নিরসন হচ্ছে না। বাংলাদেশের ব্যাপারে ধীরে চলো নীতি নিয়ে চলছে ভারত। অথচ সময় যত গড়াচ্ছে, পদ্মাপারে ভারতবিদ্বেষ এবং হিন্দু নির্যাতন পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। বাংলাদেশের ছাত্র সমন্বায়করা লাগাতার চড়া সুরে ভারত বিরোধিতা করে চলেছেন।

সেদেশের ইসলামিক কট্টরপন্থীরাও চোখ রাঙাচ্ছে। তাদের অভিযোগ, ঢাকার ওপর নয়াদিল্লি কেবলই আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করে। সেদেশের স্বার্থের কথা না ভেবে ভারত নাকি শুধু ফায়দা লোটে। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের কথাবার্তা শুনলে মনে হয়, বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত কখনও বন্ধুরাষ্ট্রের মতো আচরণই করেনি। শুধু সাম্রাজ্যবাদী ভাবনা নিয়ে কাজ করে গিয়েছে। যে দেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর বৃহত্তম গণতন্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে, সেই ভারতের বিরুদ্ধে আধিপত্যবাদী অভিযোগ তোলা শুধু হাস্যকর নয়, নির্বোধের আস্ফালনও বটে।

মুহাম্মদ ইউনূসের সরকারের কাছে এখন ভারত নয়, পাকিস্তানই বন্ধু। যে দেশের অত্যাচারে বাংলাদেশের হাজার হাজার মা-বোন চরম নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন, মৃত্যু হয়েছিল অসংখ্য মানুষের, সেই পাকিস্তান এখন বাংলাদেশের নতুন বন্ধু। অথচ ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধি বিশ্বের কাছে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। ভারতীয় সেনা মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানকে ল্যাজেগোবরে করে পরাস্ত করেছিল। সেই ইতিহাস বিকৃত করার চেষ্টা চলছে।

ইতিমধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান মুছে দেওয়ার মরিয়া প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের এমন ভোল বদল সত্ত্বেও ভারত সরকারের মনোভাব বাহ্যত এখনও গয়ংগচ্ছ ধরনের। পাশের বাড়িতে আগুন লেগেছে দেখেও কেউ হাত গুটিয়ে থাকলে সেই আগুনের আঁচ নিজেদের বাড়িতে লাগতে বাধ্য। বাংলাদেশে ইসলামি মৌলবাদীদের শক্তিবৃদ্ধি, ভারতবিদ্বেষের অস্ত্রে ক্রমাগত শান এবং লাগাতার হিন্দু নির্যাতন ভারতের পক্ষে নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক।

বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের দীর্ঘ স্থলসীমান্ত রয়েছে। সেদেশের অভ্যন্তরীণ গোলমালের সুযোগে ভারতে জঙ্গি অনুপ্রবেশ বেড়ে গেলে সেই সমস্যার মোকাবিলা করা নয়াদিল্লির পক্ষে কঠিন হবে। শেখ হাসিনা যতদিন ক্ষমতায় ছিলেন, ততদিন তিনি বাংলাদেশের মাটিকে ভারতবিরোধী কার্যকলাপের জন্য ব্যবহৃত হতে না দিতে সতর্ক নজর রেখেছিলেন। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে তিনি বরাবর নয়াদিল্লির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছেন। তাঁর সরকারের পতনের পর ইউনূস সরকার একের পর এক জঙ্গি নেতাকে জেল থেকে মুক্তি দিয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারত সরকারের উচিত আরও সতর্ক এবং সজাগ হওয়া। চিন এবং পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের বিরোধের ইতিহাস দীর্ঘদিনের। সেদিকে নজর রেখে ভারত বিগত দিনগুলিতে রণকৌশল এবং সুরক্ষাগত একাধিক পদক্ষেপ করেছে। বাংলাদেশের ব্যাপারে এতদিন সেই চিন্তাভাবনা করতে হয়নি নয়াদিল্লিকে।

কিন্তু চিন্ময় কৃষ্ণদাসের জামিনের আর্জি বারবার নাকচ হয়ে যাওয়া, প্রায় প্রতিদিন বাংলাদেশের কোথাও না কোথাও হিন্দু ও অন্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ এবং মুক্তিযুদ্ধের যাবতীয় চেতনা, মতাদর্শ বিস্মৃত হয়ে উগ্র ভারতবিরোধী মানসিকতাকে আঁকড়ে ধরার প্রবণতা যেভাবে ভয়াবহ আকার নিচ্ছে, তাতে নয়াদিল্লির দীর্ঘ নীরবতা বিপদ ডেকে আনতে পারে।

অমৃতধারা

তুমি সবসময়ে ঈশ্বরকে স্বর্গের পিতারূপে কল্পনা করেছে। কিন্তু ছোট একটি শিশুরূপে তাঁকে কল্পনা করতে পারো? তুমি যদি তাঁকে পিতা ভাবো তাহলে তোমার মধ্যে অনেক চাহিদা তৈরি হবে কিন্তু তাঁকে শিশু ভাবলে তাঁর কাছে তোমার কিছু চাওয়ার থাকবে না। ঈশ্বরই তোমার অস্তিত্বের মূলে রয়েছে। তুমি যেন ঈশ্বরকে গর্ভে ধারণ করে রয়েছো। তোমাক অতি সযত্নে সন্তর্পণে সেই শিশুকে পৃথিবীর মুখ দেখাতে হবে। বেশির ভাগ লোকই এই প্রসবটি করে না, যারা করে তাঁরা ইচ্ছাপূরণও করতে পারেন। তোমার শেষ বয়স এবং তারপরে মৃত্যু অবধি ঈশ্বর একটি ছোট্ট শিশুর মতো তোমাকে আঁকড়ে থাকেন। ভক্তের আদরযত্নের জন্য তিনি আকুল হয়ে থাকেন। সাধনা, সেবা ও সৎসঙ্গ হল তাঁর আদরযত্ন।

- শ্রীশ্রী রবি শংকর

হলুদ বনে হারায় পর্যটনের নাকছাবি

সর্ষেখেতের রমরমা উত্তরবঙ্গে। বলিউড বারবার দ্বারস্থ হলুদ দিগন্তের। হলুদ পর্যটনেও গতি। বাংলাই শুধু ভাবেনি।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

বারসোই স্টেশনের কাছে মারাত্মক একটা বাঁক নেয় সব ট্রেন। এতটাই যে, একেবারে শেষ কামরায় বসে থাকলে সেই ট্রেনের ইঞ্জিনকে দেখা যায়।

একটা লাইন সেখানেই চলে গিয়েছে অন্য পথে। চলো হে, রায়গঞ্জ ঘুরে আসি।

এখন, এই পৌষে সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় দু'দিকে তাকালে মনে হয়, হলুদ বনের মাঝে হারিয়ে গিয়েছে ট্রেনের ইঞ্জিন। সর্ষেখেতে ফুল হয়ে জেগে আছে শুধু নীল দিগন্ত।

শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা যেতে মোট পাঁচবার মহানন্দা নদী পেরোতে হয় ট্রেনকে। বারসোই স্টেশন ছোঁয়ার পর আরও তিনবার। বারসোই, মহানন্দা হল্ট এবং ওল্ড মালদা স্টেশন পেরিয়ে দেখা হয় এক এক রকম চেহারার মহানন্দার সঙ্গে। এমন আঁকাবাঁকা নদী বাংলায় আর কোথায় রয়েছে, এই ভাবতে ভাবতেই সময় কেটে যায়। এখন সেই চিন্তার মধ্যে অনায়াস ঢুকে পড়ে চারপাশের হলুদ সর্ষেখেত। ধানখেত দেখতে এরকম সোনা রং লাগে। সর্ষেখেতের সোনা রং? সে আবার সম্পূর্ণ আলাদা।

মালাহার এবং সামসী স্টেশনের মাঝে উত্তরবঙ্গের অন্যতম বড় দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর। এখন সেখানে রেললাইনের পাশে দু'দিকে তাকালে চোখে ভাসছে সর্ষেখেত আর সর্ষেখেত। সেই যে বারসোই থেকে শুরু হল হলুদ বন, তা চলবে একেবারে একলাখী-আদিনা পর্যন্ত। মালদার বাইপাসের ধারে ভাটরা বিল এখন দিগন্তে পাখনা মেলে দেওয়া হলুদ পাখির মতো। বর্ষায় শুধু জল আর জল। পৌষের কাছাকাছি রোদমাখা শীতে সেখানে হলুদ ঢেউ আর হলুদ ঢেউ।

এসব দেখেশুনে মনে হানা দেবে তিনটে অন্যরকম ভাবনা।

এক, ভারতের প্রেক্ষাপটে সর্ষে চাষের হিসেবে বাংলা ঠিক কোথায়। রাজস্থান তো আমাদের দেশে সর্ষে উৎপাদনে এক নম্বর।

দুই, বলিউডের প্রেক্ষাপটে এমন হলুদ বনে নায়ক-নায়িকার ছুটোছুটি একেবারে আইকনিক দৃশ্য হয়ে রয়েছে বেশ কিছু ছবিতে। বেশ কিছু গানে। ওই ছবির দৃশ্যপট আসলে কোন কোন রাজ্যে।

তিন, পঞ্জাব-কাশ্মীর-রাজস্থান-হরিয়ানা যেমন হলুদ বনকে পর্যটনের অন্যতম আকর্ষণ কেন্দ্রে নিয়ে চলে গিয়েছে, সেখানে বাংলা পারল না কেন? মালদার লাগোয়া ভাটরা বিলের মতো দক্ষিণবঙ্গেও অনেক সর্ষেবন পর্যটকদের টানতে পারে। রাজ্য সরকারের পর্যটন দপ্তর কেন এমন উদ্যোগ নিতে পারল না? বাংলার পর্যটনের নাকছাবিটি হারিয়ে যায় হলুদ বনে।

অথচ দেখুন, দক্ষিণ কাশ্মীরের পামপুর এলাকা পর্যটনের অনিবার্য গন্তব্যস্থল হয়ে উঠেছে এখন। উপত্যকায় ১.৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে সর্ষে চাষ হয়। প্রচুর পর্যটক সেখানে যান দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে জায়েঙ্গে ছবির দৃশ্যের মতো নিজেদের ছবি ক্যামেরাবন্দি করতে। হলুদ বনের মাঝে সবাই আসলে সিনেমার রাজ-সিমরন হতে চায়। গুলমার্গ, পহলগাম বা ডাল লেক থাকতেও সর্ষেবন গন্তব্য হয়ে ওঠে অন্যদের।

পুরো দেশের খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি, সর্ষে উৎপাদনে রাজস্থান অনেকটাই এগিয়ে। তারাই ভারতের 'সর্ষে রাজ্য'। একটা পরিসংখ্যান বলছে, ভারতের সর্ষে উৎপাদনের ৪৪.৯৭ শতাংশ রাজস্থানে। বিশেষত হনুমানগড়, আলোয়ার, শ্রীগঙ্গাপুর, ভরতপুর জেলায়। রাজস্থানের পর হরিয়ানা (১২. ৪৪ শতাংশ), মধ্যপ্রদেশ (১১.৩২ শতাংশ), উত্তরপ্রদেশ (১০.৬০ শতাংশ)। আমাদের বাংলা (৭.৫৩ শতাংশ) এর পরেই। কোথাও দেখছি, দেশে পাঁচ নম্বর। কোনও সরকারি হিসেবে দেশের ছয় নম্বর। তবে এটা ঠিক, আমাদের সর্ষে উৎপাদন আরও বেড়েছে। আগে বাংলার হিসেব ছিল ৬.৬৯ শতাংশ। দক্ষিণ ভারতে প্রথম দিকে সর্ষে চাষ তেমন হত না। এখন সেখানে জোর দেওয়া হয়েছে।

সর্ষেবনের মাঝে বলিউডের নায়ক-নায়িকারা গেয়ে চলেছেন, এমন আবহে ইদানীং কালের সবচেয়ে হিট গান-- ডিডিএলজে-র তুঝে দেখা তো ইয়ে জানা সনম। সেটা শুটিং হয়েছিল পঞ্জাব বা রাজস্থানে নয়, গুরগাঁওয়ের কাছে। পরিচালক আদিত্য চোপড়া যখন আদিগন্ত সর্ষেখেত খুঁজছিলেন, কোনও জায়গা তাঁর পছন্দ হচ্ছিল না। তিনি আসলে চাইছিলেন হলুদ রংয়ের সমুদ্র। সেটা আসলে মেলে হরিয়ানার গুরগাঁওয়ের কাছে।

ডিডিএলজে ছেড়েই দিন, নব্বই দশক থেকে কোন নায়ক-নায়িকাকে গাইতে হয়নি সর্ষেবনের ঢেউয়ের মাঝে?

করণ অর্জুন ছবিতে সলমন ও শাহরুখ মা রাখীকে নিয়ে যাচ্ছেন হলুদ সমুদ্রের মাঝে। গাইছেন ইয়ে বন্ধন তো প্যায়ার কা বন্ধন হ্যায়।

রং দে বাসন্তী ছবিতে আমির খান তাঁর চার বন্ধুকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে গাইছেন আনন্দে।

বীরজারা ছবিতে আবার যশ চোপড়াদের সর্ষেবনের ওপর ভালোবাসা উথলে উঠেছে। শাহরুখ এবং প্রীতি জিন্টার ভালোবাসার গল্পেও হাজির হয়েছে সর্ষেখেতের হলুদ বসন্ত।

কৃষ ছবিতে পাহাড়কে পিছনে রেখে সর্ষেখেতের মধ্যে নেচে বেড়িয়েছেন হৃত্বিক রোশন।

আন্দাজ ফিল্মে এমনই পাহাড়ি উপত্যকায় সর্ষেখেতের মাঝে ঘুরে বেড়িয়েছেন প্রিয়াংকা চোপড়া।

এভাবেই সাদা চুরনি হলুদ সর্ষে বনে উড়িয়েছেন রানি মুখোপাধ্যায়। তাঁর দিল বোলে হাড়িপ্পা ছবিতে।

অক্ষয়কুমারই বা পিছিয়ে থাকবেন কেন? ধড়কন ছবিতে তিনিও নেচেছেন হলুদবনে, শিল্পা শেঠির সঙ্গে। সিং ইজ কিংয়ে আবার ক্যাটরিনা কাইফের হাত ধরে।

১৯৯৫ সালে জানুয়ারিতে মুক্তি পেয়েছিল করণ অর্জুন। অক্টোবরে ডিডিএলজে। দুটো ছবিতে সর্ষেখেতের প্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ দু'রকম গান হিট হওয়ার পরে হলুদ দিগন্তে আরও পাগল হয়ে ওঠে বলিউড।

হেমা মালিনী, শ্রীদেবী বা মাধুরী দীক্ষিতের সময় এভাবে সর্ষেখেতের চরাচর এত বিখ্যাত হয়নি। আঁচল বা উড়নি উড়িয়ে বহু নেচেছেন এঁরাও। প্রেক্ষাপটে সর্ষেখেত এসেছে খুবই কম। মনে আছে, বছর সাতেক আগে মথুরার সাংসদ হয়ে একবার সর্ষেখেতের মাঝে পোজ দিয়ে ছবি তুলেছিলেন হেমা। শিশুর মতো উচ্ছ্বসিত দেখাচ্ছিল তাঁকে।

বহু আগে, সম্ভবত সালটা ১৯৬৭। সেবার মনোজকুমারের উপকার সাড়া ফেলেছিল। সেখানে মান্না দে, আশা ভোঁসলে, মহেন্দ্র কাপুর ও সামসাদ বেগমের গলায় একটা গান ছিল-- পিলি পিলি সর্ষো ফুলি... আয়ি ঝুম কে বরসাত। সেখানেই নাকি গানের লিরিকে প্রথম আবির্ভূত হয় সর্ষো ফুলির কথা। তবে উপকার ছবিতে অন্য দুটি গান (মেরে দেশ কি ধরতি এবং কসমে ওয়াদে প্যায়ার ওয়াফা) এত জনপ্রিয় হয় যে, তার আড়ালে চলে যায় সর্ষো ফুলির গান। এবং সে গানে সর্ষেখেত ছিল না সেভাবে, ছিল হলুদ পাগড়ির বন্যা।

বাংলা ছবির গানে এভাবে হলুদ দিগন্ত গণহারে উঠে আসেনি। আগেও না, এখনও না। এখন ছবির গানই সেভাবে গণহিট হয় না তো, হলুদ দিগন্ত উঠে আসবে কোথায়? সিনেমায় গ্রামবাংলাকে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছেন পরিচালক তরুণ মজুমদার। হিট গান অজস্র। সেখানেও তো সর্ষেখেতের হৃদয় আবেগে ঝলসে দেয়নি দর্শকদের। সাম্প্রতিক বাংলা ছবির গানে সর্ষেখেত অবহেলিতই। সেখানে পরিচালকদের পছন্দ বিদেশ অথবা পাহাড় অথবা সমুদ্র অথবা ডুয়ার্স। দেব, যিশু, জিৎ, প্রসেনজিৎ-- কাউকেই সর্ষেখেতের প্রান্তরে নাচতে দেখা যায়নি ঘনঘন।

গান এবং সিনেমা ছেড়ে কৃষি ব্যবসার রূঢ় রুক্ষ বাস্তবে ফিরে এলে দেখব, এবার সর্ষে চাষ অনেক জেলায় বিকল্প হয়ে উঠেছে গম চাষের। বাংলাদেশ থেকে আসা ছত্রাকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, তাই কয়েক বছর আগে সীমান্ত এলাকায় গম চাষ নিষিদ্ধ করেছিল রাজ্য কৃষি দপ্তর। কৃষকদল ধানের বদলে বেছে নিয়েছে সর্ষে। দক্ষিণ দিনাজপুরে রেকর্ড সর্ষে চাষ হয়েছে এবার, ৭০ হাজার হেক্টর জমিতে। উত্তরবঙ্গে তারাই প্রথম।

উত্তর দিনাজপুরও উত্তরবঙ্গে সর্ষেখেতে দু'নম্বর, ৫০ হাজার। আমের জেলা মালদা তিনে-- ৪৪ হাজার হেক্টর। গতবারের তুলনায় ৩৫০ হেক্টর বেশি জমিতে হচ্ছে সর্ষে। ভাবতে পারেন, আমের তুলনায় বেশি জমিতে সর্ষে চাষ মালদায়? সেটাই অবিশ্বাস্য সত্যি। উত্তরবঙ্গের অন্যতম শস্যভাণ্ডার ধূপগুড়িকে অবশ্য হলুদমহিমা সেভাবে প্রবল গ্রাস করেনি। সেখানে আলুরই জয়ের নিশান। বরং হলদিবাড়ির দিকে হলুদ রং আছে। সর্ষে চাষের হেক্টরের হিসেবটা চমৎকৃত করবে--জলপাইগুড়ি ৬ হাজার, কোচবিহার ৩৫ হাজার।

মাসদুয়েক আগেও শিলিগুড়ি ছেড়ে পাহাড়ের দিকে গেলে চোখ টানত সেগুন বনের সোনালি হাতছানি। পাংখাবাড়ির রাস্তা ধরলে যেদিকে যাই, সোনালি রং। সিকিম সরকার সামান্য অংশের চেরি ফুল দিয়ে প্রলুব্ধ করতে পারে পর্যটকদের। বাংলার পর্যটন দপ্তর সেখানে হাজার হাজার সেগুনকে পর্যটনের অস্ত্র করতে পারেনি। নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, গৌড়বঙ্গের দিগন্তছোঁয়া সর্ষেখেতেরও দশা পাহাড়ের সেগুনের মতোই হতে চলেছে। একদিন বাতাসের ডাকে হারিয়েই যাবে ঋতুর খেলায়।

আজ

১৬৪৩

স্যর আইজাক নিউটনের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৯৪

আজকের দিনে প্রয়াত হন গায়ক রাহুল দেব বর্মন।

আলোচিত

২০২৪-এ একজন পার্সি, একজন মুসলিম, একজন হিন্দু ও একজন শিখ প্রয়াত হয়েছেন। কিন্তু গোটা দেশ ওঁদের শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি মনে রাখবে একজন ভারতীয় হিসেবে। এই দেশ ধর্মনিরপেক্ষ এবং সর্বধর্মসমন্বয়ে বিশ্বাসী।

- অমিতাভ বচ্চন

ভাইরাল/১

নাগরদোলায় চড়তে অনেকের প্রাণ কাঁপে। এবার চলন্ত নাগরদোলার ডানা ধরে এক তরুণের ঝোলার ভিডিও ভাইরাল। নাগরদোলার বসার জায়গার হাতলের ওপর তিনি দাঁড়িয়ে। মাথার ওপর দিয়ে অন্য বসার জায়গাগুলি যখনই তাঁর দিকে আসছে শরীর দুলিয়ে নিজেকে বাঁচাচ্ছেন।

ভাইরাল/২

মানুষ যেমন প্রাণীদের দেখভাল করে, প্রাণীরাও তেমনই মানুষকে নানাভাবে সাহায্য করে। ব্রাজিলে এক মালিক নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নিজের ঘরে ফিরতে পারছিলেন না। ষাঁড় তাঁকে মাথা দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে ঘরে নিয়ে যায়।

উত্তরের পাঁচালি

মন্দিরের স্বার্থে

উত্তর দিনাজপুরে ইটাহার থানা থেকে জাতীয় সড়ক ১২ বরাবর মালদার দিকে কয়েক কিলোমিটার গেলে মারনাই মোড়। সেখান থেকে পশ্চিম দিকে খানিকটা গেলেই এই জনপদের প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম মারনাই। এখানে আছে প্রমথেশ্বরজিউ মন্দির। এটি একটি শিবের মন্দির। ২০০৯ সালের ৮ সেপ্টেম্বর এই মন্দিরের গায়ে রাজ্য হেরিটেজ সাইটের তকমা পড়ে। তারপর থেকে মন্দিরটি নতুন সাজে সেজে উঠেছে। জেলার পর্যটন মানচিত্রে ঠাঁই পেলেও খারাপ রাস্তার কারণে এখানে পর্যটকদের সেভাবে আনাগোনা নেই। মারনাইয়ের জমিদার শশীভূষণ পাল চৌধুরী ১৯২০ সালে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের আদলে জমিদারবাড়ির কাছেই এই মন্দিরটি তৈরি করেন। প্রায় ৫০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট মন্দিরটি দক্ষিণমুখী হলেও পূর্ব এবং পশ্চিমে দুটি দরজা আছে। পঞ্চরত্ন শৈলীতে নির্মিত মন্দিরটির কারুকার্য চেয়ে দেখার মতোই। সবাই যাতে এটি ভালোমতো দেখতে পান সেজন্য এখানে যাতায়াতের রাস্তা সংস্কারের দাবি জোরালো হয়েছে।

নজরে।। মারনাইয়ে প্রমথেশ্বরজিউ মন্দির।

–সুকুমার বাড়ই

গানের টানে

সৌপর্ণা সরকার কোচবিহারের বাসিন্দা। মাত্র দেড় বছর বয়সে মায়ের কাছে গান শেখা শুরু। কোচবিহারের অমল পালের কাছে শাস্ত্রীয় সংগীত শেখা। সেই শাস্ত্রীয় সংগীত নিয়েই সৌপর্ণা বর্তমানে মুম্বই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষের ছাত্রী। গান গেয়ে বহু পুরস্কার জেতা সারা। ২০২৩ সালে কলা উৎসবে কোচবিহারে প্রথম। প্রাপ্তির ঝুলিতে আরও অনেক পুরস্কার রয়েছে। তবে পুরস্কারপ্রাপ্তি থেকে নিজেকে যতটা দূরে রাখা সম্ভব সেটাই রেখে তিনি বর্তমানে মুম্বই বিশ্ববিদ্যালয়ের চেতনা পাঠক ও দিল্লির মেহবুব হুসেনের কাছ থেকে শাস্ত্রীয় সংগীতের শিক্ষার্থী। একজন সফল প্লে-ব্যাক সিঙ্গার হয়ে উত্তরবঙ্গের নাম উজ্জ্বল করতে চান সৌপর্ণা ওরফে তিতলিঝোরা।

সৌপর্ণা সরকার।

– সম্পা পাল

নাচের ছন্দে

প্রশ্নিকা দত্ত।

নাচকে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গের সুনাম আরও বেশি করে ছড়িয়ে দেবেন বলে যাঁরা স্বপ্ন দেখছেন তাঁদের অন্যতম জলপাইগুড়ির প্রশ্নিকা দত্ত। ছোটবেলা থেকেই নাচের প্রতি খুব টান। নাচটা ভালোমতো শিখে মেয়ে যাতে নিজের পায়ে ভালোমতো দাঁড়াতে পারে সেজন্য বাবা-মা চেষ্টায় কোনও খামতি রাখেননি। এই সূত্রেই প্রশ্নিকার কলকাতায় গিয়ে ভালো করে নাচের খুঁটিনাটি শেখা। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তো বটেই বিদেশের মঞ্চেও প্রশ্নিকা তাঁর নৃত্যশৈলীতে দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন। কিছুদিন আগে ভাগলপুর রঙ্গ মহোৎসবে ওডিশি নৃত্য প্রতিযোগিতায় শামিল হয়ে পদক জিতেছেন। আগামীতে দেশের একজন সফল ওডিশি নৃত্যশিল্পী হয়ে ওঠাই পাখির চোখ।

–জ্যোতি সরকার

কৈশোরেও যেন সারাক্ষণ মন বিষাদময়

উপার্জনের স্বপ্নে অবুঝ শিশু-কিশোররাও। ভাইরাল হলে অতিরিক্ত উপার্জন। বেপরোয়াভাবে সায় দেন বহু অভিভাবক।

রতন বর্মন

কোভিড উত্তরকালে পড়াশোনার ক্ষেত্রেই নয়, শিশুদের শিশুসুলভ আচরণটুকুতেও বিরক্ত অভিভাবক তুলে দিচ্ছেন মুঠোফোন-ট্যাবলেট। অবান্তর কার্টুনের ঝনঝনানি কিংবা রাইম বা অনলাইন লেকচারেই আর আটকে থাকছে না স্ক্রিন ও ইন্টারনেট। কোথাও গিয়ে অহেতুক স্ক্রিন অন-অফের ক্রিয়াকলাপ, সামাজিক মাধ্যমের আসক্তি, ট্রেন্ডে ভাইরাল হওয়ার নেশা গ্রাস করে। ভীতি কাজ করে, প্রিয় ইনফ্লুয়েন্সারের শেষতম কনটেন্ট হয়তো দেখা হবে না। অবান্তর শখ-কৌতূহল- কেন পারে না রিলের তন্বীর ন্যায় নিজে কায়দা দেখাতে? নিজস্বীতে চাই কোন ফিল্টার?

এতে কচিকাঁচাদের প্রকৃত শিক্ষণ হয় বিপন্ন। কাজ করে ট্রেন্ডের বিপজ্জনক প্রবণতা। ক্যামেরা বাগিয়ে সামনে যা-ই কিছু হোক দেখিয়ে, বলিয়ে ভাইরাল হওয়া ইনফ্লুয়েন্সার হওয়ার শখ এবং এর মাধ্যমে উপার্জনের স্বপ্নে অবুঝ শিশু-কিশোররাও বিভোর। ভাইরাল হলে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাচর্চার অতিরিক্ত তাৎক্ষণিক উপার্জন, বেপরোয়াভাবে সায় দেন অনেক অভিভাবকও। বহু বেকারের ভিড়ে এইভাবে অর্থ উপার্জনে শিশু-কিশোররা নেমে পড়ে। সমাজের যে হানিই হয় না কেন, তাতে ক্রিয়েটরদের উসকানিই লক্ষিত হয়। তারাও আসলে ভিউজ ও ভাইরালের ভাইরাসে আক্রান্ত ও বাহক। আমাদের মস্তিকের ক্ষয়ই যেন কোথাও না কোথাও ভবিতব্য। আর তা শৈশব থেকেই শুরু হয়ে যাচ্ছে। এর বাইরেও উত্তরের কচিকাঁচার সমস্যা আরও গভীরতর।

সংবাদমাধ্যমে লাগাতার খবর হয় নাবালক বরের শ্রীঘরে ঠাঁই হওয়া, পুলিশি অভিযানে বাল্যবিবাহ রোধের। দারিদ্র্য বড় কারণ হলেও নাবালক-নাবালিকার কাছাকাছি আসা ত্বরান্বিত করে সোশ্যাল মিডিয়া আসক্তি। পড়াশোনা-খেলা ছেড়ে ছেলের দলকে আজকাল দেখা যায় অনলাইন গেমে ডুবে থাকতে। সেটা রাস্তার কালভার্টে হোক, গ্রামের বাঁশঝাড়ে কিংবা শহুরে পড়ুয়ার একাকী স্টাডি রুম। অনলাইন গেমে টাকা খরচে অভিভাবকের অ্যাকাউন্ট খালিও হয়ে যায় অনেকসময়। গ্রামগঞ্জে-প্রান্তিক অঞ্চলে দ্রব্যমূল্যের বাজারে রিচার্জের জ্বালায় কিশোরদের ছিঁচকে চুরির ঘটনা এবং মাদক সেবনের বৃদ্ধির ঘটনাও সম্বন্ধযুক্ত। আর হিমশৈলের চূড়ার ন্যায় খবর সংবাদমাধ্যমে আসে।

শৈশব ছিল বইপড়ার আঁতুড়। শৈশব-কৈশোরের দিনগুলিতে না থাকত বিশ্বসংসারের ভাবনাচিন্তা, ঘরগেরস্থালির বারোমাস্যা। তখন দিন ছিল প্রাণবন্ত। গ্রাম-শহরে শৈশব-কৈশোরের অবকাশ কাটত পুজোসংখ্যার শুকতারা, নবকল্লোল, চুঁ-কিতকিত, গোল্লাছুট, দাড়িয়াবান্দা, গলি ক্রিকেটে। মাঠে জলকাদায় বল পায়ে ছুটে বেড়াত অমলকান্তিরা। ভাবনায় তাদের ছিল না ইঁদুর দৌড়ের উদযাপন। লাইক-কমেন্টস-রিলসে ভাইরাল হওয়ার দুর্ভাবনার বদলে ছিল রোদ্দুর হওয়ার বাসনা।

নিজেদের জগতে তারা 'হাবুদের ডালকুকুর'-এর তাড়া খেয়েও লিচু চুরির ন্যায় দুষ্টুমিও করত। 'তেপান্তরের মাঠ-ঘাট' টুঁড়ে 'গোসাইবাগানের ভূত'-ও খুঁজে আবার অলিগলি করে 'চাটুজ্জেদের রোয়াক', চিলেকোঠায় রাখা তাদের চিলঘুড়ি যখন উড়ত, দেখে নিত চিলচোখে নিজের পাড়া-মহল্লাকে। তাই হয়তো বলাই-অনিমেষদের মানসপটে উজ্জ্বল থেকে যেত সেই শিমুল গাছটি, আংরাভাসা নদী। পাবজির অজানা ম্যাপে খাবি খেত না শৈশব। ফোনের দাম, র‍্যাম-চর্চা হত না স্কুলে ছাত্র মহলে।

করোনা অভিঘাতে পালটে গিয়েছে স্মার্টফোন-ইন্টারনেট আসক্তির ধারা। ইন্টারনেট জীবনযাত্রা ও নাগরিক সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলেও ট্রেন্ড হতে পিছিয়ে পড়ার ভয়, নোমোফোবিয়া থেকে আজ আমরা মগজের পচনে পৌঁছেছি। না পারলে বিষণ্ণতা গ্রাস করছে। যেখানে এ রোগে বড়রা অনেক দ্রুততার সঙ্গে সংক্রামিত। শিশু-কিশোররা তো সেখানে অনেক বেশি নমনীয়। বই-ই পারে এই অবক্ষয় রুখতে। বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার কাজ না হয় বড়রাই করবেন।

(লেখক গয়ায় দক্ষিণ বিহার কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক। বাড়ি মাথাভাঙ্গার জোরপাটকিতে।)

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৩১

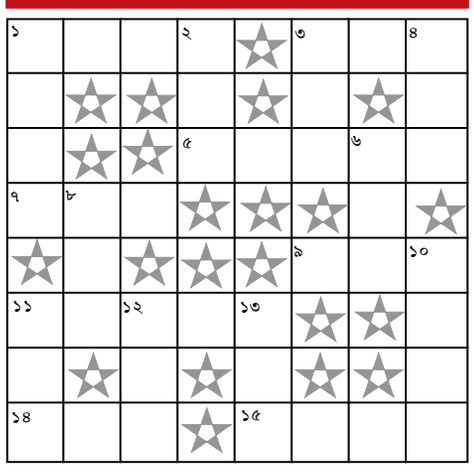

পাশাপাশি : ১। আত্মীয়তা, বৈবাহিক সম্পর্ক ৩। পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন বড় আমবিশেষ ৫। বছরের কোনও নির্দিষ্ট সময়ের ৭। চৈতন্য, হুঁশ ৯। আকাশের মতো নীল রং ১১। শোবার ঘর ১৪। সদ্যোজাত বকনা বাছুর ১৫। অশাস্ত্রীয় আচরণ, অনাচার।

উপর-নীচ : ১। 'কালো' শব্দের বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত শব্দ ২। থ বনে যাওয়া, বিস্ময়কর ৩। যার সব সম্বল নষ্ট হয়েছে, নিঃস্ব ৪। তরল পদার্থের পরিমাপ ৬। মহাকাল বা শিবের পত্নী কালীদেবী, চণ্ডীদেবীর একরূপ ৮। পুত্র, অপত্য ১০। ভদ্র ব্যবহার, সৌজন্য, লৌকিকতা ১১। একশত, বহু শত ১২। নয় ফোঁটাওয়ালা তাস ১৩। ক্ষণস্থায়ী, অল্প সময়।

**সমাধান ■ ৪০৩০

হঠাৎ পদত্যাগ উপাচার্যের

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ৩ জানুয়ারি : কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় (পিবিইউ) ছেড়ে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য নিখিলচন্দ্র রায় হঠাৎ করেই তাঁর পুরোনো কর্মস্থল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের (এনবিইউ) কাজে যোগ দিলেন। পিবিইউ ছাড়ার আগে তিনি একটি চিঠি লিখে তাঁর চলে যাওয়ার বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার দিলীপ দেবনাথকে জানিয়েছেন। ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হিসেবে যে গাড়িটি তিনি ব্যবহার করতেন, সেটিও তিনি শুক্রবার থেকে ছেড়ে দিয়েছেন। তবে নিখিল কী কারণে হঠাৎ করে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়লেন তা এখনও স্পষ্ট নয়।

তবে সূত্রের খবর, নিখিলের লিয়েনের মেয়াদ ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে। লিয়েনের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য তিনি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে বিষয়টি উচ্চশিক্ষা দপ্তরে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত তা বৃদ্ধি করা হয়নি। তাই একপ্রকার বাধ্য হয়েই তিনি শুক্রবার পুরোনো কর্মস্থলে কাজে যোগ দেন বলে মনে করা হচ্ছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার নূপুর দাসের বক্তব্য, 'উনি এদিন কাজে যোগ দিয়েছেন। মেয়াদ শেষের জন্যই তিনি কাজে যোগ দিয়েছেন বলে চিঠিতে উনি লিখেছেন।' তবে নিখিলের লিয়েনের বিষয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার কোনও মন্তব্য করতে চাননি। কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার দিলীপ দেবনাথ বললেন, 'উনি ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে গিয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাতে আমাকে চিঠি মারফত জানিয়ে উনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়িও ছেড়ে দিয়েছেন। তবে ক্যাম্পাস ইনচার্জের দায়িত্ব উনি কাউকে দিয়ে যাননি। তাই কেউ এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ইনচার্জের দায়িত্বে নেই।' এদিন নিখিলকে বহুবার ফোন করা সত্ত্বেও সাড়া না দেওয়ায় তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের এক এজেন্সিকে বাতিল করতে নিখিল দিনকয়েক আগেই নির্দেশ দেন। সেই চিঠি তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের কাছে দিয়ে গিয়েছেন। যদিও সেই সিদ্ধান্ত আদৌ কার্যকর করা হবে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পরবর্তী উপাচার্যের সঙ্গে আলোচনা করে বিষয়টি দেখা হবে বলে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার জানিয়েছেন। এবিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূলের কর্মচারী সংগঠনের সভাপতি রুয়েল রানা আহমেদ অবশ্য বলেন, 'সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের কোনও ক্ষমতা ছিল না। উনি অবৈধভাবে এসব করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হওয়ার পর এজেন্সি মারফত ওই কর্মীরা কাজে যোগ দিয়েছেন।'

পিবিইউ ছেড়ে এনবিইউ-এ যোগ নিখিলের

বাড়ছে ধন্দ

- পিবিইউ ছাড়ার আগে উপাচার্য চিঠি দিয়ে চলে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন রেজিস্ট্রারকে
- ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য যে গাড়িটি ব্যবহার করতেন, সেটি তিনি ছেড়ে দিয়েছেন
- নিখিলের লিয়েনের মেয়াদ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছিল, তা বৃদ্ধির আবেদন করলেও শেষপর্যন্ত তা মানা হয়নি
- এবিষয়ে শিক্ষা অধিকর্তারা কোনও মন্তব্য করতে না চাওয়ায় ধন্দ বাড়ছে

পাচার রুখতে গিয়ে জখম সেনা

শূন্যে গুলি বিএসএফের, চম্পট দুষ্কৃতীদের

বিধান ঘোষ

হিলি, ৩ জানুয়ারি : শীতের রাত। ঘড়ির কাঁটা তখন ২টো পেরিয়েছে। চারিদিকে অদৃশ্যমান কুয়াশার ছড়াছড়ি। এই সুযোগেই বাড়ছে চোরাচালান। নর্থ আগ্রা বর্ডার আউটপোস্টের আপ্তেড় এলাকার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতারবিহীন এলাকা বরাবরই বিএসএফের চিন্তার কারণ। এরই মধ্যে অদৃশ্য গতিবিধি, বাঁশের সীমানা কাটার চেষ্টাতেই প্রথমে হুঁশিয়ারি তারপর তাড়া করতেই দুষ্কৃতীদল হামলা চালায় জওয়ানদের ওপর। জখম হন দুজন বিএসএফ জওয়ান। ধাতস্থ হয়ে পালটা শূন্যে এক রাউন্ড ফায়ার করতেই চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। ছুটে আসে আউটপোস্টের বাকি জওয়ানরা। কিন্তু ততক্ষণে কুয়াশার মধ্যে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছে পাচারকারীরা। ওই ঘটনায় শুক্রবার হিলির সীমান্ত এলাকায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে। তবে ঘটনাটি নিয়ে কুলুপ এঁটেছে সীমান্তরক্ষী বাহিনী।

বিএসএফের উত্তরবঙ্গের ফ্রন্টিয়ার ইনস্পেকটর জেনারেল সূর্যকান্ত শর্মার বক্তব্য, 'হিলি বিওপির অধীনে গতকাল নন-ফেন্সিং অর্থাৎ কাঁটাতারবিহীন এলাকা দিয়ে গোরু পাচারের চেষ্টা করে পাচারকারীরা।

অনুপ্রবেশের চেষ্টা

- নর্থ আগ্রা বর্ডার আউটপোস্টের আপ্তেড় কাঁটাতারবিহীন এলাকা বিএসএফের চিন্তার কারণ
- কুয়াশার সুযোগে বাঁশের সীমানা কাটার চেষ্টা করে দুষ্কৃতীরা
- বিষয়টি নজরে আসতেই দুষ্কৃতীদের তাড়া করেন বিএসএফ জওয়ানরা
- নিজেদের বাঁচাতে জওয়ানদের ওপর হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা
- ঘটনায় জখম হন ২ সেনা

বাধা দিলে দুজন বিএসএফের জওয়ান জখম হয়। তখন প্রতিরক্ষার খাতিরে বিএসএফের তরফ থেকেও শূন্যে গুলি চালানো হয়। বিএসএফের তরফ থেকে হিলি থানার আইসিকে বিষয়টি জানানো হয়েছে।'

শীত পড়তেই কুয়াশাকে ঢাল করে গত কয়েকদিন আগে নর্থ আগ্রা বিওপির ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতারবিহীন সীমান্ত দিয়ে গোরু পাচার করে দুষ্কৃতীরা। ওই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই সীমান্তে পাচার রোধে কড়া নজরদারি শুরু করে সীমান্তরক্ষী বাহিনী। তারপরেই গতকাল রাতে ওই বিওপিরই হিলির আপ্তেড় এলাকার দিকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতারবিহীন সীমান্তে গোরু পাচারের চেষ্টা করে দুষ্কৃতীরা। ঘটনাটি নজরে আসতেই দুষ্কৃতীদের তাড়া করে কর্তব্যরত জওয়ান। কিন্তু দুষ্কৃতীদের পালটা আক্রমণের মুখে পড়ে জওয়ান। তারপরেই শূন্যে গুলি চালায় বিএসএফ জওয়ান। ওই গুলির শব্দেই ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা।

তবে সীমান্তে বিএসএফের ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে রদবদল শুরু হয়েছে। সেই কারণে ওই ঘটনা নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ বিএসএফ। এদিন দুপুর পর্যন্ত হিলি থানাতেও কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করেনি বিএসএফ। তবে একটি সূত্র জানিয়েছে, গোরু পাচারের দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য নিয়ন্ত্রণ করতেই শূন্যে গুলি চালিয়েছে সীমান্তরক্ষী বাহিনী। হিলি থানার পুলিশ জানিয়েছে, বিএসএফ-এর তরফে গুলি চালানোর ঘটনায় কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করেনি।

শীতের সকালে আপন খেয়ালে...

শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারিতে শুক্রবার সূত্রধরের ক্যামেরায়।

কড়াইয়ে পড়ে মৃত্যু

সোনাপুর, ৩ জানুয়ারি : রান্নার কড়াইয়ের ওপরে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল রান্নার ঠাকুরের! ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ি ব্লকের মাগুরমারি এলাকায়। পুলিশ জানায়, মৃতের নাম দীনবন্ধু রায় (৫৪)। তিনি শিলবাড়িহাটের বাসিন্দা ছিলেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার থেকে ওই এলাকায় কীর্তনের আসরে রান্নার কাজ করছিল আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পাতলাখাওয়া এলাকার রাঁধুনির দল। সেই দলে ছিলেন দীনবন্ধু। সোমবার রান্না করতে গিয়ে আচমকা ডালের কড়াইয়ের ওপর পড়ে যান তিনি। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই চিকিৎসা চলছিল তাঁর। বৃহস্পতিবার ভোরে মেডিকেল কলেজে তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর ময়নাতদন্তের পর বৃহস্পতিবার রাতে তাঁর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। শুক্রবার শিলবাড়িহাট এলাকায় দীনবন্ধুর বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল শোকের ছায়া। কীভাবে পড়ে গেলেন কড়াইয়ের ওপর? সহকারী রাঁধুনিরা বলছেন, সম্ভবত মাথা ঘুরেই কড়াইয়ের ওপর পড়ে যান দীনবন্ধু। পুলিশ অবশ্য ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

রাঁধুনির মর্মান্তিক পরিণতি

তিন মেয়ের বিয়ে দেওয়ার পর বাড়িতে বর্তমানে একা দীনবন্ধুর স্ত্রী সাবিত্রী রায়। সাবিত্রী বলেন, 'কীভাবে এই ঘটনা হল বুঝতে পারলাম না।' ঠিক কীভাবে ঘটে এই ঘটনা? এটা আরও পরিষ্কার শোনা যায় দীনবন্ধুর প্রতিবেশী ভবানন্দ রায়ের কাছে। তিনি জানান, দীনবন্ধুর সঙ্গে রান্নার কাজে তিনিও গিয়েছিলেন। সোমবার রান্নার শেষ দিন ছিল। চারদিন রান্না চলছিল সেখানে। বিকেল পাঁচটা নাগাদ ডাল বসানো হয়েছিল একটা কড়াইয়ে। ডাল যখন ফুটন্ত ওই সময় ওই কড়াইয়ের পাশে থাকা দীনবন্ধু আচমকা কড়াইয়ের ওপরে পড়ে যান।

তড়িঘড়ি তাঁকে সেখান থেকে বের করে শরীরে জল দেওয়া হয়। কোনও কারণে মাথা ঘুরে তিনি ওই কড়াইয়ের ওপরে পড়ে যান বলে মনে করেন সেখানে থাকা অন্যরা। আহত অবস্থায় তাঁকে প্রথমে ধূপগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে রেফার করা হলেও তাঁকে নিয়ে আসা হয় কোচবিহারে।

তিনদিন সেখানে চিকিৎসা চলার পর বৃহস্পতিবার ভোরে তিনি মারা যান। গরম ডাল পড়ায় তাঁর ঘাড়ের নীচের শরীরের সব অংশ পুড়ে যায়। মঙ্গলবার থেকে দীনবন্ধুর অবস্থা আশঙ্কাজনক হতে শুরু করে। ওই অবস্থায় চিকিৎসা চলছিল। তবে আর শেষরক্ষা হয়নি।

উত্তরের শিকড়

ক্যালকাটা ক্লাবের প্রথম প্রেসিডেন্ট নৃপেন্দ্রনারায়ণ

বিংশ শতকের গোড়ার কথা। বেঙ্গল ক্লাবে স্যর রাজেন মুখোপাধ্যায়কে ডিনারে আমন্ত্রণ জানিয়ে বিপাকে পড়েছিলেন ভারতের তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড মিন্টো। স্যর রাজেন সাদা চামড়ার লোক নন। তাই তাঁর জন্য আলাদা তাঁবুর ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছিল বেঙ্গল ক্লাব কর্তৃপক্ষ। এই অপমান মেনে নিতে পারেননি সেই সময়ের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। অপমানের জবাব দিতে ১৯০৭ সালের ১৫ এপ্রিল কলকাতার লোয়ার সার্কুলার রোডে স্থাপিত হয় আরও একটি এলিট ক্লাব। নয় বিঘা জমির ওপর তৈরি ওই ক্লাবের নাম ক্যালকাটা ক্লাব।

এই ক্লাবের মেম্বারশিপের জন্য গায়ের রং দেখা হত না। ভারতীয় এবং ব্রিটিশ সকলেই প্রবেশ করতে পারতেন। ক্যালকাটা ক্লাবের একটি বিশেষত্ব ছিল। সেখানে পর্যায়ক্রমে একজন ভারতীয় ও একজন ইউরোপীয় প্রেসিডেন্ট হতেন। এই ক্লাবেরই প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর। ক্লাবের প্রথম দিনের ডিনারে আমন্ত্রিত ছিলেন ৪৫ জন।

কোচবিহার মহারাজা ছাড়াও বর্ধমান ও দ্বারভাঙ্গার মহারাজারা ক্লাবে যেতেন। পাশাপাশি গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ বহু ভারতীয় প্রায়ই যেতেন ক্যালকাটা ক্লাবে। পরবর্তীকালে সত্যজিৎ রায়েরও ওই ক্লাবে নিয়মিত যাতায়াত ছিল।

সেই সময় ক্লাবের মূল ভবনে মহিলাদের প্রবেশ নিষেধ ছিল। স্বামী না আসা পর্যন্ত মহিলারা গাড়িতে অপেক্ষা করতে বাধ্য হতেন। কোচবিহারের মহারাজা জীতেন্দ্রনারায়ণ তাই মহিলাদের জন্য একটি লন হাউস তৈরি করেন। ১৯২০ সালের ৩ জানুয়ারি এই লন হাউসটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়।

সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার নিয়োগ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩ জানুয়ারি : দাবি ছিল এক, হল আরেক। পুলিশি নিরাপত্তা বাড়ানোর আর্জি জানালেও উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে আরও ২৫ জন সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার নিয়োগ করতে চলেছে রাজ্য। এই সিদ্ধান্ত জানার পর ক্ষোভ ছড়িয়েছে চিকিৎসক মহলে। বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষীদের দিয়ে চিকিৎসক সহ অন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা কতটা সুনিশ্চিত হবে, তা নিয়ে বড় প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে। এপ্রসঙ্গে হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিকের মন্তব্য, 'মেডিকেল পুলিশ ফাঁড়িকে পূর্ণাঙ্গ থানা করার দাবি রয়েছে। এখানকার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হলে আরও পুলিশ মোতায়েন প্রয়োজন। তবে, অনেকদিন আগে আমরা আরও বেসরকারি নিরাপত্তাকর্মী চেয়ে আবেদন জানিয়েছিলাম। সেইমতো নতুন করে ২৫ জন সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ারকে দেওয়া হচ্ছে।' তবে, নিয়োগ নিয়ে দ্বিধায় দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিক। বললেন, 'নতুনদের বেতন কোন খাত থেকে দেওয়া হবে, সেব্যাপারে নিশ্চিত নই।'

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিতে লাগাতার কর্মবিরতি চালিয়েছেন জুনিয়ার ডাক্তার এবং মেডিকেলের পড়ুয়ারা। সেই আন্দোলনের পর গতবছরের অক্টোবরে রাজ্য বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নতুন করে ৬০ জন বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগের ছাড়পত্র দেয়। তবে, ওই নিয়োগকে ঘিরে প্রথম থেকেই প্রশ্ন ওঠে। অভিযোগ, এক-দেড় লক্ষ টাকা করে নিয়ে নিয়োগ হয়েছিল। এমনকি শারীরিক সক্ষমতা সঠিকভাবে দেখা হয়নি।

এবার ফের ২৫ জন সিভিল ডিফেন্স স্বেচ্ছাসেবককে মেডিকেলের নিরাপত্তার স্বার্থে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছে। রেসিডেন্টস ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের (আরডিএ) উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ শাখার সভাপতি ডাঃ কৌস্তভ চক্রবর্তীর কথায়, 'পুলিশি নিরাপত্তা আমরা সবসময় চেয়েছি। কিন্তু পর্যাপ্ত পুলিশ নেই বলে এর আগে স্বাস্থ্যসচিব জানিয়েছিলেন। তাই সম্ভবত বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী দেওয়া হচ্ছে। তবে, আমরা আশাবাদী পুলিশ এই নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করবে।'

এব্যাপারে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ শাখার সভাপতি ডাঃ শাহরিয়ার আলমের সাফ বক্তব্য, 'মেডিকেলের স্থায়ী নিরাপত্তারক্ষী না নিলে আমাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবে না। এসব বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী চাইছি না।'

পর্যটকদের গাড়ি আটকে চাঁদা আদায়

সংকটের মুখে রসিকবিলের জনপ্রিয়তা

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ৩ জানুয়ারি : কোচবিহারকে রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে আনতে উদ্যোগী রাজ্য সরকার। জেলার মধ্যে পর্যটনের অন্যতম স্তম্ভ তুফানগঞ্জের রসিকবিল। গোটা বছর ধরে রসিকবিল প্রকৃতি পর্যটন ঘিরে জেলা তথা রাজ্যের বহু পর্যটক ভিড় জমান। চলতি শীতের মরশুমেও যার বিরাম নেই। যদিও সম্প্রতি চাঁদার জুলুমে কার্যত এই পর্যটনকেন্দ্রের জনপ্রিয়তা মার খাওয়ার মুখে।

কখনও খেলা, কখনও সামাজিক অনুষ্ঠান, কখনও আবার কোনও কারণ ছাড়াই রসিকবিলের উদ্দেশে যাওয়া পর্যটকদের গাড়ি থামিয়ে তাঁদের থেকে টাকা দাবি করা হচ্ছে। ঝামেলা এড়াতে কিছু ক্ষেত্রে তাঁরা টাকা দিয়ে দিলেও সম্পূর্ণ ঘটনায় সকলেই অত্যন্ত বিরক্ত এবং ক্ষুব্ধ। গোটা বিষয়ে পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও উঠছে একগুচ্ছ প্রশ্ন। এতে রসিকবিল তথা জেলার পর্যটনের সম্ভাবনা ধাক্কা খাচ্ছে বলে মত ওয়াকিবহাল মহলের। জেলা বন বিভাগের ডিএফও অসিতাভ চট্টোপাধ্যায় বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখে সংশ্লিষ্ট মহলে জানিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

কোচবিহার জেলার রসিকবিল মিনি জু পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। শীতের মরশুম পড়তেই অসম সহ দূরদূরান্তের পর্যটকরা ভিড় জমাচ্ছেন সেখানে। আর সেই সুযোগে তুফানগঞ্জ-রসিকবিলের রাস্তায় চলছে চাঁদা আদায়। দাবিমতো টাকা না মেটালে চলছে জুলুমও। তাই তুফানগঞ্জের রসিকবিল প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্রে যেতে এখন অনীহা অনেকেরই। আর এই চাঁদার ক্ষেত্রেও রয়েছে রকমফের। যেমন- কোনও পুজো হলে ১০ থেকে ৫০ টাকা। বাড়ির কোনও সামাজিক অনুষ্ঠান হলে সময় বিশেষে ১০০ থেকে ২০০ টাকাও দাবি করে বসে চাঁদা আদায়কারীরা। দিনভর তুফানগঞ্জ থেকে রসিকবিলের রাস্তায় হাতে রংবেরঙের চাঁদার রসিদ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে একদল তরুণ। বাস, গাড়ি, মোটরবাইক, টোটো, অটো দেখলেই পথ আটকানো হয়। আর তারপর কখনও বলা হয় খেলার জন্য চাঁদা চাই, আবার কখনও হরিনাম সংকীর্তনের দোহাই।

শুক্রবারই যেমন শালবাড়ি এলাকায় দেখা গেল বীর চিলারায় সংঘের নামে রসিদ ছাপিয়ে মাশানপুজো ও মেলার জন্য চাঁদা তোলা হচ্ছে। আর ছয়-সাতজন তরুণ ওখান দিয়ে যাওয়া যানবাহন আটকে চাঁদা নিচ্ছে। ওই পথে সপরিবারে রসিকবিল যাচ্ছিলেন কোচবিহারের বাসিন্দা বিপ্লব দেবনাথ। তাঁর কথায়, 'এভাবে যদি প্রতিটি জায়গায় চাঁদা দিতে হয় তাহলে তো সমস্যা। পুজোর জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা হয় জানি। কিন্তু মেলার জন্য রাস্তা আটকে চাঁদা তোলা হয় তা আগে দেখিনি।' অন্যদিকে, শালবাড়ি থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে নাগুরহাট এলাকায় হরি মন্দির কমিটি আয়োজিত রাধাগোবিন্দ নামযজ্ঞের অনুষ্ঠান শুরু হবে শুক্রবার থেকে। সেখানকার লোকজনদেরও এদিন দেখা গিয়েছে রাস্তা আটকে চাঁদা সংগ্রহ করতে। আর ওইটুকু রাস্তার মধ্যে দু'বার চাঁদা দিতে গিয়ে বেজায় সমস্যায় পড়ছেন পর্যটক, পথচারীরা তো বটেই। সেইসঙ্গে যানবাহনের চালকরাও। যেমন- যাত্রী নিয়ে টোটোয় করে রসিকবিলে যাচ্ছিলেন দীপক বর্মন। তাঁর গলায় ঝরে পরে ক্ষোভ, 'একজন যাত্রীর কাছ থেকে ১০ টাকা ভাড়া পাই। এভাবে যদি প্রতি জায়গায় চাঁদা দিতে হয় তাহলে তো মুশকিল। এত চাঁদা দিলে পেট চলবে কী দিয়ে?'

এছাড়া এইভাবে যেখানে-সেখানে পথ আটকে দাঁড়ানোয় দুর্ঘটনার আশঙ্কাও করছেন অনেকে। এমনটা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে রসিকবিলে বেড়াতে আসার ক্ষেত্রে পর্যটকদের অনীহা দেখা দেবে বলেই মনে করছে মিনি জু কর্তৃপক্ষ। এই পরিস্থিতিতে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁদের তরফে জানানো হয়েছে, ওই পথে টহলদারি চালানো হচ্ছে। পুলিশের ভ্যান দেখলেই পালিয়ে যাচ্ছে চাঁদা আদায়কারীরা। আরও নজরদারি বাড়ানো হবে।

পর্যটকদের গাড়ি আটকে চলছে চাঁদা আদায়। - সংবাদচিত্র

জুলুমবাজি

- কোচবিহার থেকে তুফানগঞ্জ হয়ে রসিকবিল একটাই যাওয়ার রাস্তা
- এই সুযোগের অপেক্ষায় থাকে গ্রামবাসীদের একাংশ
- রাস্তার দু'পাশে বাঁশ ফেলে আটকানো হয় যানবাহন
- এরপরেই শুরু হয় চাঁদা আদায়ের জুলুমবাজি

দেরিতে উড়ান

বাগডোগরা, ৩ জানুয়ারি : কুয়াশায় দৃশ্যমানতা কম থাকায় প্রায় বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে প্রতিদিনই নির্দিষ্ট সময়ের থেকে দেরিতে ওঠানামা করছে বিমান। শুক্রবার কলকাতা-বাগডোগরা-কলকাতা ইন্ডিগোর উড়ান প্রায় ২ ঘণ্টা দেরিতে চলে। তাছাড়াও স্পাইস জেটের দিল্লি-বাগডোগরা-দিল্লি উড়ানও ২ ঘণ্টা লেট ছিল।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে তৃণমূলে হাতাহাতি

পার্থকে অপসারণের দাবির জের

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৩ জানুয়ারি : উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমে (এনবিএসটিসি) তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের দুই গোষ্ঠী প্রকাশ্যে হাতাহাতিতে জড়াল। শুক্রবার এনবিএসটিসি'র চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়ের বাড়ির সামনেই সংস্থার নর্থবেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট ড্রাইভার্স অ্যান্ড তৃণমূল শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের দুই গোষ্ঠী রাস্তার ওপরে প্রকাশ্যে হাতাহাতিতে জড়ায়। এর মধ্যে একটি গোষ্ঠী পার্থপ্রতিম ও অপর গোষ্ঠী তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি পরিমল বর্মনের কাছের বলেই পরিচিত। পরে গোটা ঘটনায় একটি গোষ্ঠীর সদস্যরা পার্থপ্রতিমের বিরুদ্ধে গোষ্ঠীবাজির অভিযোগ তুলে তাঁর অপসারণ চেয়ে সংস্থার পুরোনো বাসস্ট্যান্ডের সামনে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়।

পার্থপ্রতিমের বক্তব্য, 'প্রতিদিন অনেকেই আমার বাড়িতে আসেন। এদিনও শিলিগুড়ি থেকে সংস্থার কয়েকজন কর্মী তাঁদের দাবিদাওয়া নিয়ে আমার বাড়িতে এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলি। তাঁরা বেরিয়ে যাওয়ার পর কী হয়েছে তা জানা নেই। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি।' এদিনের ঘটনার বিষয়ে খোঁজ নিয়ে দেখার বিষয়ে তৃণমূলের কোচবিহার জেলার সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকও (হিপ্পি) আশ্বাস দিয়েছেন।

এনবিএসটিসি-তে কর্মচারীদের জন্য তৃণমূলের নর্থবেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট ড্রাইভার্স অ্যান্ড তৃণমূল শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন নামে একটি সংগঠন রয়েছে। দীপেশকুমার দাস ও সমীর সরকার এর যুগ্ম সম্পাদক। এদিন সমীরের নেতৃত্বে সংগঠনের আটজন কর্মী শিলিগুড়ি থেকে কোচবিহারে এসে পার্থপ্রতিমের বাড়িতে যান। কিছুক্ষণ কথা বলার পর তাঁরা সংস্থার চেয়ারম্যানকে একটি স্মারকলিপি দেন। ফেরার পথে পার্থপ্রতিমের বাড়ির কিছুটা দূরে দীপেশ গোষ্ঠীর সদস্যরা তাঁদের আটকান। সেখানে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বচসা ও হাতাহাতি বাধে।

দীপেশ বলেন, 'আমি সংগঠনের কোচবিহারের সাধারণ সম্পাদক। কোচবিহার সদর দপ্তরে থাকি। অথচ আমাকে কোনও কিছু না জানিয়ে বালুরঘাট, ইসলামপুর, শিলিগুড়ি থেকে আমাদের সংগঠনের কয়েকজন এসে চেয়ারম্যানের সঙ্গে গোপন বৈঠক করেন। আমাদের সংগঠনকে দীর্ঘদিন ধরে দু'ভাগ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। চেয়ারম্যান এই ঘটনায় মদত দিচ্ছেন।

জয়ন্তীতে ড্রেজিং, মমতার নির্দেশেও সংশয়

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ৩ জানুয়ারি : লাও তো বটে, কিন্তু আনে কে! জয়ন্তী নদীতে ড্রেজিং ও ডলোমাইট উত্তোলনের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু কাজটা হবে কীভাবে? জয়ন্তী বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের সংরক্ষিত অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে যেখানে ডলোমাইট বা ড্রেজিং ইত্যাদি পুরোপুরি নিষিদ্ধ।

নবান্নের প্রশাসনিক বৈঠকে বৃহস্পতিবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য আশাপ্রকাশ করেছিলেন, জয়ন্তীর ডলোমাইট তুলে সরকারের রাজস্ব আদায় হবে। জয়ন্তী নদীতে ড্রেজিং হলে আশপাশের বসতি নিশ্চিহ্ন হওয়ার বিপদ থেকে বাঁচবে। উপরি পাওনা হবে কর্মসংস্থান। ডলোমাইট তোলা হোক কিংবা ড্রেজিং, কাজ পাবেন অনেকে। মুখ্যমন্ত্রীর কথা শুনে জয়ন্তীতে এখন খুশির হাওয়া।

কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট ও কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রকের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও কীভাবে সেই কাজ হবে, তা অনিশ্চিত। বন দপ্তরের কর্তারা মুখে কুলুপ এঁটেছেন। বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের ক্ষেত্র অধিকর্তা অপূর্ব সেন ও উপক্ষেত্র অধিকর্তা দেবাশিস শর্মার মোবাইল বেজে গিয়েছে। তাঁদের সাড়া মেলেনি। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের ভিডিও হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে প্রতিক্রিয়া চাওয়া হলে তাঁরা নীরবই থেকেছেন।

রাজ্য বন দপ্তরের এক কর্তা নাম না প্রকাশের শর্তে বলেন, দেশের যে কোনও জাতীয় উদ্যানে নদী থেকে সবরকম উত্তোলন নিষিদ্ধ। জয়ন্তী নিয়ে পরিবেশ আদালতে একটি মামলাও আছে। ফলে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ কার্যকর হওয়া নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক। মুখ্যমন্ত্রীর রোষে পড়ার ভয়ে তিনিও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

তবে মুখ্যমন্ত্রীর কথায় আশায় বুক বাঁধছেন জয়ন্তীবাসী। স্থানীয় শেখর ভট্টাচার্যর কথায়, 'যেভাবে নাব্যতা কমতে শুরু করেছে, তাতে আগামী দশ বছরের মধ্যে পুরো বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্প জয়ন্তীর গ্রাসে চলে যাবে। ওই বিপদ থেকে আলিপুরদুয়ার শহরও রক্ষা পাবে না। ড্রেজিং হলে হয়তো বিপদ থেকে রক্ষা পাবে জয়ন্তী।'

আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল মমতার ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বৃহস্পতিবার বলেছিলেন, 'ডলোমাইট জমা হতে হতে জয়ন্তী নদী বুজে যাচ্ছে। সেখানে লিগ্যাল টেন্ডার করব। তাহলে অনেক টাকা সরকারের আসবে এবং অনেক মানুষ

সংস্কৃতি

শাস্ত্রীয় সংগীত সমারোহ

প্রসারী সংগীত প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার বিশিষ্ট শাস্ত্রীয় সংগীতশিল্পী শাশ্বতী বিশ্বাস জাদু জানেন। জাদু আছে তাঁর কণ্ঠে। কণ্ঠের ম্যাজিকে যে কাউকে নিমেষে অন্তর্লীন জগতে পৌঁছে দিতে পারেন। কোনও সাধনা ছাড়াই এক অডিটোরিয়াম মানুষ ভাবের ঘরে সমাধি নিতে পারেন। আর যখন সমাধি ভাঙে তখন বুঝতেও পারেন না এতক্ষণ তাঁরা কোন অলৌকিক জগতে ছিলেন।

বড়ই আত্মপ্রচারবিমুখ এই শিল্পী। সম্প্রতি তাঁকে পাওয়া গেল দীনবন্ধু মঞ্চে প্রসারী সংগীত প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অনুষ্ঠানে। শিলিগুড়ির প্রবল প্রচারের দামামার বাইরে শিবমন্দির ও বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় শাস্ত্রীয় সংগীতের যে এমন নিবিড় সাধন ক্ষেত্র রয়েছে, এই অনুষ্ঠান না দেখলে তা বোঝাই যেত না। শাস্ত্রীয় এবং অনু শাস্ত্রীয় সংগীতের এই সান্ধ্য সমারোহে অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির বর্ষীয়ান সংগীত সাধ্বী মালবিকা চক্রবর্তী। সঙ্গে ছিলেন সংগীত অনুরাগী পুলিশকর্তা মহম্মদ আব্দুল হায় সরদার।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় সম্মেলক সংগীতে। ইমন রাগে ছোট্ট শিশুদের এমন সম্মিলিত শিল্প সৃষ্টিকেই তাত্ত্বিকরা বোধহয় বলেন মিস্টিকাল পার্টিসিপেশন। শুরুতেই মঞ্চজুড়ে তখন মন ভালো করা পরিবেশ। পরে প্রসূন ঘোষাল ও সূর্যশ্ম রায়ের তুলসী দাসের লেখা মাতৃবন্দনা এবং মুক্তা ঘোষ, মল্লিকা সরকার ও স্নেহা রায়ের বাগেশ্রী রাগে খেয়াল পরিবেশনেও ছিল পরিণত বোধের পরিচয়। দাদরায় মন কেড়েছেন শিল্পী অভিজিৎ মণ্ডল। ভজনে প্রমীলা ধিমাল, বীণা মণ্ডল, জলি বিশ্বাস, অনুজা মজুমদার, সঞ্চিতা রায় বর্মা, দীপা সরকার সহ আরও কয়েকজনের নিবেদনে ভক্তির চেয়ে প্রাণের ছোঁয়া বেশি ছিল। শিক্ষার্থী শিল্পী অনিমেষ ও যুবরাজের গুরুবন্দনা আর মুক্তা ঘোষের বাংলা রাগপ্রধানে যোগ্য তালিমে মনপ্রাণ ঢেলে অনুশীলনের আভাস ছিল।

প্রসারী সংগীত প্রতিষ্ঠানের সমগ্র অনুষ্ঠানে সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় ছিল, আজকের দ্রুতগতির দুনিয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে দীর্ঘ এবং ধীর মেজাজের অংশ এড়িয়ে শ্রোতার মন বুঝে অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা। তার মধ্যে বাড়তি পাওনা ছিল বিশিষ্ট শিল্পী মালবিকা চক্রবর্তীর অনবদ্য নিবেদন। অ্যাকাডেমির কর্ণধার শাশ্বতী নিজেও পরিবেশন করেন একটি ভজন। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের ভৈরবী রাগে অনন্য সৃষ্টি 'তুম আ জানা ভগবান'। এমন মানসিক প্রশান্তি এবং মনের সব উদ্বেগ নিরাময় করার মতো গান খুব বেশি শোনা যায় না।

অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন অদ্রিজা মিশ্র। তবলা ও হারমোনিয়ামে সহযোগিতা করেছেন অম্লান পণ্ডিত ও আশিস কংস বণিক। সবশেষে প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক প্রসূন ঘোষ ও গুরু শাশ্বতীকে শিক্ষার্থীরা সংবর্ধনাও জানান। এই সুন্দর সন্ধ্যা উপহার দেওয়ার জন্য সত্যিই শিক্ষার্থী শিল্পীদের সঙ্গে শাশ্বতী ধন্যবাদ পেতেই পারেন। *-ছন্দা দে মাহাতো*

জমজমাট।। *শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে প্রসারী সংগীত প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অনুষ্ঠান।*

নজরে নেতাজি

সম্প্রতি বীরপাড়ার জুবিলি ক্লাবকক্ষে মৈত্রেয়ী বসুর লেখা 'শৌলমারির সাধুই কি নেতাজি?' বইটির আবরণ উন্মোচন করা হয়। শৌলমারির আশ্রমে থাকা সাধু সারদানন্দজিই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন কি না তা নিয়ে বিস্তর বিতর্ক রয়েছে। এনিয়েই লেখা হয়েছে বইটি। আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠানে ছিলেন বীরপাড়ার সিআই শুভজিৎ ঝা, বীরপাড়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক জয়ব্রত ভট্টাচার্য, দমকলকেন্দ্রের ওসি জগদীশ বর্মন, সমাজকর্মী উৎপলকুমার রায় প্রমুখ। মৈত্রেয়ী দেবী বলেন, 'শৌলমারির আশ্রমের সেই সাধুই যে নেতাজি তা নিয়ে বিস্তর তথ্য দেওয়া হয়েছে বইয়ে।'

শৌলমারি আশ্রমে দীর্ঘদিন ছিলেন প্রয়াত হরিপদ বসু। তাঁরই কন্যা মৈত্রেয়ী দেবী। তিনি জানান, ১৯৬২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি হরিপদবাবু ফালাকাটা ডাকঘর থেকে টেলিগ্রাম মারফত তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে জানিয়েছিলেন, শৌলমারির সাধু সারদানন্দজিই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। মৈত্রেয়ীদেবীর কথায়, 'সত্যকে আঁকড়ে ধরে থাকায় আমার বাবাকে একাধিকবার জেল খাটতে হয়েছিল। প্রেসিডেন্সি জেলেও ছিলেন বাবা। তবে আমার বাবাই জওহরলাল নেহরুর চোখে চোখ রেখে বলতে পেরেছিলেন, শৌলমারির সাধু এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।' একসময় ফালাকাটা এবং বর্তমানে কলকাতার বাসিন্দা প্রবীণা মৈত্রেয়ী দেবী একজন নেতাজি গবেষক। ২০১১ সালে তাঁর লেখা 'শৌলমারির আশ্রম ও নেতাজি' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

– মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

সমবেত।। *কেয়ার অফ দার্জিলিংয়ের আয়োজনে শিলিগুড়িতে সাহিত্য সমাবেশ।*

সাহিত্য সমাবেশের গৌরবময় বর্ষপূর্তি

সম্প্রতি কেয়ার অফ দার্জিলিংয়ের আয়োজনে শিলিগুড়িতে দ্বিতীয় দার্জিলিং সাহিত্য উৎসব (সেকেন্ড দার্জিলিং লিটারারি ফেস্টিভাল) আয়োজিত হল। ত্রিদেশীয় এই সাহিত্য সমাবেশে নেপাল, ভুটান, সিকিম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, বিহার, কলকাতার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের কবি-সাহিত্যিকরা শামিল হয়েছিলেন। দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ দেবব্রত মিত্র অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভাগবত শর্মা ভাণ্ডারী, এনপিএস নিরউলা, বিশ্বজিৎ নন্দী, টিংকুরঞ্জন দাস, অধ্যাপক বিনোদ বিনীত, ডঃ বীরেন্দ্র মৃধা, ডঃ রতন বিশ্বাস ও রাজীব চক্রবর্তী। সঞ্চালনায় ছিলেন দেবাশিস ভট্টাচার্য। কবি অরুণ চক্রবর্তীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিটের নীরবতা পালন করা হয়। বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিকদেরকে সম্মান জানানো হয়। অনুষ্ঠানে 'কেয়ার অফ দার্জিলিং' জার্নালটির মোড়ক উন্মোচন করেন ডঃ দেবব্রত মিত্র। এই সংখ্যায় অত্যন্ত স্পর্শকাতর ঘটনার দিকে নজর রেখে সমাজ সচেতনতামূলক বিষয়গুলিকে স্থান দেওয়া হয়েছে। উৎসবে উইংস পাবলিকেশনের দুটি কাব্য সংকলন 'বহুমুখ' ও 'ভ্রান্তপথের পথিক' প্রকাশিত হয়। কেয়ার অফ দার্জিলিং জার্নালের সম্পাদক সুলেখা সরকার বললেন, যুক্তিবাদী শিক্ষার সঙ্গে ভাষাগত বন্ধনও জরুরি। অক্ষয় হল সত্য প্রকাশের প্রধান মাধ্যম।'

–নিজস্ব প্রতিবেদন

মানুষদের নিয়ে

সম্প্রতি শীতলকুচি ব্লকের গোঁসাইরহাট জাগৃতি সংঘের 'জাগরণী' পত্রিকার অষ্টম সংখ্যা প্রকাশিত হল। বিশিষ্ট লেখক বিশ্বনাথ প্রামাণিকের হাতে। এই বিশেষ সংখ্যায় মানুষদের জীবন ও সংস্কৃতি আলাদাভাবে ঠাঁই পেয়েছে। পদ্মশ্রী পার্বতী বড়ুয়ার বিশেষ সাক্ষাৎকার রয়েছে পত্রিকায়। সম্পাদক তপেন্দুনারায়ণ রায় বললেন, 'হাতি ও মানুষদের বিষয়ে বহু অজানা তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।' অনুষ্ঠানে বিশ্বজিৎ মোহন্ত, ডাঃ উত্তমকুমার বর্মন, কার্তিক চক্রবর্তী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

–মনোজ বর্মন

পত্রিকা প্রকাশ

সম্প্রতি এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জলপাইগুড়ি ঠাকুর পঞ্চানন ভবনে অঙ্কুরোদগম পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যা প্রকাশিত হল। ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষের হাত ধরে। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন নিরুপম ভট্টাচার্য, দুর্গা রায়, রঞ্জনা সাহা, অলিভা ঘোষ, রত্না সরকার প্রমুখ। কবিতা পাঠে ছিলেন দেবযানী সেনগুপ্ত, আকাশ পালচৌধুরী, নির্মল ঘোষ। নাচে ছিলেন সমাপিকা চন্দ্র এবং জ্যোতিমা রায়। সপ্তাশ্ব ভৌমিক আধুনিক কবিতা ও পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেন। সঞ্চালনায় ছিলেন মুনমুন ভৌমিক।

–জ্যোতি সরকার

মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান

'জল শহরের ইতিকথা'র তরফে সম্প্রতি জলপাইগুড়িতে এক মনোজ্ঞ আবৃত্তি অনুষ্ঠান হয়ে গেল। কবিতা পাঠে ছিলেন অচিন্ত্যবিক্রম দে, প্রমীলা চট্টোপাধ্যায়, মৌসুমি মুখোপাধ্যায়, সুকন্যা ভট্টাচার্য, মৌমিতা হাজরা সরকার, অভিরূপ সেন, তাপসী দাস। গান গেয়ে শোনান মিষ্টু সরকার, নিরুপম ভট্টাচার্য ও দেবলীনা ভট্টাচার্য। সঞ্চালনায় ছিলেন সাগ্নিক ভট্টাচার্য।

অভিনব প্রদর্শনী

গ্রামের মাটিতেও জাতীয় মানের আলোকচিত্র প্রদর্শনী যে হতে পারে সেটাই যেন দেখিয়ে দিল ইসলামপুর নদার্ন ফোটোগ্রাফিক সোসাইটি। সম্প্রতি ইসলামপুর শহর থেকে কিছুটা দূরত্বে নন্দঝাড় গ্রামে, নন্দঝাড় আদিবাসী হাইস্কুলে সৃজন সাহিত্য আসর ও নন্দঝার ছাত্র সমাজের যৌথ সহযোগিতায় 'ভিশন অফ বিয়ন্ড' শীর্ষকে এক আলোকচিত্র প্রদর্শনী হয়ে গেল। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বেঙ্গালুরুর এসবি গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশনের কর্ণধার শুভব্রত ভট্টাচার্য। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বর্ষীয়ান আলোকচিত্রী সম্পদ পাল, নেপালের কবি মিলনকুমার ডুঙ্গানা। এদিন এ রাজ্যের বিভিন্ন জেলা সহ, অসম, কেরল সহ নানা জায়গা থেকে পাঠানো মোট চুয়াল্লিশ আলোকচিত্রীর ৮০টি ছবি প্রদর্শিত হয়। তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়া মিত্রজিৎ দাসের তোলা ছবিটি বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছে। সংস্থার সভাপতি প্রণয় বণিক বললেন, 'আমাদের বেশিরভাগ ছবি গ্রামকেন্দ্রিক। তাই গ্রামে প্রদর্শনীর মাধ্যমে সবার কাছে পৌঁছানোই আমাদের মূল লক্ষ্য।' নিশিকান্ত সিনহা, দ্বিজেন পোদ্দার, সামসুল আলম, অশেষ দাসের মতো বিশিষ্টরা এদিন উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। *–সুরমা রানি*

মূকাভিনয়

সম্প্রতি কলকাতার শিশির মঞ্চে এক মূকাভিনয় সন্ধ্যা হয়ে গেল। মুকুল দেবের নির্দেশনায় মূক অ্যাকাডেমির আয়োজন করে। মুকুল দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে মূকাভিনয় করে আসছেন। মঞ্চে মুকুলের একক মূকাভিনয় 'পার্কে', 'অফিসকর্মী' দর্শকদের মন জয় করে নেয়। অ্যাকাডেমির ছাত্রছাত্রীরা পরিবেশন করে মূকাভিনয় 'পুতুলনাচ', 'হাসতে মানা', 'যন্ত্রমানব' ও 'জলই জীবন'। সঞ্চালনায় ছিলেন চন্দ্রা দেব। *– অরিন্দম ভট্টাচার্য*

নাচে হৃদয়হরণ

বাংলার অন্যতম প্রতিভাবান বিশিষ্ট শিল্পী শতাব্দী মল্লিক ওডিশি নৃত্যের মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শিক্ষার্থী তন্ময় সমাদ্দার, দেবস্মিতা কর, জিনিয়া দেবদের নিয়ে তিনি সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার দক্ষিণ বারাসতের মায়াহাউড়ি গোপাল উচ্চবিদ্যালয়ে একদিনের ওডিশি নৃত্যের কর্মশালার আয়োজন করেছিলেন। 'মঙ্গলাচরণ' নৃত্য পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর একে একে 'অভিনয়', 'মোক্ষ' ইত্যাদি পরিবেশিত করে। এরপর ছাত্রছাত্রীদের ওডিশি নৃত্যের প্রাথমিক পাঠ 'ভূমি প্রণাম', 'মুদ্রা' শেখানো হয়। প্রধান শিক্ষক দেবব্রত দাস সহ শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিল্পীদের সম্মান জানান।

– অরিন্দম ভট্টাচার্য

কবিকে শ্রদ্ধা

এগারোতম আলিপুরদুয়ার জেলা বইমেলা মঞ্চে প্রকাশিত হল আশুতোষ বিশ্বাস ও স্বাগতা বিশ্বাস সম্পাদিত 'তারারা' পত্রিকার মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা। মোহিনীমোহন ছয়ের দশক থেকে সর্বজনগ্রাহ্য একজন কবি হিসেবে বাংলা কবিতার অঙ্গনে নিজেকে আজও সজীব রেখেছেন। নিজস্ব কাব্যিক উচ্চারণ ছাড়াও পুরুলিয়া জেলার আঞ্চলিক কথ্যভাষার বয়ানে লেখা 'মাড় ভাতের লড়াই' অনন্য। মূলত 'মাড় ভাতের কবি' হিসেবে মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের বিশেষ পরিচিতি। বইমেলার ভরা মঞ্চে পত্রিকার প্রকাশ করেন কবি সুবীর সরকার, শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী, দীপিকা রায়, সৌভিক বণিক, মিহির দে, উত্তম চৌধুরী, অম্বরীশ ঘোষ, দেবাশিস ভট্টাচার্য, সুব্রত সাহা, প্রীতিলতা চাকি, সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

– ভাস্কর শর্মা

আবৃত্তির টানে অভিনব মেলবন্ধন

কোচবিহার থেকে মালদা, উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিকে পাঁচটি জোনে বিভক্ত করে উত্তরের বিশিষ্ট শিল্পীদের সঙ্গে বাচিকশিল্পপ্রেমী বহু শিল্পীকে নিয়ে উত্তরের বাচিকশিল্পের প্রসারের ও প্রচারের উদ্দেশ্যে দেড় বছর ধরে নিয়মিত বাচনিক পর্ব ও প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে কাজ করে চলেছে 'উত্তরবঙ্গ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদ'। সম্প্রতি পরিষদের তৃতীয় কেন্দ্রীয় অধিবেশন ও বাচনিক পর্ব অনুষ্ঠিত হল কোচবিহার জোনের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় মহারানি ইন্দিরাদেবী বালিকা বিদ্যালয়ে। বেলা ১১টায় অধিবেশন পর্বের সূচনা হয় সভাপতিমণ্ডলীর প্রদীপ প্রজ্বলন, প্রয়াত কবি, নাট্যকার, বাচিকশিল্পীদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও কোচবিহার জোনের সম্মেলক আবৃত্তি কবিগুরুর 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য...' উচ্চারণের মধ্য দিয়ে। এই পর্বে প্রকাশিত হয় পরিষদের মুখপত্র 'উত্তরধ্বনি'-র তৃতীয় সংখ্যা। অধিবেশন শেষে বিকেল থেকে ছিল বাচনিক পর্ব। সংবর্ধনা জানানো হয় কোচবিহারের বিভিন্ন মহকুমার বর্ষীয়ান বাচিকশিল্পী তপতী রায়, রামগোপাল সাহা, রেজাউল খন্দকার এবং শুভাশিস মিত্রকে। সকলেই এবয়সেও সাবলীলভাবে একটি করে কবিতাও উচ্চারণ করেন। শেষপর্বে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল উপস্থিত প্রতিনিধি শিল্পীদের সমবেতভাবে কবিগুরুর 'হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগো রে...' কবিতার উচ্চারণ। জন্মশতবর্ষকে কেন্দ্র করে সলিল চৌধুরী, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সহ অন্যদের রচনার আধারে পাঁচটি জোনের শিল্পীরা বৈচিত্র্যময় সমবেত নিবেদনের মধ্য দিয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। *–নীলাদ্রি বিশ্বাস*

জানুয়ারি মাসের বিষয়
পোর্ট্রেট ফোটোগ্রাফি

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

ছবি পাঠানোর শেষ তারিখ
২১ জানুয়ারি, ২০২৫

- ছবি পাঠান – photocontestubs@gmail.com-এ
- একজন প্রতিযোগী সর্বাধিক তিনটি ছবি পাঠাতে পারবেন।
- নির্বাচিত ছবি প্রকাশিত হবে ২৫ জানুয়ারি সংস্কৃতি বিভাগে।
- ডিজিটাল ফর্মাটে ছবির মাপ হবে ১৮০০ x ১২০০ পিক্সেল।
- ছবির সঙ্গে অবশ্যই পাঠাতে হবে – Photo Caption, ক্যামেরার বৈশিষ্ট্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য।
- ছবিতে Water Mark এবং Border থাকলে তা বাতিল হবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা ছবি পাঠাবেন না।
- ছবির সঙ্গে অবশ্যই আপনার পুরো নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখে পাঠাবেন, অন্যথায় ছবি বাতিল বলে গণ্য হবে।
- উত্তরবঙ্গ সংবাদের কোনও কর্মী বা তাঁর পরিবারের কোনও সদস্য এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

ছবি : ডঃ দিলীপ দে সরকার, সৌভিক বসু, দীপঙ্কর ঘোষ ও গৌরব বিশ্বাস

বইটই

ভরসা থাকুক

শিব জ্ঞানে জীব সেবা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে এসে সকলে এটা উপলব্ধি করেছেন। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে শ্রীশ্রী সারদা সেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা সমাজ গঠনের কাজে ব্রতী হন। এই বিষয়টিকে নিয়েই দিব্যেন্দুশেখর জানা লিখেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের পদাঙ্কচারী। এর আগে লেখকের 'পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ এবং...' বইটি পাঠকসমাজে খুবই ভালোভাবে সমাদৃত হয়েছে। ২৮টি প্রবন্ধের সংকলন নতুন বইটিও একই পথের শরিক হওয়ার অপেক্ষায়। মন খারাপ হলে এই বইয়ের জাদু তাকে নিমেষেই উড়িয়ে সেই মনকে ভালো করবেই করবে। মমতা মুখোপাধ্যায়ের আঁকা প্রচ্ছদটি প্রশংসাযোগ্য।

সত্যের খোঁজে

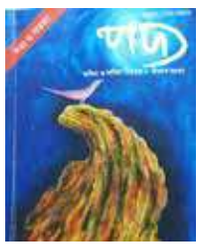

স্রেফ ছন্দের জাদুকে অবলম্বন করে যে কত সুন্দরভাবে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে চলা যায় তা দেখিয়ে চলেছে রিমি দে সম্পাদিত পদ্য। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকার এবারের উৎসব সংখ্যার বিষয় 'সত্য এবং সততা'। লেখকরা নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির বিশ্লেষণ করে পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। নামীদের সাক্ষাৎকার, বরেণ্যদের ভাবনার প্রেক্ষিতে লেখা, সত্যসন্ধান, গল্প কবিতাকে নিয়ে যেভাবে পত্রিকার এই সংখ্যাটি সাজানো হয়েছে তাকে ক্ষুদ্র পরিসরে ঠিকমতো বিশ্লেষণ করা কষ্টকর। সত্যের অবস্থান নিয়ে কবি বিজয় দে'র মন্তব্য দাগ কাটে, 'আমি বেঁচে আছি, তুমি বেঁচে আছো, শুধু আমাদের আবেগ বেঁচে আছে।'

প্রকৃত শিক্ষা

পেশায় তিনি বিদ্যালয় পরিদর্শক। আর নেশা অদ্ভুতভাবে পেশার সঙ্গেই মিলে গিয়েছে। শিক্ষার মানোন্নয়নের স্বপ্ন দেখা। আর এই সূত্রেই কোচবিহারের সমরচন্দ্র মণ্ডল লিখে ফেলেছেন সাফল্যের পাসওয়ার্ড। ছোটদের ভালোভাবে গড়েপিটে বড় করে তোলার লক্ষ্যে বেশ সুন্দর একটি 'লাইফগাইড'। কী শেখা উচিত, কীভাবে শেখা উচিত এবং কীভাবে শেখানো উচিত... এসব নিয়েই ২৫০ পাতার এই বই। লেখকের কথায়, 'পৃথিবীতে কেউ খারাপ হয়ে জন্মায় না। পরিবেশ পরিস্থিতি মানুষকে খারাপ করে।' কীভাবে সেই পরিস্থিতিতে নিজের অনুকূলে নিয়ে আসা যায় সে বিষয়ে এই বইটি নিশ্চিতভাবে আগ্রহীদের দিশা দেখাবে।

সার্থক প্রচেষ্টা

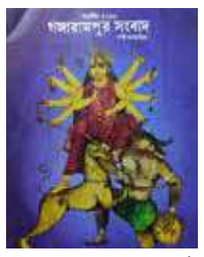

প্রতি পুজোতেই পাঠকদের হাতে সেরা সাহিত্য সম্ভার তুলে ধরার চেষ্টা চালায় গঙ্গারামপুর সংবাদ। এবারের পুজোতেও তাদের সেই চেষ্টা অব্যাহত। উপন্যাস, বিশেষ রচনা, বড় ও ছোট গল্প, নাটক, কবিতায় ঠাসা পত্রিকার এবারের পুজো সংখ্যা। সুকুমার সরকারের লেখা 'বিদ্রোহী বাঙালির প্রথম বিদ্রোহ নেকড়ে বিদ্রোহ' পড়তে বেশ। ডঃ সমিত ঘোষের লেখা 'উত্তর-পূর্ব ভারতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু' বহু অজানা তথ্যকে পাঠক দরবারে পেশ করে। সম্পাদক শীতল চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে এই পত্রিকা উত্তরের সাহিত্যকে প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ করে তোলার চেষ্টা চালিয়ে চলেছে। অভিজিৎ দাসের আঁকা প্রচ্ছদটি নজরকাড়া।

উৎসবের আমেজ

এবারের উৎসবের মরশুমে পাঠকদের হাতে ধরা দিয়েছে বীণা চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত গোধূলি মন পত্রিকার ৬৬তম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা। পত্রিকার এবারের উৎসব সংখ্যায় আলাদাভাবে নজর কাড়ে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের দেওয়া একটি সাক্ষাৎকার। অশোক চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'কিছু মানুষ : কিছু স্মৃতি : পাহাড় ও আমি', অন্বয় মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'দান হারালেই শিরোচ্ছেদ' পড়তে ভালো লাগে। গল্প, অণুগল্প ও কবিতাগুলিও পড়তে বেশ। চন্দননগর থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাটি যে খুব যত্ন সহকারে পথ চলার চেষ্টায় নেমেছে তা এর প্রতিটি লেখাতেই পরিষ্কার।

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

কমছে ঠান্ডা

দু'দিন দক্ষিণবঙ্গে হাড়কাঁপানো ঠান্ডার আমেজ থাকলেও শনিবার থেকেই ফের বাড়তে চলেছে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। স্বাভাবিকের থেকে ২ থেকে ৩ ডিগ্রি বাড়তে পারে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা।

গ্লোবাল টেন্ডার

তাজপুর সমুদ্রবন্দর নিয়ে গ্লোবাল টেন্ডার ডাকার প্রস্তুতি শুরু করল নবান্ন। আদানিগোষ্ঠী এই প্রকল্পে হাত দিলেও কাজ এগোয়নি। তারপরই নতুন করে টেন্ডার ডাকতে নির্দেশ দিয়েছিলেন মমতা।

সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি

আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়ের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি করেছে সিবিআই। সমস্ত তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে তাকেই একমাত্র দোষী হিসাবে মনে করছে তারা।

নির্দেশ

কলকাতা পুরসভা এলাকার ৮টি বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিলেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য।

পুলিশে লবি, মমতার কথায় জল্পনা

পোস্টিংয়ে শুধুই যোগ্যতার বার্তা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩ জানুয়ারি : প্রশাসনিক বৈঠকে বৃহস্পতিবারই পুলিশের প্রতি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, 'লবি' ধরে কাজ হবে না। মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পর থেকেই জোর চর্চা শুরু হয়েছে। তাহলে এই 'লবি' বলতে মুখ্যমন্ত্রী কী বলতে চেয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী যখন এই কথা বলছিলেন, তখন তাঁর চোখ ছিল রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারের দিকে। এরপর প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তাহলে কি এই ট্রান্সফার পোস্টিংয়ের পিছনে রাজীব কুমারের হাত ছিল? কিন্তু রাজনৈতিক ও নবান্নের শীর্ষকর্তারা মনে করছেন, মুখ্যমন্ত্রী এই মন্তব্য করে অন্য বার্তা দিতে চেয়েছেন। কারণ বদলি পোস্টিংয়ে রাজীব কুমারের সরাসরি হাত থাকলেও বেসরকারিভাবে এতদিন দলের তরফ থেকে পুলিশের যাবতীয় দেখভাল করতেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ই। গুরুত্বপূর্ণ পোস্টিংয়ে তাঁর ভূমিকাও এতদিন দেখা গিয়েছে। কিন্তু এবার পুলিশের ওপর নজরদারি মুখ্যমন্ত্রী যে নিজেই চালাবেন, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, 'একেক জনের একেকরকম পুলিশপ্রীতি। অনেক সৎ পুলিশ অফিসার আছেন, যাঁরা খেটে খান। তোমরা তাঁদের দিকে নজর দাও না। লবি চলে। লবি। এই লোকটা আমার বন্ধু। একে প্রোমোশন দিতে হবে। ওই লোকটা আমার পরিচিত, ওকে আগে নিয়ে আসতে হবে। কেন? কীসের জন্য? যে কাজের লোক হবে, তাঁকেই দিতে হবে। কোনও লবি চলবে না। লবি একটাই।' মমতার এই কথার পর অনেকেই মনে করেছেন, রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারের উদ্দেশেই মমতা এই কথা বলেছেন। কিন্তু কর্মদক্ষতার নিরিখে দেশের সেরা আইপিএসদের মধ্যে রাজীব কুমারের নাম অবশ্যই আসে। রাজীব কুমারের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী এই কথা বললেও তাঁর নিশানায় যে দলেরই প্রভাবশালী রয়েছেন, তা স্বীকার করে নিয়েছেন রাজ্য পুলিশের এক শীর্ষকর্তা। তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীকে যিনিই ব্রিফ করে থাকুন, একেবারে ঠিকঠাক ব্রিফ করেছেন। সম্প্রতি ইনস্পেকটর পদমর্যাদায় যে রদবদল হয়েছে, তাতে বাহিনীর মধ্যেই ক্ষোভ দেখা গিয়েছে। সাব ইনস্পেকটর থাকাকালীন যাঁরা কোনও থানার ওসির দায়িত্ব পালন করেননি, তাঁদের ইনস্পেকটর ইন-চার্জ করে পাঠানো হয়েছে। এমনকি ডিআইজি এবং আইজি স্তরেও ঠিকঠাক সুপারিশ হলে ভালো পোস্টিং হয়।' মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়ে দিয়েছেন, এবার থেকে এই ধরনের লবি তিনি বরদাস্ত করবেন না। অর্থাৎ যাঁদের যোগ্যতা রয়েছে, তাঁদের সেখানে পোস্টিং দিতে হবে।

দলে দ্বিতীয় শিবির বরদাস্ত নয়

কলকাতা, ৩ জানুয়ারি : তৃণমূলে ভরকেন্দ্র যে একমাত্র তিনিই, তা ফের দেখানোর প্রচেষ্টা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলে দ্বিতীয় কোনও শিবির যে তিনি বরদাস্ত করবেন না, তা বৃহস্পতিবার প্রশাসনিক বৈঠক থেকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর আপত্তিতে কোনও কাজই যে করা যাবে না, তা বুঝতে পেরে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও কিছুটা নরম সুর নিয়েছেন।

তৃণমূলের শীর্ষনেতৃত্ব মনে করছেন, বৃহস্পতিবারের বৈঠকে যে ৪ মন্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রীর ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয়েছিল, তাঁরা সকলেই অভিষেকের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার সরাসরি অভিষেকের পছন্দের তালিকায় রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, দলে দ্বিতীয় কোনও ভরকেন্দ্র থাকবে না। এমনকি আমলাদের সতর্ক করেও মুখ্যমন্ত্রী বলে দিয়েছেন, তাঁকে না জানিয়ে কোনও কাজ যেন না করা হয়।

ভারসাম্যের খেলা তৃণমূলের অন্দরে

দীর্ঘদিন ধরেই মমতা ও অভিষেকের সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল। মুখ্যমন্ত্রী যে দলের রাশ সম্পূর্ণভাবে তাঁর নিজের হাতে রাখবেন তা গত ২ ডিসেম্বর বিধানসভায় নৌশাদ আলি কক্ষে পরিষদীয় দলের বৈঠকে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া কোনও বিধায়ক যেন কোনও প্রতিক্রিয়া না দেন, তা নিয়েও সতর্ক করে দিয়েছিলেন মমতা। গত ২১ জুলাই সমাবেশ থেকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ঘোষণা করেছিলেন, ৩ মাসের মধ্যে সাংগঠনিক রদবদল হবে। কিন্তু প্রায় ৬ মাস কেটে গেলেও তা হয়নি।

গত নভেম্বরে নিজের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে অভিষেক বলেছিলেন, রদবদলের খসড়া তিনি দলনেত্রীকে জমা দিয়েছেন। কিন্তু ওই খসড়া অনুযায়ী রদবদল যে হচ্ছে না তা ইতিমধ্যেই স্পষ্ট। এরই মধ্যে রদবদল ইস্যুতে নিজের অবস্থানে অনড় থাকলেও অভিষেক বুঝিয়ে দিয়েছেন, দলনেত্রীর সিদ্ধান্তই শেষ কথা। ফলে দ্বিতীয় কোনও শিবির মমতা যে চাইছেন না, তা একপ্রকার স্পষ্ট।

রাজনৈতিক মহল মনে করছে, অভিষেকও বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন, এই মুহূর্তে তাঁর নিজস্ব কোনও শিবির নেই। দলের সিদ্ধান্তই সব কর্মীকে মেনে চলতে হবে। কোনও কঠোর মনোভাব এখনই যে অভিষেক নিতে চাইছেন না, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তবে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে দলের ফল আশানুরূপ না হলে পরিস্থিতি যে অন্যদিকে যেতে পারে, সেই আশঙ্কা করছেন দলের প্রবীণ নেতারা।

একাধিক দাবিতে রাজপথে বিক্ষোভ লোকশিল্পীদের। শুক্রবার কলকাতায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

অ্যাড হক রাজ্য সভাপতির সম্ভাবনা

বঙ্গে সদস্য সংগ্রহে টেনেটুনে পাশ পদ্ম

কলকাতা, ৩ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ সহ আট রাজ্যের রাজ্য সভাপতি নির্বাচনের সম্ভাবনা আরও ক্ষীণ হল। তবে অ্যাড হক রাজ্য সভাপতির নাম নিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন বিজেপি ও আরএসএস নেতৃত্ব। সূত্রের খবর, চলতি মাসের মাঝামাঝি বা তৃতীয় সপ্তাহের গোড়ায় রাজ্য সভাপতির নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে দিতে পারে দিল্লি।

এদিকে গত ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ৩৬ লাখ সদস্য সংগ্রহ করতে পেরেছে বঙ্গ বিজেপি। মঙ্গল পান্ডের কথায়, ৩৪ পেলে পাশ, পেয়েছে ৩৬। টেনেটুনে পাশ। গতকাল পর্যন্ত আরও প্রায় তিনলক্ষ নতুন সদস্য করা গিয়েছে বলে দাবি রাজ্য নেতৃত্বের।

সদস্য সংগ্রহের নিরিখে প্রথম নদিয়া দক্ষিণ, এরপরই যথাক্রমে সুকান্তর জেলা দক্ষিণ দিনাজপুর, তমলুক, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর এবং শুভেন্দু অধিকারীর জেলা কাঁথি। সবথেকে খারাপ পরিস্থিতি দার্জিলিং, ডায়মন্ড হারবার, বসিরহাট এবং জয়নগরে। জল মেশানো তালিকা নয়, প্রকৃত সদস্য তালিকা তৈরি করতে হবে। অনলাইন মেম্বারশিপের ধাক্কায় এবার একধাক্কায় রাজ্যে দলের সদস্য ৮২ লক্ষ থেকে ৩৯ লক্ষে নেমে গিয়েছে।

এদিকে বুথ, শক্তিকেন্দ্র ও মণ্ডলে নিয়মমাফিক নির্বাচন হতে ন্যূনতম যে সক্রিয় সদস্য দরকার তা না থাকায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (৩১ জানুয়ারির মধ্যে) প্রদেশ সভাপতি নির্বাচন করা সম্ভব হচ্ছে না। সেই কারণে অ্যাড হক রাজ্য সভাপতি ঘোষণাই ভবিতব্য রাজ্যের।

উত্তরবঙ্গ সংবাদে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত সেই সম্ভাবনাই যে সঠিক ছিল, এবার তার প্রমাণ মিলল দেশের প্রদেশ সভাপতি নির্বাচনের লক্ষ্যে এনআরও (জাতীয় রিটার্নিং অফিসার) তালিকা প্রকাশের পর। বৃহস্পতিবার দিল্লি যে এনআরও তালিকা প্রকাশ করেছে, তাতে পশ্চিমবঙ্গ সহ মোট ৮ রাজ্যের জন্য এনআরও নিয়োগ করা হয়নি। এগুলি হল পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লি, মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড, উত্তরাখণ্ড, মণিপুর, পঞ্জাব ও চণ্ডীগড়।

বিজেপির দাবি, যেসব রাজ্যে সদ্য নির্বাচন শেষ হয়েছে বা নির্বাচন আসন্ন, সেই রাজ্যগুলিতে সভাপতি নির্বাচন আপাতত ঐকমত্যের ভিত্তিতেই করা হবে। কিন্তু বিজেপির এই দাবি নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। কারণ, পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গেই ২০২৬-এর নির্বাচন হওয়ার কথা অসম, কেরল, তামিলনাড়ুতে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই রাজ্যগুলিতে প্রদেশ সভাপতি নির্বাচনের লক্ষ্যে এনআরওর নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

বিএসএফের সমালোচনায় তোপ সুকান্তর

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি : সব নিপীড়িত হিন্দুকে ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। শুক্রবার নয়া দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানালেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী এবং বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিএসএফ-কে নিশানা করার পরই দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বালুরঘাটের বিজেপি সাংসদ অভিযোগ করলেন, 'উত্তর-পূর্ব সহ বেশ কিছু জায়গায় রাজ্য জমি না দেওয়ায় কাঁটাতার দেওয়া যায়নি। প্রশ্ন হল, কলকাতায় কী এমন মধুর ভাণ্ডার আছে যে সবাই কলকাতা যাচ্ছে? আসলে সবাই জানে কলকাতা গেলে নকল নথি সহজে পেয়ে যাবে।'

সম্প্রতি অসম থেকে গ্রেপ্তার হয়েছে আনসারুল্লা বাংলা টিমের জঙ্গি গাজি রহমান। উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে 'চিকেন নেক"-এ নাশকতা চালানোর হুমকিও দিয়েছে বিভিন্ন জেহাদি সংগঠন। সেই প্রসঙ্গে সুকান্ত বলেন, 'ধুবড়ির ডেমোগ্রাফি বদল হয়ে গিয়েছে। প্রমাণস্বরূপ, যেখানে এমনটা হয়েছে, সেখানেই ভারতবিরোধী কাজ হয়। মুর্শিদাবাদে সম্প্রতি লিফলেট বিলি হয়েছে। হিন্দুর সংখ্যা কমলেই সেকুলারিজম, কমিউনিজম কিছুই থাকবে না।'

তিনি বলেন, 'ওদের মতে সবাই অনুপ্রবেশকারী। আমরা তা মানি না। ধর্মীয় কারণে যাঁরা আসেন, তাঁরা উদ্বাস্তু, যে মুসলিমরা ভালো জীবনযাত্রার জন্য আসে, তারা অনুপ্রবেশকারী। যে এলাকায় ওরা আশ্রয় পায়, সেখানে তৃণমূল কত ভোট পায়, বিজেপি কত পায়?' মুখ্যমন্ত্রীর বিএসএফ-কে নিশানার প্রসঙ্গে সুকান্তর দাবি, 'স্থানীয় প্রশাসন শুধু নিষ্ক্রিয় নয়, চেষ্টা করছে যেন অনুপ্রবেশ হয়। বাংলার ডেমোগ্রাফি বদল করতে মরিয়া মমতা সরকার।'

খাবার তৈরির ব্যস্ততা। শুক্রবার বাবুঘাটের ট্রানজিট ক্যাম্পে। ছবি : আবির চৌধুরী

নববর্ষের রাতে হাজার কোটি টাকার মদ বিক্রি

কলকাতা, ৩ জানুয়ারি : মদ বিক্রিতে ফের লক্ষ্মীলাভ রাজ্য সরকারের। কলকাতা সহ সারা রাজ্যে যেখানে বছরে গড়ে ২ হাজার কোটি টাকার মদ বিক্রি হয়, সেখানে শুধুমাত্র বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণের রাতে প্রায় ১ হাজার কোটি টাকার মদ বিক্রি হয়েছে। পরিসংখ্যানের নিরিখে বড়দিন থেকে বর্ষবরণ পর্যন্ত যে পরিমাণ মদ বিক্রি হয়েছে, তা দুর্গাপুজোর পাঁচদিনের বিক্রির আট গুণ। অর্থ দপ্তরের হিসাব বলছে, দুর্গাপুজোর পাঁচদিনে ১২০ কোটি টাকার মদ বিক্রি হয়েছিল। সেখানে ২০ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত মদ বিক্রি হয়েছে ১ হাজার কোটি টাকারও বেশি। বিক্রি বা চাহিদার নিরিখে দেশি মদের চেয়ে অনেক এগিয়ে রয়েছে দেশে তৈরি বিদেশি মদ ও বিয়ার।

বৃহস্পতিবার নবান্ন সভাঘরে প্রশাসনিক বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজস্ব আদায়ের ওপর আরও জোর দিতে আমলাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। বেআইনি বালি ও পাথর খাদানগুলি থেকে যাতে অবৈধ কারবার না চলতে পারে, সেদিকে নজর দিতে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর এবং খনি ও খনিজ উন্নয়ন নিগমকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী সহ একাধিক সামাজিক প্রকল্পে রাজ্য সরকারের প্রচুর অর্থ ব্যয় হচ্ছে। তার ওপর আবাস যোজনায় ১২ লক্ষ উপভোক্তাকে ২৬ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে দিয়েছে রাজ্য। মে মাসে দ্বিতীয় কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছেন মমতা।

এছাড়া আরও ৮ লক্ষ নতুন উপভোক্তাকে বাড়ি তৈরির জন্য প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা মে মাসে দেওয়া হবে। ফলে এই প্রকল্প চালাতে রাজ্যকে যথেষ্ট হিমসিম খেতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সুখবর এনে দিয়েছে আবগারি বিভাগ। চলতি আর্থিক বছরে (২০২৪-২০২৫) ১৬ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। সেই অঙ্ক লক্ষ্যমাত্রা ছাপিয়ে ১৮ হাজার কোটি টাকায় পৌঁছোতে পারে বলেই মনে করছেন অর্থ দপ্তরের কর্তারা।

ধমক খেয়ে দেউচাপাচামি নিয়ে বৈঠক

আশিস মণ্ডল

সিউড়ি, ৩ জানুয়ারি : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশের পর দেউচাপাচামি কয়লাখনি প্রকল্প নিয়ে শুক্রবার বীরভূমে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ।

এদিন মুখ্যসচিব বলেন, 'সবাইকে নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে। সকলেই এই প্রকল্প নিয়ে উৎসাহী। দ্রুত খননকাজ শুরু হবে। তবে আমরা আন্ডার গ্রাউন্ড মাইনিংয়ের কথাও ভেবেছি। এতে বেশি মানুষকে সরাতে হবে না। ওপেন মাইনিং ও আন্ডার গ্রাউন্ড মাইনিং দুটোই হবে। ফেব্রুয়ারি মাস থেকে আন্ডার গ্রাউন্ড মাইনিং করার একটা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। যাঁরা জমি দিচ্ছেন কেউ বঞ্চিত হবেন না, সেটা মুখ্যমন্ত্রী আগেই বলে দিয়েছেন। এখানে খনি হলে সবাই উপকৃত হবেন। কর্মসংস্থান হবে।'

বীরভূমের দেউচাপাচামিতে প্রস্তাবিত খোলামুখ ক-য়লাখনি প্রকল্পের কাজ ধীরগতিতে হচ্ছে। এই নিয়ে ২ জানুয়ারি নবান্নের সভাঘরে প্রশাসনিক বৈঠক থেকে বীরভূম জেলা শাসক বিধান রায়কে কার্যত ধমক দেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপরই তাঁর নির্দেশে এদিন বীরভূমে আসেন প্রশাসনিক শীর্ষকর্তারা। মহম্মদবাজারের বিডিও অফিসে রাজ্যের মুখ্যসচিবের তত্ত্বাবধানে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যসচিব জানান, ১৫ থেকে ২০ দিনের মধ্যে প্রাথমিক খননকাজ শুরু করে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে ৩২৬ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। আরও ৪০ একর জমি দ্রুত অধিগ্রহণ করা হবে। তবে খোলামুখ কয়লাখনির পাশাপাশি সুড়ঙ্গ করেও কয়লা উত্তোলন নিয়ে চিন্তাভাবনা করা হয়েছে। প্রথমে পাথরের স্তর তুলে নেওয়া হবে। তারপর খননকাজ শুরু করে কয়লা উত্তোলন করা হবে। সুরঙ্গ করে কয়লা উত্তোলন করলে বসতি উচ্ছেদ করতে হবে না। দেউচাপাচামিতে কমপক্ষে ১.২ বিলিয়ন মেট্রিকটন কয়লা মজুত রয়েছে বলে মুখ্যসচিব জানিয়েছেন।

আজ টিভিতে

মিস্ট্রি অ্যাট ব্লাইন্ড ফ্রগ রেঞ্জ রাত ১০.০০ ডিসকভারি চ্যানেল

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ সত্য মিথ্যা, দুপুর ২.৩০ সুয়োরানি দুয়োরানি, বিকেল ৫.০০ আসল নকল, রাত ৯.০০ ওগো বধূ সুন্দরী, ১২.০০ শিবপুর
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ আবিষ্কার, দুপুর ১.০০ ক্রিমিনাল, বিকেল ৪.০০ শত্রু, সন্ধে ৭.৩০ লে হালুয়া লে, রাত ১০.৩০ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ সিঁদুর খেলা, বিকেল ৪.২৫ শুধু তোমার জন্য, সন্ধে ৭.১৫ ফাটাফাটি, রাত ৯.৫০ রাবণ
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মানুষ ভূত
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ দেবদাস
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ বিষ্ণু নারায়ণ
জি সিনেমা : দুপুর ১.৩২ হম সাথ সাথ হ্যায়, বিকেল ৫.১৩ ক্র্যাক, রাত ৮.০০ সূর্যবংশী, ১০.৫৬ বস্তর-দ্য নকশাল স্টোরি
অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : বেলা ১১.২৪ প্লেয়ার্স, দুপুর ২.৩২ ওয়েলকাম ব্যাক, বিকেল ৫.১৯ ব্রুস লি-দ্য ফাইটার, রাত ৮.০০ সূর্যবংশী, ১০.৫৬ দাবাং-থ্রি
কালার্স সিনেপ্লেক্স : দুপুর ১.৩২ ম্যায় হুঁ না, বিকেল ৫.১৫ জিৎ, রাত ৮.৩১ কুইন, ১১.২৮ দোস্তানা
মুভিজ নাও এইচডি : দুপুর ১২.২৮ আইস এজ-কন্টিনেন্টাল ড্রিফ্ট, দুপুর ১.৫৪ টুম্ব রেইডার, বিকেল ৩.৫০ এজেন্ট কোডি ব্যাঙ্কস, ৫.২৯ আই রোবট, সন্ধে ৭.১৭ অ্যানাকোন্ডা, রাত ৮.৪৫ স্পিড, ১০.৪০ নাইট অ্যান্ড ডে

শত্রু বিকেল ৪.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

ওগো বধূ সুন্দরী রাত ৯.৩০ জি বাংলা সিনেমা

আজব গজব লভ দুপুর ১.১৫ সোনি ম্যাক্স

আফটার আর্থ রাত ৯.০০ সোনি পিক্স

সিপিএমের সভায় ওপারের শিল্পী

রিমি শীল

কলকাতা, ৩ জানুয়ারি : ধর্মনিরপেক্ষ, সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী নেতা হিসেবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে নজির হিসেবে সামনে আনে সিপিএম। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে দলের ভাবমূর্তি তুলে ধরতে এবার জ্যোতি বসুর প্রয়াণ দিবসকেই বেছে নিল দল। ১৭ জানুয়ারি নিউটাউনে তাঁর নামাঙ্কিত গবেষণাকেন্দ্রের একটি অংশের উদ্বোধন হওয়ার কথা। ওইদিন তাঁর প্রয়াণ দিবসের অনুষ্ঠান পালন করবে সিপিএম। সেখানেই উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশের সংগীতশিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা।

সিপিএমের সাংগঠনিক পরিস্থিতির বেহাল দশা ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে। শনিবার কলকাতা জেলা সম্মেলনের আগে কলকাতা জেলা কমিটির খসড়া প্রতিবেদন সামনে এসেছে। তাতে বস্তি এলাকায় দলের সংগঠন তলানিতে ঠেকেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দলকে আন্দোলনমুখী এবং দলের ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তি জনসমক্ষে আনতে চাইছে সিপিএম। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ওই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের সংগীতশিল্পী উপস্থিত থাকবেন।

শনিবার থেকে শুরু হচ্ছে সিপিএমের কলকাতা জেলা কমিটির সম্মেলন। তার খসড়া প্রতিবেদনে উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার বস্তি এলাকায় সাংগঠনিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। ওই প্রতিবেদনে বিভিন্ন তথ্য পরিসংখ্যান দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, দক্ষিণ কলকাতার কয়েকটি জায়গা ছাড়া দলের ঝান্ডা ধরার মতো কর্মীর অভাব রয়েছে। রাজাবাজার, খিদিরপুর, বন্দর এলাকার মতো সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাতেও দলীয় কর্মীর সংখ্যা তলানিতে ঠেকেছে। একসময় বসতি এলাকা সিপিএমের ঘাঁটি ছিল। ক্রমে তাতে দখল নিয়েছে তৃণমূল। বেলেঘাটা, মানিকতলা, চেতলা, শ্যামবাজার সহ শহর কলকাতার বসতি এলাকাগুলিতে জনসমর্থন কুড়িয়েছে শাসকদল। দক্ষিণ কলকাতায় বিজেপির আধিপত্য রয়েছে। এই ঘটনাগুলি নিয়ে প্রতিবেদনে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। এক একটি এলাকা শাসকদলের নেতাদের নামের ভিত্তিতে চলছে বলেও মেনে নিয়েছে সিপিএম।

বসতি এলাকায় বিশেষ করে নিম্নবিত্ত মানুষের মধ্যে জনসমর্থন হারানোর নেপথ্যে দলীয় সংগঠনের দুর্বলতা এবং দলের নৈতিক পদক্ষেপে ভুল রয়েছে বলেই স্বীকার করছেন তাঁরা। এমনকি দল ক্রমে পুরুষতান্ত্রিক হয়ে উঠছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। তাই মহিলা এবং তরুণদের সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সংগঠনকে চাঙ্গা করতে এবং আন্দোলনমুখী করে তুলতে ইস্যুভিত্তিক পথে নামার কথা বলেছিল সিপিএমের রাজ্য কমিটি। তাতে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে দলের অবস্থান তুলে ধরতে পথে নামার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে জ্যোতি বসুর প্রয়াণের দিনে তাঁর নামাঙ্কিত কর্মসূচিকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম জানান, ওপার বাংলার সঙ্গে এপার বাংলার সুসম্পর্ক রয়েছে। দুই বাংলার মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সকলের মধ্যে রয়েছে। তাই এই নিয়ে যাতে ধর্মীয় মেরুকরণের চেষ্টা না হয় তাই ঐক্যের বার্তা দিতে ওপার বাংলার শিল্পীকে আনা হচ্ছে।

চুল কামিয়ে প্রতিবাদ

কলকাতা, ৩ জানুয়ারি : প্যানেল বাতিলের আশঙ্কায় রাস্তায় নেমেছেন ২০১৬ সালের এসএলএসটি'র প্যানেলে থাকা শিক্ষক-শিক্ষিকারা। শুক্রবার তাঁরা বিকাশ ভবন পর্যন্ত মিছিলও করেন। তার আগে এদিন ধর্মতলায় ওয়াই চ্যানেলে ধর্না মঞ্চে মাথার চুল কামিয়ে, ন্যাড়া হয়ে প্রতিবাদে শামিল হলেন এক আন্দোলনকারী।

এদিন আন্দোলনকারীদের ৭ জনের প্রতিনিধিদল লালবাজারে গিয়েছিল। কিন্তু পুলিশ অবস্থান চালিয়ে যাওয়ার অনুমোদন দেয়নি। প্যানেল বাতিলের আশঙ্কায় তাঁরা বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের সঙ্গেও দেখা করেন। গত ২২ এপ্রিল কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ২০১৬ সালের এসএলএসটি'র যোগ্য, অযোগ্য ১৯ হাজার জনের চাকরি গিয়েছে। হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে তাঁরা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন। আগামী ৭ জানুয়ারি মামলার শুনানি।

আপ-কে ‘আপদ’ বলে কটাক্ষ মোদির

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি : কনকনে শীতের রাজধানীতে ভোটের উত্তাপ ছড়িয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বিধানসভা ভোটের আগে শুক্রবার দিল্লির বাসিন্দাদের জন্য একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন এবং শিলান্যাস করেন মোদি। আর তা করতে গিয়ে আপ সুপ্রিমো এবং তাঁর দলের নেতৃত্বাধীন দিল্লি সরকারের কড়া ভাষায় সমালোচনা করেন তিনি। কেজরিওয়ালের বিলাসবহুল আবাসন নিয়ে কটাক্ষ করতে গিয়ে মোদি বলেন, ‘গোটা

শিশমহল মন্তব্যের জবাবে বৈভবের আস্ফালনের কথা

দেশ জানে, আমি কখনও নিজের জন্য একটি বাড়িও তৈরি করিনি। আমি যদি চাইতাম তাহলে নিজের জন্যও শিশমহল তৈরি করতে পারতাম। কিন্তু গত ১০ বছরে আমি দেশের চার কোটি গরিব পরিবারকে নিজেদের স্বপ্নের বাড়ি তৈরি করে দিয়েছি। আমার একটাই স্বপ্ন। আমার দেশের প্রতিটি নাগরিকের যেন স্থায়ী বাড়ি থাকে।’ এদিন আপ সরকারকে দিল্লির জন্য ‘আপদা’ (বিপর্যয়) বলেও নিশানা করেন নমো। তিনি বলেন, ‘আন্না হাজারেকে সামনে রেখে কিছু কট্টর বেইমান লোক দিল্লিকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছেন। আবগারি দুর্নীতি, স্কুলে দুর্নীতি, নিয়োগে দুর্নীতি। এঁরা দিল্লির উন্নয়নের কথা বলতেন। আপ আপদা হিসেবে দিল্লির মানুষজনের ওপর নেমে এসেছে। এঁরা খোলাখুলিভাবে দুর্নীতি করেন। আবার তা নিয়ে গৌরববোধও করেন ওঁরা। দিল্লির লোকজন আপদার বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছেন।’

প্রধানমন্ত্রীর এই আক্রমণের জবাবে আপ সুপ্রিমোর খোঁচা, ‘যে ব্যক্তি ২৭০০ কোটি টাকার বাড়িতে বাস করেন, ৮৪০০ কোটি টাকার উড়োজাহাজে ভ্রমণ করেন এবং ১০ লাখি সুট পরেন, তাঁর মুখে শিশমহলের কথা মানায় না।’ গরিবদের জন্য বাড়ি তৈরির ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের আন্তরিকতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন কেজরি।

আন্না হাজারেকে সামনে রেখে কিছু কট্টর বেইমান লোক দিল্লিকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছেন। আবগারি দুর্নীতি, স্কুলে দুর্নীতি, নিয়োগে দুর্নীতি। আপ আপদা হিসেবে দিল্লির মানুষজনের ওপর নেমে এসেছে।

নরেন্দ্র মোদি

যে ব্যক্তি ২৭০০ কোটি টাকার বাড়িতে বাস করেন, ৮৪০০ কোটি টাকার উড়োজাহাজে ভ্রমণ করেন এবং ১০ লাখি সুট পরেন, তাঁর মুখে শিশমহলের কথা মানায় না।

অরবিন্দ কেজরিওয়াল

রীতিমতো পরিসংখ্যান তুলে ধরে পাঁচ বছর আগে বিজেপির নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি নিয়ে তোপ দাগেন তিনি। আপ সুপ্রিমোর কথায়, ‘২০২০ সালে প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ২০২২ সালের মধ্যে দিল্লির সবাইকে পাকা বাড়ি দেবেন। ২০২৫ সালে এসে তিনি মাত্র ১৭০০ বাড়ি তৈরি করতে সমর্থ হয়েছেন। এর আগে কালকাজিতে ৩ হাজার বাড়ির চাবি তুলে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ পাঁচ বছরে মাত্র ৪৭০০টি বাড়ি তৈরি করতে পেরেছেন তিনি।’ এরপরই কেজরির তোপ, ‘দিল্লিতে ৪ লক্ষ ঝুপড়ি রয়েছে। ১৫ লক্ষ মানুষের পাকা বাড়ির প্রয়োজন। কিন্তু বিজেপির ইস্তাহার দেখে মনে হবে ওরা ৫ নয়, ২০০ বছরের জন্য ইস্তাহার তৈরি করেছে। ৪৩ মিনিটের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী ৩৯ মিনিট ধরে উনি শুধু দিল্লির মানুষ এবং তাঁদের ভোটে নির্বাচিত সরকারকে গালাগালি দিয়েছেন। আমি গত ১০ বছরে দিল্লির জন্য যা যা কাজ করেছি তার কথা বলতে গেলে তিনঘণ্টা সময় লেগে যাবে। উনি যদি কাজ করতেন তাহলে গালি দিতে হত না। যাঁরা কাজ করেন তাঁরা গালি দেন না।’ কেজরি বলেন, ‘বিপর্যয় দিল্লিতে নয়, বিজেপিতে রয়েছে। কারণ, বিজেপিতে কোনও মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী নেই। বিজেপির কোনও ন্যারেটিভ নেই। এবং দিল্লির ভোটে বিজেপির কোনও অ্যাজেন্ডাও নেই।’

এদিন জেলারওয়ালা বাগে স্বাভিমান অ্যাপার্টমেন্ট এবং স্লাম রিহ্যাবিলিটেশন প্রোজেক্টের সূচনা করেন মোদি। অশোক বিহারে আর্থিকভাবে অসচ্ছল মানুষদের জন্য ১৬৭৫টি নতুন ফ্ল্যাটেরও উদ্বোধন করেন তিনি। এর পাশাপাশি নজফগড়ের রোশনপুরায় বীর সাভারকার কলেজ সহ তিনটি নতুন কলেজের শিলান্যাস করেন মোদি। তা নিয়েও কটাক্ষ করেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘আপনার ১০ বছর সময় লেগে গেল তিনটি কলেজের শিলান্যাস করতে। এই ১০ বছরে আমরা ২২ হাজার নতুন ক্লাসরুম, ৩টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, ৬টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, ১১টি নতুন ভোকেশনাল কলেজ তৈরি করে দিয়েছি। আমরা কাজ করার সরকার। আমরা শিলান্যাস করার সরকার নই।’ জরুরি অবস্থার সময় তিনি কীভাবে অশোক বিহারে দিন কাটাতেন এদিন সেই স্মৃতিচারণাও করেন মোদি।

চিনে নয়া ভাইরাস, হাসপাতালে ভিড়

কোভিডের দোসরে ‘ভয় নেই’ ভারতের

বেজিং ও নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি : চিনে কি কোভিডের মতো নতুন কোনও ভাইরাস ঘাঁটি গেড়েছে? এই প্রশ্নেই এখন শোরগোল শুরু হয়েছে সমাজমাধ্যমে। সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একাধিক ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, চিনের বিভিন্ন হাসপাতালে রোগীদের থিকথিকে ভিড়। ওই ভিডিওগুলিতে দাবি করা হয়েছে, রোগীদের প্রায় প্রত্যেকেই হিউম্যান মেটানিউমোভাইরাস (এইচএমপিভি)-তে সংক্রামিত।

অবশ্য চিনের স্বাস্থ্য বিভাগ এখনও এইচএমপিভি-কে মহামারি হিসেবে ঘোষণা করেনি। গত ডিসেম্বরে তারা কেবল অজানা জীবাণু মোকাবিলায় একটি নির্দেশিকার কথা জানিয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল, চিনে নিউমোনিয়া রোগ এবং তার অজানা উৎস সম্পর্কে একটি রুটিন নজরদারি চালানো হচ্ছে। শীতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়ে বলেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সমাজমাধ্যম ব্যবহারকারীদের একাংশের দাবি, চিনে ইনফ্লুয়েঞ্জা এ, এইচএমপিভি, মাইক্রোপ্লাজমা নিউমোনিয়া এবং কোভিড ১৯— এই সব ভাইরাস ফের মাথাচাড়া দিয়েছে। ফলে রোগীদের ভিড়ে ‘ঠাঁই নাই’ পরিস্থিতি হাসপাতালগুলিতে। এমনও বলা হয়েছে, ভাইরাসে কাবু হচ্ছেন মূলত শিশু এবং প্রবীণরা।

এইচএমপিভি ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব নিয়ে ভারতের কি চিন্তিত হওয়া উচিত? এই বিষয়ে দিল্লি মেডিকেল কাউন্সিলের সভাপতি ডা. অরুণ গুপ্ত জানান, এইচএমপিভি-র লক্ষণগুলি কোভিড-১৯-এর মতোই এবং এর ওপর সতর্ক নজর রাখা প্রয়োজন তো বটেই। তবে এ নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ

নেই। তাঁর কথায়, ‘এইচএমপিভি-র লক্ষণ বেশিরভাগই কোভিড-১৯-এর মতো। এখন পর্যন্ত এই সংক্রমণের ঘটনা কেবল চিনে পাওয়া গিয়েছে। তাই এটি এখনই উদ্বেগের কারণ নয়। তবে নজরদারি চালিয়ে যেতে হবে।’ তিনি আরও বলেন, কোভিড-১৯ এবং এইচএমপিভি-র উপসর্গগুলির মধ্যে তেমন পার্থক্য না থাকলেও ভাইরাস দুটির পার্থক্য নির্ণয় করতে হলে বিস্তারিত ল্যাবরেটরি পরীক্ষা প্রয়োজন।

একই কথা জানিয়েছেন, ডিরেক্টরেট জেনারেল অব হেলথ সার্ভিসেস (ডিজিএইচএস)-এর ডা. অতুল গয়াল। তিনি বলেন, ‘সর্দি-কাশি হয় যে ধরনের ভাইরাসে, এইচএমপিভিও সেই ধরনেরই একটি ভাইরাস। এ নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই।’ শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত সতর্কতা মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন গয়াল।

জাতীয় রোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র (এনসিডিসি) জানিয়েছে, তারা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে এবং পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। সংস্থার বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘আমরা পরিস্থিতির নজরে রাখছি, তথ্য যাচাই করছি এবং প্রয়োজনে আপডেট জানাব।’

ছড়িয়ে পড়া ভিডিও দেখে অনেকেই ফের কোভিড মহামারির মতো কোনও মারণ ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করছেন। ২০২০ সালের গোড়া থেকে বিশ্ব জুড়ে হু হু করে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছিল। অনেকেরই অনুমান, কোভিড মহামারির উৎস চিনের উহান শহর। যদিও ওই মহামারির উৎস সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায়নি।

কোভিডের সঙ্গে এর অনেক ক্ষেত্রেই মিল রয়েছে। এটিও হাঁচি-কাশির মাধ্যমে সংক্রামিত ব্যক্তির থেকে অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। রোগীর ব্যবহৃত জিনিসের সংস্পর্শে এলেও এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

■ **এইচএমপিভি কী :** হিউম্যান মেটানিউমোভাইরাস (এইচএমপিভি) সংক্রামিত হলে ঠান্ডা লাগার মতো উপসর্গ হয়। কাশি, নাক দিয়ে জল পড়া বা গলা ব্যথা দেখা যায়। কিন্তু শিশু, বয়স্ক ও দুর্বল রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতার ব্যক্তিদের জন্য এটি মারাত্মক হতে পারে।

■ **রোগের লক্ষণ :** কাশি, নাক দিয়ে জল পড়া, গলা ব্যথা। নিউমোনিয়া বা শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা হতে পারে। দীর্ঘমেয়াদি রোগ যেমন সিওপিডি বা হাঁপানি থাকলে শারীরিক অবস্থা আরও খারাপ করতে পারে।

■ **প্রতিরোধের উপায় :** সাবান ও জলে নিয়মিত হাত ধোয়া। চোখ, নাক বা মুখে অস্বচ্ছ হাত স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকা। অসুস্থ ব্যক্তিদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা। ঠান্ডা লাগার ধাত থাকলে মাস্ক পরা।

■ **চিকিৎসা ও টিকা :** এইচএমপিভি-র কোনও নির্দিষ্ট চিকিৎসা বা টিকা এখনও নেই। সাধারণত লক্ষণ অনুযায়ী উপশমের চিকিৎসা করা হয়।

■ **এইচএমপিভি কি নতুন মহামারি হতে পারে :** সমাজমাধ্যমে এ নিয়ে অনেক দাবি থাকলেও চিনের স্বাস্থ্য বিভাগ এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনও জরুরি ঘোষণা করেনি। আতঙ্কের নয় বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারও। তবে সচেতনতা ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এই ভাইরাস মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

মনমোহনের স্মরণসভায় সোনিয়া গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়গে। পাশে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী। নয়াদিল্লি।

মনমোহনের স্মরণসভার দিনই সাভারকর কলেজ

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি : সদ্যপ্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংয়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শুক্রবার তাঁর বাসভবনে অখণ্ড পাঠ আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারি, সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি এবং কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে প্রমুখ। প্রয়াত নেতার বিধবা পত্নী গুরশরন কৌরের সঙ্গেও কথা বলেন সোনিয়া। পরে রাকিবগঞ্জ সাহিব গুরদোয়ারাতে প্রয়াত নেতার স্মৃতির উদ্দেশ্যে আরও একটি প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেও সোনিয়া এবং খাড়গে উপস্থিত ছিলেন।

২৬ ডিসেম্বর ৯২ বছর বয়সে প্রয়াত হন মনমোহন সিং। এদিন নয়াদিল্লিতে বীর সাভারকারের নামে একটি নতুন কলেজের শিলান্যাস করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন এনএসইউআই ওই কলেজটি ড. মনমোহন সিংয়ের নামে করার প্রস্তাব দিয়েছে। তাদের বক্তব্য, মনমোহন সিং একাধিক আইআইটি, আইআইএম, এইমস তৈরি, কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন তৈরি করেছিলেন। তাঁর নামে নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নামকরণ হলে তাঁকে সম্মান জানানো হবে। তাঁর নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরিরও দাবি তুলেছে এনএসইউআই। যদিও বিজেপির দিল্লি শাখার সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা বলেন, ‘কংগ্রেস শুধু তাদের নেতাদেরই সম্মান করতে জানে। বীর সাভারকার একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় যদি তাঁর নামে একটি কলেজ তৈরি করে তাহলে আমরা তাকে সমর্থন করব।’

বাধার মুখে বানচাল ইউনের গ্রেপ্তারি

সিওল, ৩ জানুয়ারি : ক্ষমতার অপব্যবহার ও বিদ্রোহ উসকে দেওয়ার অভিযোগে দক্ষিণ কোরিয়ার সাময়িকভাবে বরখাস্ত হওয়া প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইওলকে শুক্রবার গ্রেপ্তারের চেষ্টা বানচাল হল।

ইউনকে গ্রেপ্তারে গিয়েছিলেন করাপসন ইনভেস্টিগেশন অফিস (সিআইও)-এর কর্মকর্তাদের সঙ্গে দক্ষিণ কোরিয়ার পুলিশ। তাঁরা বাসভবন প্রাঙ্গণে ঢুকতে পারলেও ইউনকে গ্রেপ্তার করতে পারেননি। তাঁর গ্রেপ্তারিতে বাধা দিয়েছে বরখাস্ত প্রেসিডেন্টের অনুগত প্রাসাদ রক্ষীবাহিনী (প্রেসিডেন্সিয়াল গার্ড) ও প্রেসিডেন্টভবনের বাইরে জড় হওয়া ইউন অনুগতরা।

এদিন সকাল থেকে ইউনের বাসভবনের সামনে প্রেসিডেন্সিয়াল গার্ডের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিলেন শতাধিক পুলিশকর্মী। এদিকে প্রাসাদের বাইরে বরখাস্ত প্রেসিডেন্টের অনুগত জনতার সামনে মানব প্রাচীর তৈরি করেছিল সেনাবাহিনী। যার জেরে গোটা এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। দু’পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ এড়াতে তথা পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে নিরাপত্তার কারণেই ইউন সুক ইওলকে গ্রেপ্তার করা হয়নি বলে জানিয়েছেন দক্ষিণ কোরিয়া কর্তৃপক্ষ।

ক্ষমতার অপব্যবহার ও বিদ্রোহ উসকানোর অভিযোগের ভিত্তিতেই ইউনের বিরুদ্ধে সমন জারি করা হয়। বার বার বলা সত্ত্বেও তিনি তদন্তকারীদের

সামনে উপস্থিত না হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে দক্ষিণ কোরিয়া। প্রেসিডেন্টের আইনজীবী গ্রেপ্তারের পদক্ষেপকে অবৈধ বলেছেন। ইউনের নিজের দল পিপল পাওয়ার পার্টির নেতারাও পুলিশ ও তদন্তকারীদের গ্রেপ্তারের প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। দক্ষিণ কোরিয়া উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের দুর্নীতির তদন্ত করে থাকে সিআইও।

বাইডেনের স্ত্রীকে সবচেয়ে দামি উপহার নরেন্দ্র মোদির

ওয়াশিংটন, ৩ জানুয়ারি : এ মাসেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট পদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে বাইডেনের। হোয়াইট হাউস ছাড়ার আগে বিশ্বনেতাদের কাছ থেকে পাওয়া উপহারের তালিকা প্রকাশ করেছেন বাইডেন ও তাঁর স্ত্রী। তাতে দেখা গিয়েছে ফার্স্ট লেডি জিলকে দেওয়া সবচেয়ে মূল্যবান উপহারটি হল ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দেওয়া হিরে। ২০ হাজার ডলারের সাড়ে সাত ক্যারটের হিরেটি আর্থিক মূল্যে সবার উপরে। মোদি ২০২৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়েছিলেন। তিনি তখন বাইডেন জায়াকে উপহারটি দেন। জিল কিন্তু হিরেটি ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করতে পারবেন না। বিদেশি রাষ্ট্রনেতাদের উপহার রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি। মোদির দেওয়া হিরে হোয়াইট হাউসের ইস্ট উইংয়ে রাখা থাকবে।

উদ্ধব সেনার দেবেন্দ্র প্রশস্তিতে গুঞ্জন

মুম্বই, ৩ জানুয়ারি : মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে এখন হঠাৎই ‘ফিল গুড’ হাওয়া শুরু হয়েছে। এনসিপির শারদ পাওয়ার এবং অজিত পাওয়ারের গোষ্ঠীর মধ্যে সংযুক্তির জল্পনার মধ্যেই শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন শিবসেনা (ইউবিটি)-র সাংসদ সঞ্জয় রাউত। গড়চিরৌলিতে ১১ জন মাওবাদী মুখ্যমন্ত্রীর সামনে আত্মসমর্পণ করে। বিনা রক্তপাতে মাওবাদীদের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রয়াসকে সাধুবাদ জানিয়েছেন রাউত।

তিনি বলেন, ‘সরকার একটি ভালো কাজ করেছে বলেই আমরা তার প্রশংসা করেছি। মাওবাদীরা যদি আত্মসমর্পণ করে সংবিধানের পথ বেছে নেয়, তাহলে আমরা তাকে স্বাগত জানাব। আমরা অতীতে ফড়নবিশের সঙ্গে কাজ করেছি। গড়চিরৌলির জন্য উনি যে উদ্যোগ নিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।’ উদ্ধব শিবিরের নেতার এহেন মন্তব্যের মধ্যে বিজেপির সঙ্গে তাদের সমীকরণ নিয়ে নতুন করে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। মহাবিকাশ আঘাড়িতে কংগ্রেসের সঙ্গে শিবসেনা (ইউবিটি)-র সম্পর্ক বিধানসভা ভোটের পর থেকে খুব একটা মসৃণ নয়। অন্যদিকে দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি না পাওয়ায় মহাযুতিতে বিজেপির সঙ্গে একনাথ শিন্ডের মনোমালিন্য চরমে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে বিজেপি-উদ্ধব পুরোনো জোট সম্পর্কে জোড়াতালি দেওয়া হবে কি না, তা নিয়ে মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে জল্পনা শুরু হয়েছে।

এদিন শিন্ডের নাম না করে খোঁচা দিয়েছেন রাউত। তিনি বলেন, ‘মহারাষ্ট্রে যা হয়েছে সেটা আগের আমলের অভিভাবক মন্ত্রীও করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে উনি কিছু এজেন্ট নিয়োগ করেছিলেন এবং তোলা আদায় করেছিলেন। তাতেও মাওবাদী কার্যকলাপ মাথাচাড়া দিয়েছে। আমরা দেবেন্দ্র ফড়নবিশের সঙ্গে কাজ করেছি। সেই সম্পর্ক এখনও রয়েছে।’ বিজেপির সবথেকে পুরোনো শরিক শিবসেনা ২০১৯ সালে গাঁটছড়া ভেঙে বেরিয়ে আসে। বৃহস্পতিবার গড়চিরৌলিতে ১১ জন মাওবাদী ফড়নবিশের সামনে আত্মসমর্পণ করে। রাউত বলেন, গড়চিরৌলির মতো একটি জেলা যদি উন্নত হয় তাহলে তা গোটা রাজ্যের জন্য ভালো।

জঙ্গিদের কাছে ক্ষমা চাইনি, দাবি বীরেনের

ইম্ফল, ৩ জানুয়ারি : ২০২৪ সালের একেবারে শেষলগ্নে এসে মণিপুর হিংসার জন্য ক্ষমা চেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং। তা নিয়ে কংগ্রেসের আক্রমণের মুখেও পড়তে হয়েছে তাঁকে। শুক্রবার এই নিয়ে বিরোধীদের সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে বীরেন বলেন, ‘আমি মোটেই জঙ্গিদের কাছে ক্ষমা চাইনি।’ তাঁর কথায়, ‘যাঁরা আমার বিবৃতির মধ্যে রাজনীতি খুঁজছেন তাঁরা চাইছেন অশান্তি থাকুক। বিরোধীদের কোনও মতাদর্শ নেই। আমি যা বলেছি সেটা দুঃখ এবং কষ্ট থেকে বলেছি। যাঁরা নিজেদের প্রিয়জনকে হারিয়েছেন আমি তাঁদের কাছে ক্ষমা চেয়েছি। জঙ্গিদের কাছে কেন ক্ষমা চাইব? আমি সেই সমস্ত নিরপরাধ মানুষগুলির কাছে ক্ষমা চেয়েছি, যাঁরা ভিটেচ্যুত হয়েছেন।’

এদিন মণিপুরের ১৯তম রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব অর্জুন ভাল্লার। শুক্রবার ইম্ফলের রাজভবনে তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান মণিপুর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি কৃষ্ণকুমার।

হামাসের সঙ্গে আলোচনার আগে গাজায় হানা ইজরায়েলের

জেরুজালেম, ৩ জানুয়ারি : গাজায় স্থায়ী যুদ্ধবিরতির লক্ষ্যে হামাসের সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজি হয়েছে ইজরায়েল। সম্প্রতি একথা জানান ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। হামাস নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করতে শুক্রবার কাতার উড়ে গিয়েছে ইজরায়েলের প্রতিনিধি দল। আর এদিনই গাজার ওপর নতুন করে হামলা শুরু করেছে নেতানিয়াহুর সেনারা। প্যালেস্তিনীয় জনপদের দেইর-আল-বালা অঞ্চলটি ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ভেঙে পড়েছে অগুনতি বাড়িঘর। কয়েকহাজার মানুষ গৃহহীন হয়েছেন। ওই এলাকায় অবস্থিত একটি শরণার্থী শিবিরেও হামলা হয়েছে বলে গাজা প্রশাসন জানিয়েছে। মৃত্যু হয়েছে ৩ শিশু সহ ১০ জনের। নিহতদের মধ্যে ২ জন স্থানীয় পুলিশকর্তাও রয়েছেন বলে খবর।

ইজরায়েলি সেনার দাবি, হামাসের হয়ে কাজ করছিলেন গাজার ওই পুলিশ আধিকারিকরা। ইজরায়েলি সেনা অভিযান সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হামাসের সশস্ত্র শাখার কাছে পৌঁছে দিচ্ছিলেন তাঁরা। এদিকে সিরিয়ায় মাটির নীচে অবস্থিত একটি ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির কারখানাতেও হানা দিয়েছে ইজরায়েলের কমান্ড বাহিনী। স্থানটিকে পুরোপুরি ধ্বংস করা হয়েছে। ৮ সেপ্টেম্বর হওয়া ওই অভিযানের বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে শুক্রবার।

শান্তি আলোচনা শুরু করার আগে হামাসের ওপর চাপ বজায় রাখতেই ইজরায়েল গাজায় হামলার তীব্রতা বাড়িয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সিরিয়ায় সদ্য ক্ষমতায় আসা আইএসপন্থী জঙ্গি সংগঠনের ক্ষেত্রেও একই কৌশল নিয়েছে তারা। কূটনৈতিক মহলের মতে, হামাস ছাড়াও হিজবুল্লা, হুতি, সিরিয়া ও ইরানের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছে ইজরায়েল। কৌশলগত

সিরিয়ায় ক্ষেপণাস্ত্র কারখানায় কমান্ড অভিযান

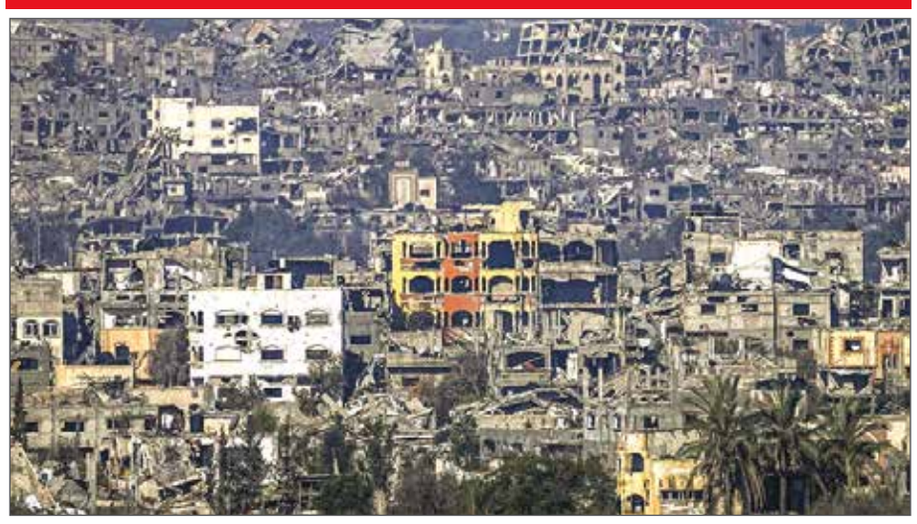

কারণে একসঙ্গে ৫টি ফ্রন্টে যুদ্ধে জড়াতে চাইছেন না নেতানিয়াহু। সেই কারণে হামাসের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে চাইছেন তিনি। এদিকে গাজায় হামাস, ইয়েমেনে হুতি এবং লেবাননে হিজবুল্লা জঙ্গিদের অনেকটাই কোণঠাসা করতে পেরেছে ইজরায়েলি সেনা। প্রেসিডেন্ট বাসার-আল-আসাদের পতনের পর তাদের নজর সিরিয়ার দিকে কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

আইসিসের অনুগত জঙ্গিরা সিরিয়ায় সরকার গঠন করেছে। এর ফলে মধ্যপ্রাচ্যে আইসিস ও আল কায়দার নতুন করে মাথাচাড়া দেওয়ার সম্ভাবনা বেড়েছে। স্বাভাবিকভাবে সিরিয়া সীমান্ত নিয়ে ইজরায়েলের উদ্বেগ বেড়েছে। সিরিয়া-ইজরায়েল সীমান্তে বাফার স্টেট ও গোলান হাইট দখলের পরেও যে উদ্বেগ কমেনি। কয়েকদিন ধরে সিরিয়ার বিভিন্ন জায়গায় জঙ্গিঘাঁটি ও সিরিয়া সেনার অস্ত্রভাণ্ডার লক্ষ্য করে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইজরায়েল। শুক্রবার তারা সেপ্টেম্বর মাসে হওয়া কমান্ড অভিযানের তথ্য প্রকাশ করেছে। পশ্চিম সিরিয়ার মাসিয়াফ এলাকায় মাটির নীচে গড়ে উঠেছিল ‘ডিপ লেয়ার’ নামের ওই কারখানাটি।

ইজরায়েলি সেনার এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, ইরানের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় কারখানাটি তৈরি হয়েছিল। এখানে তৈরি হওয়া ক্ষেপণাস্ত্র সিরীয় সেনার পাশাপাশি হিজবুল্লা জঙ্গিরা ব্যবহার করত বলে তাঁর দাবি। কারখানা ধ্বংসের বিবরণ ও ছবি প্রকাশ করে ইজরায়েলি বাহিনী জানিয়েছে, গত ৮ সেপ্টেম্বর কারখানায় অভিযান চালিয়েছিলেন তাদের ১২০ জন কমান্ডো। মাত্র ৩ ঘণ্টার মধ্যে কেন্দ্রটিকে ধ্বংস করা হয়েছিল। ‘অপারেশন মেনি ওয়েজ’ নামে সেই অভিযানে কোনও কমান্ডারের গায়ে আঁচড়ও লাগেনি বলে ইজরায়েলের দাবি।

চিনের মানচিত্রে লাদাখের অংশ

মুইজুকে সরানোর চেষ্টার খবর ভুয়ো, দাবি বিদেশমন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি : দিনকয়েক আগে লাদাখ সহ প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার (এলএসি) একাংশ থেকে সেনা প্রত্যাহারের ব্যাপারে একমত হয়েছিল ভারত ও চিন। সেইমতো সেনা সরিয়ে নিতে শুরু করেছে দু'পক্ষ। কিন্তু ভারত-চিন সীমান্ত উত্তেজনা প্রশমনের আগেই পরিস্থিতি ফের জটিল হতে শুরু করেছে। এবারও প্ররোচনা এসেছে এলএসির ওপার থেকেই।

ভারতের-লাদাখ অঞ্চলকে নিয়ে ২টি নতুন কাউন্টি তৈরির কথা ঘোষণা করেছে চিন। শি জিনপিং সরকারের এহেন পদক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করেছে ভারত। শুক্রবার বিদেশমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে কোনওরকম আপস করবে না ভারত। কূটনৈতিক স্তরে বেজিংকে সেই বার্তা দেওয়া হবে। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'চিন তাদের হোটান প্রদেশে ২টি নতুন কাউন্টিকে যুক্ত করেছে। ওই কাউন্টিগুলির একাংশ ভারতের লাদাখের অন্তর্ভুক্ত। চিনের এই আগ্রাসনের চেষ্টা আমরা কখনই বরদাস্ত করব না। ওরা নতুন কাউন্টি তৈরি করলেও ভারতের অবস্থানে ন্যূনতম বদলের সম্ভাবনা নেই। লাদাখের ওই অংশটি আমাদের ছিল, আমাদের আছে এবং আমাদেরই থাকবে।'

২০২০-র ১৫ জুন গালওয়ান উপত্যকায় ভারতীয় ও চিনা ফৌজের মধ্যে রক্তাক্ত সংঘর্ষে দু'পক্ষের বেশ কয়েকজন জওয়ান এবং আধিকারিক হতাহত হয়েছিলেন। এর জেরে এলএসি জুড়ে বিপুল সেনা মোতায়েন করেছিল দুই দেশ। লাদাখের প্যাংগং, ডেমচেক, ডেপসাম এলাকায় ৪ বছর ধরে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল ভারত-চিনের বাহিনী। সম্প্রতি তারা শিবিরে ফিরে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে চিনের নতুন কাউন্টি ঘোষণা ভারতের ওপর চাপ বজায় রাখার চেষ্টা বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল। তবে তাইওয়ান ও মঙ্গোলিয়ার উপর চিনের চাপের কূটনীতি যেভাবে কাজে এসেছে ভারতের মতো সামরিক শক্তিধর দেশের ক্ষেত্রে, তা কাজে আসা কঠিন বলে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

এদিন চিনের পাশাপাশি মালদ্বীপ নিয়েও বয়ান জারি করেছে বিদেশমন্ত্রক। কিছুদিন আগে মার্কিন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে দাবি করা হয়েছিল, প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ মুইজুকে সরাতে নাকি ভারত সরকারের সাহায্য চেয়েছিল মালদ্বীপের বিরোধী দল। তাদের পরিকল্পনা ছিল মালদ্বীপের শাসকদল পিপলস ন্যাশনাল কংগ্রেসের সংসদীয় দলে ভাঙন ধরানো। এজন্য ৪০ জন পার্লামেন্ট সদস্যকে ঘুষ দেওয়ার জন্য ভারতের কাছ থেকে ৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলেন সেখানকার বিরোধী নেতারা। যদিও ভারত সায় না দেওয়ায় সেই পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হয়নি। খবরের সত্যতা অস্বীকার করেছেন দ্বীপদেশের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট তথা বিরোধী নেতা মহম্মদ নাসির। তিনি বলেন, 'মুইজুকে সরানোর চেষ্টার দাবি ভিত্তিহীন। কারণ, ভারত কখনই এই ধরনের উদ্যোগকে সমর্থন করে না। ওরা মালদ্বীপে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বজায় রাখার পক্ষপাতী।' এবার একই কথা জানিয়েছে ভারতও। বিদেশমন্ত্রকের তরফে রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্র এবং সাংবাদিক উভয়েই ভারতের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন বলে মনে হচ্ছে। আপনারা লক্ষ করলেই ওঁদের কাজের ধরন আঁচ করতে পারবেন। আপনারাই ওঁদের বিশ্বাসযোগ্যতার বিচার করুন।'

পাকিস্তান প্রশ্নেও পুরোনো অবস্থান বজায় রাখার কথা জানিয়েছেন জয়সওয়াল। চলতি সপ্তাহের শুরুতে পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী ইসক দার ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার বার্তা দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ট্যাঙ্গো নৃত্যের জন্য দু'জনের প্রয়োজন হয়।' সেই কথার রেশ ধরে ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র বলেন, 'টি (ট্যাঙ্গোর আদ্যক্ষর) শব্দটি এখন টেরোরিজম (সন্ত্রাসবাদ)-এর ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক, ট্যাঙ্গো নয়।'

রণধীর জয়সওয়ালের বিবৃতি

১ চিন তাদের হোটান প্রদেশে ২টি নতুন কাউন্টিকে যুক্ত করেছে। ওই কাউন্টিগুলির একাংশ ভারতের লাদাখের অন্তর্ভুক্ত। চিনের এই আগ্রাসনের চেষ্টা আমরা কখনোই বরদাস্ত করব না। ওরা নতুন কাউন্টি তৈরি করলেও ভারতের অবস্থানে ন্যূনতম বদলের সম্ভাবনা নেই। লাদাখের ওই অংশটি আমাদের ছিল, আমাদের আছে এবং আমাদেরই থাকবে।

২ মুইজুকে সরানোর চেষ্টার দাবি ভিত্তিহীন। কারণ, ভারত কখনোই এই ধরনের উদ্যোগকে সমর্থন করে না। ওরা মালদ্বীপে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বজায় রাখার পক্ষপাতী।

ইডির দীর্ঘ জেরায় রুষ্ট সুপ্রিম কোর্ট

রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি : মোদি জমানায় বিরোধী শিবিরের কাছে বিভীষিকার অপর নাম এখন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। বারবার অভিযোগ উঠেছে, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধীদের বিরুদ্ধে ইডিকে লেলিয়ে দিয়েছে। ইডির কাজকর্ম এবং তদন্ত নিয়ে বিরোধী শিবিরের অভিযোগ নতুন নয়। কিন্তু এবার সুপ্রিম কোর্টও এই কেন্দ্রীয় এজেন্সির কাজকর্ম নিয়ে রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করল। তাদের জেরা করার ধরন নিয়ে বড়সড়ো প্রশ্ন তুলল শীর্ষ আদালত। হরিয়ানার প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক সুরেন্দর পানওয়ারকে দীর্ঘ ১৫ ঘণ্টা ধরে ইডি জেরা করেছিল। তাদের সেই কাজকে স্বেচ্ছাচারিতা এবং অমানবিক আচরণ বলে আখ্যা দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অভয় এস ওকা এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মসিহের বেঞ্চ। পাশাপাশি ওই নেতার গ্রেপ্তারিকে বেআইনি বলেও নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

বিচারপতিরা ইডিকে বলেছেন, 'ওই মামলাটি মোটেও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত নয়। বরং বেআইনি বালি খননের সঙ্গে যুক্ত। এই ধরনের মামলায় একজন মানুষের সঙ্গে এমন আচরণ করা যায় না। আপনারা ওই ব্যক্তিকে কার্যত বিবৃতি দিতে বাধ্য করেছেন।' বেআইনি খনি মামলায় ওই কংগ্রেস বিধায়কের ১২২ কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি।

গত সেপ্টেম্বরে পানওয়ারকে ইডি দপ্তরে তলব করা হয়েছিল। প্রায় ১৫ ঘণ্টা ধরে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। এর আগে পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট ওই কংগ্রেস নেতার গ্রেপ্তারিকে বেআইনি বলে জানিয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টও সেই নির্দেশ বহাল রেখেছিল। ঘটনা হচ্ছে, এর আগে বিভিন্ন বিরোধী নেতানেত্রীকে যখন ইডি তলব করেছিল তাঁদেরও একইভাবে দীর্ঘক্ষণ বসিয়ে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে দীর্ঘ ৫৫ ঘণ্টা জেরা করেছিল ইডি। আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়দেরও বিভিন্ন অভিযোগে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত জেরা করা হয়েছিল। যদিও কোনও জেরাতেই কিছু উদ্ধার করতে পারেনি ইডি।

ছোটা রাজনের শাগরেদ গ্রেপ্তার

মুম্বই, ৩ জানুয়ারি : সাংবাদিক জ্যোতির্ময় দে'র হত্যাকারী গ্যাংস্টার ছোটা রাজন যাবজ্জীবনের সাজা পায়। ২০১১ সাল থেকে সে কারাগারে। তার বিশ্বস্ত অনুচর রাজু বিকন্য ওরফে বিলাস বলরাম পাওয়ার ৩২ বছর পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বেরিয়ে এবার গ্রেপ্তার হল। শুক্রবার মুম্বই পুলিশ চেম্বুর থেকে তাকে গ্রেপ্তার করেছে। খুন, অপহরণ, লুঠতরাজ, বেআইনিভাবে অস্ত্র রাখা-ইত্যাদি বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

মুম্বই পুলিশ তাকে হন্যে হয়ে খুঁজেছে। কয়েক দশক ধরে পুলিশের চেষ্টা এদিন সাফল্যের মুখ দেখায় পুলিশমহল খুশি। এদিনই তাকে আদালতে তোলার কথা। বৃহস্পতিবার চেম্বুরে রাজু বিকন্যকে দেখা গিয়েছে বলে পুলিশের কাছে খবর আসে। কালক্ষেপ না করে পুলিশ অভিযানে নামে। রাজু কীভাবে পুলিশের চোখ এড়িয়ে গিয়েছে তা জানতে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

কুয়াশায় ঢাকল উত্তর ভারত

বাতিল ২০০ উড়ান, বিপর্যস্ত রেল চলাচল

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি : হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস সত্যি করে জাঁকিয়ে শীত পড়েছে গোটা উত্তর ভারতে। ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়েছে এখানকার সব রাজ্য। বিপর্যস্ত দিল্লির স্বাভাবিক জনজীবন। প্রভাব পড়েছে উড়ান ও রেল পরিষেবায়। রাস্তায় বেড়েছে যানজট। আগামী কয়েকদিন এই পরিস্থিতি বজায় থাকবে বলে আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে। শুক্রবার রাজধানী শহরের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে ১৬ ডিগ্রি এবং ৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শুধু দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরেই ২০০-র বেশি উড়ান বাতিল করা হয়েছে। বিমানবন্দর সূত্রে খবর, কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা প্রায় শূন্যে নেমে গিয়েছে। নিরাপত্তার কারণে স্পাইসজেট, ইন্ডিগো ও এয়ার ইন্ডিয়া সহ অধিকাংশ সংস্থার বিমানের ওঠা-নামা বন্ধ রাখা হয়েছে। একই কথা জানানো হয়েছে রেলের তরফেও। দিল্লিগামী ২৪টি দূরপাল্লার ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। দেরিতে চলছে শতাধিক ট্রেন। অযোধ্যা এক্সপ্রেস প্রায় ৪ ঘণ্টা, বিহার ক্রান্তি এক্সপ্রেস ও শ্রমশক্তি এক্সপ্রেস ৩ ঘণ্টা করে এবং গোরক্ষধাম এক্সপ্রেস ২ ঘণ্টা দেরিতে চলছে। কয়েকটি ট্রেনের রুট পরিবর্তন করা হয়েছে। কুয়াশার কারণে ট্রেন চালকদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে রেল কর্তৃপক্ষের তরফে।

আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণে এবার তীব্র শীতের অনুভূতি পেতে কিছুটা দেরি হয়েছে। বড়দিনের পর ঝঞ্ঝা কেটে যাওয়ায় তাপমাত্রার পারদ নামতে শুরু করেছে। আরও অন্তত একসপ্তাহ উত্তর ভারতের অধিকাংশ রাজ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রির নীচে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতেও তাপমাত্রা একধাক্কায় কয়েক ডিগ্রি সেলসিয়াস নেমে গিয়েছে। এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। জলপাইগুড়িতে তা ৯.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে গিয়েছে। কুয়াশার কারণে উড়ান ও রেল পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে অসমেও। লখনউ, অমৃতসরের পাশাপাশি গুয়াহাটিতে সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর।

একনজরে

- দিল্লির সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ১৬ ডিগ্রি এবং ৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস
- ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ২০০-র বেশি উড়ান বাতিল
- ২৪টি দূরপাল্লার ট্রেন বাতিল করা হয়েছে
- কুয়াশার জেরে দিল্লির রাস্তায় যানজট

দিল্লি, পঞ্জাবে জঙ্গি সতর্কতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি : নতুন বছরের শুরুতেই গোয়েন্দা সংস্থাগুলি বড়সড়ো সন্ত্রাসবাদী হামলার বিষয়ে সতর্ক করেছে। সূত্রের দাবি, তাঁদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী দিল্লি ও পঞ্জাব সন্ত্রাসবাদীদের নিশানায় রয়েছে। পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই এবং বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদীরা ভারতে ২০২৫ সালে সিরিয়াল বোমা বিস্ফোরণের ষড়যন্ত্র করছে বলে গোয়েন্দাদের দাবি। স্বাভাবিকভাবেই প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে কড়া সতর্কতা জারি করা হয়েছে রাজধানী দিল্লি এবং সংলগ্ন এলাকাগুলিতে। দেশের নিরাপত্তা সংস্থাগুলিকেও সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়েছে।

অতিশীর কেন্দ্রে অলকা

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি : আসন্ন বিধানসভা ভোটে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতিশীর বিরুদ্ধে কালকাজি আসনে মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী অলকা লাম্বাকে প্রার্থী করল হাত শিবির। শুক্রবার এক বার্তায় তাঁর নামে সিলমোহর পড়ে।

ঘুষ মামলায় আরও বিপাকে আদানি

ওয়াশিংটন, ৩ জানুয়ারি : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের একটি আদালত আদানি গোষ্ঠীর প্রধান গৌতম আদানি এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে চলমান তিনটি মামলাকে একত্রে শুনানির নির্দেশ দিয়েছে। এই মামলাগুলিতে অভিযোগের পরিমাণ ২৬.৫ কোটি মার্কিন ডলার (প্রায় ২,০২৯ কোটি টাকা) ঘুষ প্রদানের। আদালত জানিয়েছে, একই ধরনের অভিযোগ ও লেনদেনের ভিত্তিতে মামলাগুলি একত্র করা হয়েছে। ওই তিনটি মামলার বিচারের দায়িত্ব পেয়েছেন জেলা জজ নিকোলাস জি গারুফিস।

অভিযোগ, বাজারের চেয়ে বেশি দামে সৌরবিদ্যুৎ বিক্রির বরাত পেতে অন্ধ্রপ্রদেশ সহ ভারতের কয়েকটি রাজ্যের সরকারি আধিকারিকদের (যার মধ্যে মন্ত্রী, জনপ্রতিনিধিরাও রয়েছেন) ঘুষ দিয়েছিল গৌতমের মালিকানাধীন 'আদানি গ্রিন এনার্জি লিমিটেড' (এজিইএল)। তিনটি অভিযোগের ভিত্তিতে আমেরিকার ন্যায়বিচার দপ্তর এবং বাজার নিয়ামক এসইসি সংস্থা (সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন) যথাক্রমে ফৌজদারি ও দেওয়ানি আইনে অভিযোগপত্র পেশ করেছিল।

ফৌজদারি অভিযোগগুলির মধ্যে রয়েছে ১৯৭৭ সালে চালু হওয়া আমেরিকার ঘুষ বিরোধী আইন 'ফরেন কোরাপ্ট প্র্যাক্টিসেস অ্যাক্ট' (এফসিপিএ) লঙ্ঘনের পাশাপাশি সিকিউরিটিজ (শেয়ার এবং ঋণপত্র) সংক্রান্ত এবং ওয়্যার (টেলিফোন সহ বৈদ্যুতিন যোগাযোগ মাধ্যম) ব্যবহার করে প্রতারণার ষড়যন্ত্র। দেওয়ানি আইনেও অভিযোগ আনা হয়েছে শেয়ার এবং ঋণপত্রের বাজারের নিয়ম লঙ্ঘন সংক্রান্ত প্রতারণার।

আদানি গোষ্ঠী এই অভিযোগগুলিকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে এবং জানিয়েছে, 'আমরা আইন মেনে চলা একটি সংস্থা, সমস্ত আইন মেনে চলি।' সংস্থার একজন মুখপাত্র শুক্রবার বলেন, 'অভিযোগগুলি প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্তরা নির্দোষ।' নতুন শুনানির তারিখ শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে বলে আদালত সূত্রে খবর।

মোজা পরে ঘুমোচ্ছেন?

‘বায়ু শনশন, শীতে কনকন, কাশি খনখন...।’ শীতবেলায় সুকুমার রায় শরীরজুড়ে। বেআব্রুলে শীতে বিছানাতেও গরমের আরাম চাই। আমরা অনেকে তাই শীতের জামাকাপড় তো পরেই থাকি, এমনকী পায়ের মোজাটুকুও খুলি না। জানেন কি, মোজা পরে শোওয়ার অভ্যাস স্বাস্থ্যকর নাকি ক্ষতিকর!

মানুষের হাত ও পা অতিমাত্রায় ঠান্ডা হয়ে যাওয়াকে রায়নাউড সিনড্রোম বলা হয়। যার ফলে হাতে-পায়ে ভালোভাবে রক্ত পৌঁছোতে পারে না। এতে হাত ও পায়ে অসাড়তা তৈরি হয়। শীতের রাতে পায়ে মোজা পরলে এই সিনড্রোমের উপসর্গ কমে।

মোজা পরে ঘুমোলে পা উষ্ণ থাকে, ফলে রক্ত সঞ্চালন ভালোভাবে হয়। এর ফলে শরীরে রক্ত প্রবাহ এবং অক্সিজেন সরবরাহ সঠিকভাবে চলতে থাকে। হার্ট, ফুসফুস এবং পেশী তাদের সর্বোত্তম ক্ষমতাকে কাজ লাগাতে পারে।

গবেষণায় দেখা গেছে, মোজা না পরা ব্যক্তিদের তুলনায় মোজা পরা ব্যক্তিরা সাড়ে ৭ মিনিট আগেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। একইসঙ্গে মোজা পরিহিত ব্যক্তিরা ৩২ মিনিট বেশি ঘুমিয়েছেন।

নারীদের মেনোপজের সময় রাতে হট ফ্ল্যাশ দেখা দিলে অর্থাৎ আকস্মিকভাবে শরীরের তাপমাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি, শরীর গরম এবং ঘাম অনুভব হয়। মোজা পরলে পায়ের অংশ উষ্ণ থাকে যা শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আমাদের শরীরের সবচেয়ে সংবেদনশীল অঙ্গগুলোর মধ্যে পা একটি। যখন পা ঠান্ডা থাকে তখন স্বাভাবিকভাবেই ঘুমোতে অসুবিধা হতে পারে।

সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় দেখা গেছে, মোজা পরিহিত পুরুষরা ৩২ মিনিট বেশি ঘুমিয়েছেন। মোজা না পরা ব্যক্তিদের তুলনায় সাড়ে ৭ মিনিট আগেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। মোজা পরে ঘুমোলে পা উষ্ণ থাকে, যা দ্রুত ঘুমিয়ে পড়তে এবং দীর্ঘক্ষণ ঘুমোতে সাহায্য করে।

তবে মোজা পরে ঘুমোনোর কিছু ক্ষতিকর দিকও রয়েছে। মোজা পরে ঘুমালে শরীরের রক্ত সঞ্চালন ভালোভাবে যেমন হয়, তেমনি মোজা বেশি টাইট হলে রক্ত চলাচল কমে যেতে পারে। মোজা যদি বাতাস চলাচলের উপযোগী না হয়, তাহলে তাপকে শরীর থেকে বের হতে বাধা দেয়। শরীর অতিরিক্ত গরম হয়ে যেতে পারে। এছাড়াও মোজা যদি পরিষ্কার না হয় তবে পায়ে বিভিন্ন সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

শিশুদেরও মোজা পরিয়ে ঘুম পাড়াতে পারেন। তবে নরম, প্রাকৃতিক, বাতাস চলাচল করতে পারার মতো উপাদান যেমন তুলোর ঢিলেঢালা মোজা পরানোই ভালো। টাইট ইলাস্টিক টপস সহ মোজা এড়িয়ে চলাই ভালো, যেহেতু এটি শিশুর শরীরের রক্ত প্রবাহকে সীমাবদ্ধ করতে পারে।

যদি শরীরে রক্ত সঞ্চালনের সমস্যা, পা ফুলে যাওয়া অথবা পায়ে রক্ত প্রবাহ সীমিত করে দেওয়ার মতো শারীরিক সমস্যা থাকে, তাহলে মোজা পরে ঘুমোনোর বিষয়ে চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলুন।

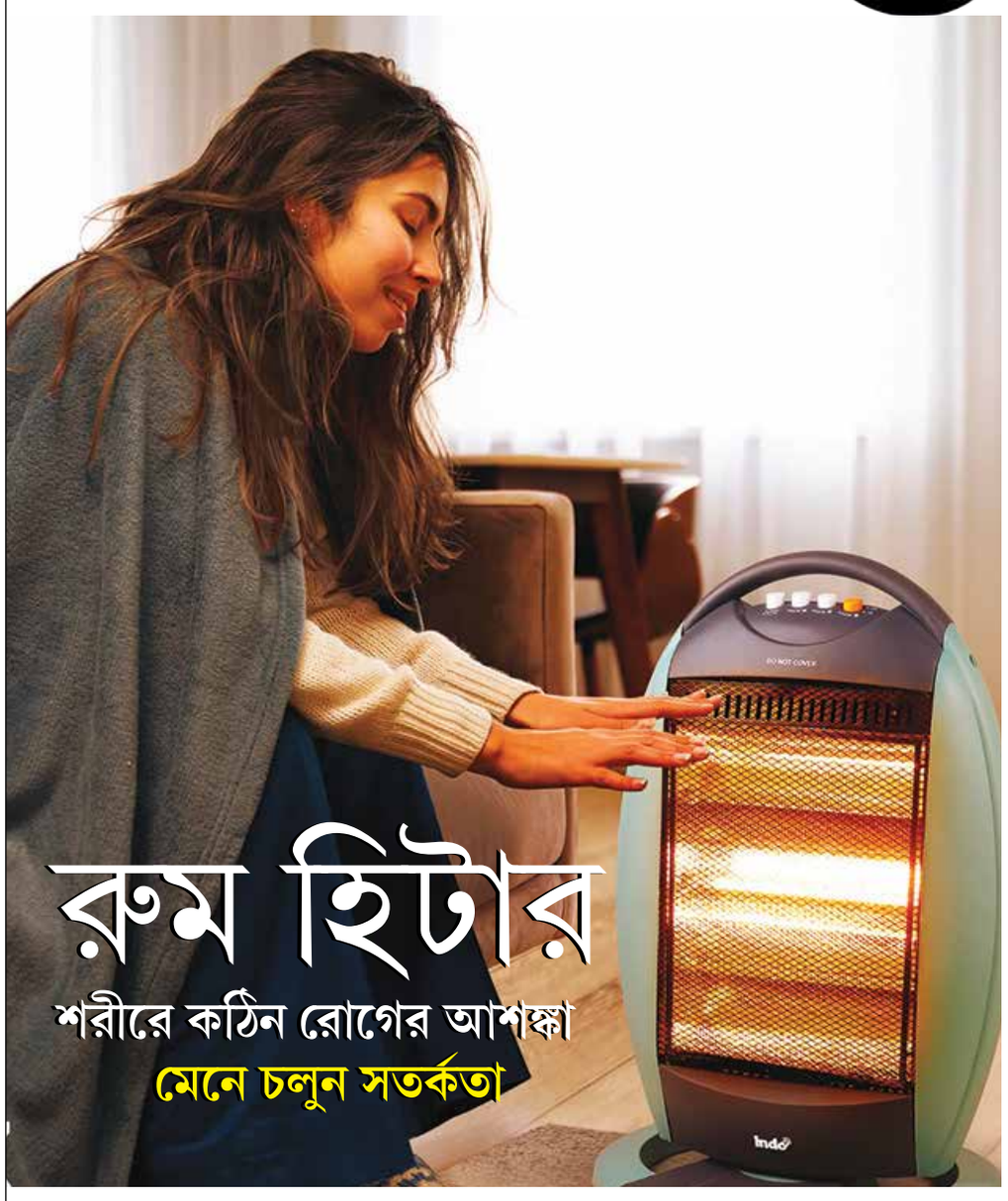

রুম হিটার

শরীরে কঠিন রোগের আশঙ্কা

মেনে চলুন সতর্কতা

জবর শীত। শীতে জবুথবু। হাড়হিম শীতের আরাম যেমন লেপ-কাঁথা, তেমনি রুম হিটার। এখন বাজারে আকছার পাওয়া যায় রুম হিটার। আপনি কি শীতের শুরু থেকেই রুম হিটার ব্যবহার করতে শুরু করেছেন? সত্যি বলতে, রুম হিটার চটজলদি ঘর গরম করলেও নিয়মিত ব্যবহারে কিন্তু শরীরে বাসা বাঁধতে পারে কঠিন রোগ। তাই ব্যবহার বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতেই হবে।

প্রথমত, হিটার থেকে গরম বাতাস বেরিয়ে আসে। এর ফলে ঘরের আর্দ্রতা কমে যায় ভীষণভাবে। এমনকী, ঘরের মধ্যের অক্সিজেন অনেকটাই কমে যায়। তাই, রুম হিটার ব্যবহারে যে নিয়মগুলো আমাদের মেনে চলতে হবে--

শুষ্কতা এড়াতে ঘরে জল রাখুন

হিটার চালালে ঘরের আর্দ্রতা কমে যায়, যা ত্বক ও শ্বাসপ্রশ্বাসে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। এই সমস্যা দূর করতে ঘরে একটি জলভর্তি পাত্র রাখুন। আর্দ্রতা বজায় থাকবে। হিটার থেকে যে গরম বাতাস বের হয়, তা ত্বককে অত্যন্ত রুক্ষ ও শুষ্ক করে দেয়। হিটারের কারণে অনিদ্রা, মাথাব্যথার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। কনভেনশান হিটার, হ্যালোজেন হিটার অত্যাধিক ব্যবহারে ব্যক্তিকে অসুস্থ করে তুলতে পারে।

বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখুন

হিটার ব্যবহারের সময় জানালা বা দরজা সামান্য হলেও খোলা রাখুন, যাতে বাতাস চলাচল করতে পারে। অক্সিজেনের ঘাটতি না হয়। শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা থাকলে হিটার থেকে দূরে থাকুন।

এছাড়া শ্বাসকষ্টে ভোগা রোগীরাও এই যন্ত্রের কারণে সমস্যায় পড়তে পারেন। হিটারের বাতাস রোগীর ফুসফুসে কফ জমাতে শুরু করে। এই কারণে হাঁচি-কাশি হতে পারে। ফুসফুসে জমে থাকা কফ শুকিয়ে নানা সমস্যা দেখা দেয়।

আগুন বিষয়ে সাবধান

হিটার এমন জায়গায় রাখুন যেখানে কাপড়, কাগজ বা অন্য দাহ্য বস্তু কাছাকাছি না থাকে। হিটার চালানোর আগে নিশ্চিত করুন যে বৈদ্যুতিক সংযোগটি ঠিক আছে এবং হিটারটি নির্ধারিত তাপমাত্রায় কাজ করছে কিনা।

শিশু ও পোষ্যের থেকে দূরে রাখুন

রুম হিটার শিশু ও পোষ্য প্রাণীদের নাগালের বাইরে রাখুন, যাতে দুর্ঘটনা না ঘটে। যে বাড়িতে গ্যাস হিটার বা এলপিজি হিটার বেশি ব্যবহার করা হয়, সেসব পরিবারের শিশুদের মধ্যে অ্যাজমার সমস্যা সাধারণত বেশি দেখা যায়।

এছাড়া কাশি, হাঁচি, বুকে ঘড়ঘড় শব্দ ও ফুসফুসের ক্ষতির লক্ষণ বেশি দেখা যায় এসব পরিবারেই। কারণ, এই হিটার থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরোয়। যা ছোট ছোট বাচ্চা ও বয়স্কদের স্বাস্থ্যের ওপর কুপ্রভাব ফেলে।

সময়মতো বন্ধ করুন

রুম হিটার দীর্ঘ সময় চালাবেন না। অতিরিক্ত হিটার চালালে নানা সমস্যা হতে পারে। এছাড়া রুম হিটার নিয়মিত পরিষ্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণ করুন, যাতে যান্ত্রিক কোনো গোলোযোগ না হয়।

প্রতিদিন হিটার ব্যবহারে যা হয়

কাশি, মাথাব্যথা, বমি বা গা গোলানো, চোখ শুকিয়ে যাওয়া, নাক বন্ধ হওয়া, শ্বাস-প্রশ্বাস সংক্রান্ত সমস্যা বাড়ে, অ্যাজমার রোগীদের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। যদি হিটার ব্যবহার করতেই হয়, তাহলে কিছু সাবধানতা মেনে চলা ভালো। এই নিয়মগুলো মেনে চললে আপনি শীতে আরামদায়ক এবং নিরাপদ থাকতে পারবেন।

নিত্যদিন হিটার ব্যবহারে কাশি, মাথাব্যথা, বমি বা গা গোলানো, চোখ শুকিয়ে যাওয়া, নাক বন্ধ হওয়া, শ্বাসপ্রশ্বাস সংক্রান্ত সমস্যা বাড়ে। অ্যাজমার রোগীদের জন্যও বিপজ্জনক হতে পারে।

শীতে চুল ঘিরে যত ভুল

চুল ও মাথার ত্বক পরিষ্কার

মাথার ত্বক বা চুল পরিষ্কার রাখা অত্যন্ত জরুরি। মাথার ত্বকে ময়লা ও ঘাম খুশকির অন্যতম কারণ। যারা প্রতিনিয়ত বাইরে যান তাদের মাথায় খুশকির সমস্যা বেশি লক্ষ্য করা যায়। তাই বাইরে যাওয়ার আগে চুল ঢেকে নিতে পারেন। তাছাড়া বাড়ি ফিরে অবশ্যই ভালো শ্যাম্পু ব্যবহার করে চুল পরিষ্কার করুন।

হট অয়েল ম্যাসাজ

প্রতিটি মৌসুমে চুলের যত্নে তেল অন্যতম। তবে শীতকালে তেলের ব্যবহার একটু বেশিই জরুরি। কারণ, শীতের শুষ্ক আবহাওয়া প্রকৃতি থেকে আর্দ্রতা শুষে নেয়। ফলে চুলের ন্যাচারাল অয়েলের ঘাটতি দেখা দেয়। তাই চুলের আর্দ্রতা ধরে রাখতে শ্যাম্পুর আগে খাঁটি নারিকেল তেল উষ্ণ গরম করে ম্যাসাজ করা যেতে পারে।

তবে ভালো ফলাফল পেতে রাতে তেল ম্যাসাজ করে সকালে শ্যাম্পু করাই ভালো।

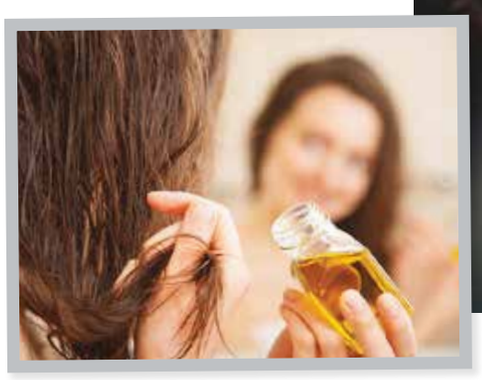

হেয়ার মাস্ক

শীতে চুল ঝলমলে ও আর্দ্র রাখতে প্রতি সপ্তাহে একবার হেয়ার মাস্ক ব্যবহার করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে চুলের পরিমাপ অনুযায়ী প্রাকৃতিক অ্যালোভেরা জেল ও নারকেল তেল একসঙ্গে মিশিয়ে পরিষ্কার চুলে লাগিয়ে নিন। ৩০ মিনিট অপেক্ষা করে ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন। তাছাড়া এককাপ টক দইয়ের সঙ্গে ২ চা চামচ মধু মিশিয়ে চুলের গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত লাগিয়ে ৪০ মিনিট পর শ্যাম্পু করে নিতে পারেন।

কন্ডিশনার

শীতে চুলভাঙা বন্ধ করতে ও চুল সিল্কি রাখতে প্রতিবার শ্যাম্পুর পর কন্ডিশনার ব্যবহারের বিকল্প নেই। তবে কন্ডিশনার মাথার ত্বকে লাগানো যাবে না। এতে চুল পড়ার সমস্যা দেখা দিতে পারে। ভেজা চুলের আগার অংশে কন্ডিশনার লাগিয়ে ১ থেকে ৫ মিনিট অপেক্ষা করুন। তারপর স্বাভাবিক তাপমাত্রার জল দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন।
এতে চুল ভালো থাকবে।

চুলে গরম জল নয়

শীতের মরশুমে আমরা অধিকাংশই সাধারণত গরম জলে স্নান করতে পছন্দ করি। তবে গরম জল মাথায় ব্যবহারের মতো ভুল করা যাবে না। কারণ, অতিরিক্ত গরম জল ব্যবহারে চুলের ক্ষতি হতে পারে।

তাছাড়া চুল পড়ার মতো সমস্যাও দেখা দিতে পারে। একইসঙ্গে, মাথায় খুশকির পরিমাণ বেড়ে যায় অনেকটাই।

বেশি মাত্রায় জল পান

শীতের মরশুম মানেই জল খেতে গেলে দাঁতের সাড়ে বারোটা, বিশেষ করে যাদের দাঁতের সমস্যা আছে। ঠান্ডা আবহাওয়ায় আমরা সাধারণত পর্যাপ্ত জল পান করি না বা পান করতে ভুলে যাই। যার ফলে শরীরে জলশূন্যতা হয়ে চুলপড়ার সমস্যা দেখা দেয়। তাই এই ঠান্ডার মরশুমেও প্রতিদিন পর্যাপ্ত জল পান করতে হবে।

রসাল দুধপুলি

স্বাদে তুমুল জনপ্রিয়। আঙুলে-হাতে লেগে থাকে চ্যাটচ্যাটে হয়ে। এ পিঠের নাম পুলিপিঠে। পুলিপিঠের স্বাদ আরও বেড়ে যায় যখন তা দুধে ভিজানো হয়। তখন অবশ্য এর নামও যায় বদলে। হয়ে যায় দুধপুলি। রইল, সহজে দুধপুলি তৈরির রেসিপি।

যা যা লাগবে:

পুরের জন্য ক্ষীর ও ছানা, ডো তৈরির জন্য চালের গুঁড়ো ৪ কাপ, লবণ পরিমাণমতো, চিনি ২ চা চামচ, গুঁড়ো দুধ ১ কাপ।

দুধের মিশ্রণ তৈরির উপকরণ:

তরল দুধ ২ লিটার, গুঁড়ো দুধ ১ কাপ, কনডেন্স মিল্ক ১/২ কাপ, ঘি ২ টেবিল চামচ, তেজপাতা ২টি, এলাচ ২টি, লবণ পরিমাণমতো।

যেভাবে তৈরি করবেন:

দুধপুলি তৈরির জন্য প্রথমে পুর তৈরি করুন। এর জন্য আপনাকে একটি বাটিতে ছানা ও ক্ষীর মিশিয়ে নিতে হবে। এবারে ডো তৈরি করতে একটি সসপ্যানে গরম জলে ডো-র সব উপকরণ দিয়ে ওভেনে কিছুক্ষণ নেড়ে নামিয়ে ফেলুন। এরপর এই ডো দিয়ে রুটি তৈরির জন্য ছোট ছোট বল তৈরি করুন। রুটির ভিতরে ছানা আর ক্ষীরের পুর দিন। দুই ভাঁজে করে নিন। যেকোনো একটি ডিজাইনের ছাঁচে ফেলে পিঠের সাইডগুলো বন্ধ করে দিন।

বাজারে আজকাল প্লাস্টিকের পুলিপিঠের সাজ কিনতে পাওয়া যায়। সেইভাবে পিঠেপুলি তৈরি করলে আপনি আরও সহজে এবং কম সময়ে পুলিপিঠে বানাতে পারবেন। পুলিপিঠে বানানো হয়ে গেলে তা ভাপে সিদ্ধ করে নিন। এরপর সিদ্ধ পুলিপিঠে দুধে ভিজানোর জন্য দুধের মিশ্রণ তৈরি করুন।

দুধের মিশ্রণটি তৈরি করতে একটি সসপ্যানে রেসিপির সব উপকরণ দিয়ে ওভেনে বসিয়ে দিন। অপেক্ষা করুন, মিশ্রণটি ঘন হওয়া পর্যন্ত। দুধের মিশ্রণ তৈরি হয়ে গেলে তাতে সিদ্ধ পুলি দিয়ে দিন। তৈরি হওয়া এই পিঠে গরম গরম কিংবা ঠান্ডা দুইভাবেই খেতে দারুণ লাগে। তো, এই শীতে দুধপুলির স্বাদ উপভোগ করতে চাইলে বাড়িতেই তৈরি করতে পারেন শীতের এই লোভনীয় পিঠে।

দুই স্বামীকে নিয়ে ধন্দ শাস্ত্রীনগরে

একজন এলেন দেহ নিতে, অন্যজন ফেরার

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৩ জানুয়ারি : শাস্ত্রীনগরে তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় নতুন মোড় নিল শুক্রবার। এদিন দিল্লি থেকে ওই তরুণীর পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি দেহ নিতে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে হাজির হন তাঁর স্বামীও। স্বামী এলেন কেরল থেকে।

তাহলে যার সঙ্গে ওই তরুণী বাড়ির মালিককে স্বামী পরিচয় দিয়ে গত তিন মাস ধরে একসঙ্গে থাকতেন, তিনি কে? তা নিয়ে ধন্দে পড়েছেন ওই বাড়ি মালিক। এদিকে, তরুণীর পরিবারের সদস্যদের দাবি, আগে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের কাজ করলেও শুভঙ্কর নামের ওই তরুণের সঙ্গে গত নয় মাস ধরে পার্টনারশিপে একটি ব্যবসা চালু করেছিলেন ওই তরুণী। ব্যবসার কাজে ওই তরুণী বিভিন্ন জায়গাতেও যেতেন। ঘটনার পর থেকেই ওই তরুণ অবশ্য উধাও হয়ে গিয়েছেন।

এমনকি পুলিশ ও পরিবারের সদস্যদের তরফে ওই তরুণকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তাঁর নাগাল মেলেনি। পরিবারের অভিযোগ, ওই তরুণই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। ওই তরুণের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগও তাঁরা তুলতে শুরু করেছেন। যদিও ঘটনায় এখনও পর্যন্ত লিখিত কোনও অভিযোগ থানায় দায়ের করেনি ওই পরিবার। এদিকে, দেড় বছর ধরে শাস্ত্রীনগরে ভাড়াবাড়িতে থাকা ওই তরুণী এলাকায় রাম্ভী নামে পরিচিত থাকলেও তাঁর আসল নাম ফুলবতী দেবী। তাঁর পরিবারের তরফে এমনটিই জানানো হয়েছে।

এই ঘটনায় ভেঙে পড়েছেন ফুলবতীর দিদি কল্পনা দেবী। ওই তরুণের অত্যাচার থেকে বাঁচাতে গত মঙ্গলবার দুপুরে বোনকে দিল্লিতে ফেরার জন্য বিমানে টিকিটের ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন তিনি। ছলছল চোখে তাঁর অভিযোগ, 'গত কয়েকদিন ধরেই ওই তরুণ ফুলবতীর ওপর অত্যাচার শুরু করেছিল। ফুলবতীর জন্য বিমানের টিকিটের ব্যবস্থা করে দিলেও সে আসতে পারেনি।'

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, টাকাপয়সা সংক্রান্ত বিষয় নিয়েই বিবাদ বেধে থাকতে পারে। কল্পনা অভিযোগ করলেন, 'বোন যাতে ফিরতে না পারে, তারজন্য ওই তরুণ বোনকে মদ্যপান করিয়ে দেয়। সন্ধ্যার দিকে বোন উঠলে ফের তাকে মদ্যপান করিয়ে দেয়। এমনকি শারীরিক অত্যাচার-মারধরও করে।' রাত এগারোটার পর এরপর ভিডিও কলে কল্পনাকে ফোন করেন ফুলবতী। কল্পনা বলেন, 'ভিডিও কলে বোন ওই তরুণ মদ্যপান করিয়ে তাঁকে না আসতে দেওয়ার কথা জানায়। অত্যাচারের কথাও জানায়। আমি এরপর বলি বুধবার বিমান ধরে চলে আসতে।'

রাত দুটো পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে কথোপকথন হয় বলে কল্পনা জানান। ঘটনা অন্যদিকে মোড় নেয় বুধবার। সকাল থেকেই ফুলবতী ফোন না তোলায় কল্পনা বাড়ির মালিককে ফোন করেন। বাড়ির মালিক সঞ্জয় তামাং বলেন, 'মঙ্গলবার রাত দশটার দিকে ওই তরুণ বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় দেখা হয়েছিল। ওই তরুণ ফুলবতীকে উদ্দেশ্য করে বলছিলেন, অশান্তি করে রেখেছে। এরপর আমার স্ত্রী ঘরের ভেতর ঢুকলে ফুলবতী জানান, তাঁকে ওই তরুণ মেরেছে।'

এদিকে, সকালে কল্পনার ফোনের পর সঞ্জয় গিয়ে দেখেন, দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। বিকেল হলেও দরজা না খোলায় ফুলবতীর পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি আশঙ্কা বাড়ে সঞ্জয়দেরও। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। কল্পনারাও দিল্লি থেকে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কল্পনা বলেন, 'ভক্তিনগর থানার পুলিশ ভিডিও কল করে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে। ভিডিও কল অবস্থাতেই দরজা ভাঙার পর দেখি, বোনের দেহ ফ্যানের সঙ্গে ঝুলে রয়েছে।'

শুক্রবার ময়নাতদন্তের পর ফুলবতীর শেষকৃত্য সম্পন্ন করে পরিবার।

তরুণীর মৃত্যুরহস্য

- রাম্ভী নামে পরিচিত থাকলেও তরুণীর আসল নাম ফুলবতী দেবী
- তাঁর সঙ্গে স্বামী পরিচয়ে গত তিন মাস ধরে থাকতেন এক তরুণ
- ঘরে তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হলেও পরিবারের ধারণা এটা খুন
- সন্দেহের সব তির এখন ওই ফেরার তরুণের দিকেই

MOULIN ROCK
MODI COATS FROM Rs. 1495/-
BLAZERS FROM Rs. 1995/-
2 PCS SUITS Rs. 2995/-
3 PCS SUITS Rs. 3995/-
SUNDAYS OPEN
Pooja HINDUSTAN
Seth Srilal Market, Siliguri
Helpline No. 76991-99999

আজ শহরে

- শিলিগুড়ি নাট্যমেলা শুরু হয়েছে। শনিবার সন্ধ্যা ছ'টায় দীনবন্ধু মঞ্চে রয়েছে উঞ্ছিক কলকাতার প্রযোজনা 'ভূত'। অভিনয়ে দেবশংকর হালদার ও শুভাশিস মুখোপাধ্যায়। নির্দেশনায় রয়েছেন ঈশিতা মুখোপাধ্যায়।

প্রাথমিকে স্বস্তি শিক্ষকদের

শিলিগুড়ি, ৩ জানুয়ারি : প্রাথমিকে সিমেস্টার বাতিলে স্বস্তি ফিরল শিক্ষক মহলে। সম্প্রতি পর্ষদ সভাপতি গৌতম পাল প্রাথমিকে সিমেস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা চালু করার কথা জানিয়েছিলেন। তবে বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তা সটান বাতিল করে দিয়েছেন। শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশে পড়ুয়ার সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে চলতি বছর থেকে চালু হয়েছে হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ড। দক্ষিণ শান্তিনগর হিন্দি প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক চিত্তরঞ্জন সরকার বলেন, 'চলতি বছর থেকে সিমেস্টার শুরু হবে কি না তা নিয়ে চিন্তায় ছিলাম। কারণ হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ডের সঙ্গে সিমেস্টার পদ্ধতির বিস্তর ফারাক।' তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয় প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক অবীন মণ্ডলের কথায়, 'সিমেস্টার বাতিল হয়ে ভালো হয়েছে।'

মা-ছেলের শেষকৃত্য

শিলিগুড়ি, ৩ জানুয়ারি : উত্তরায়ণের একটি বাড়িতে মা ও ছেলের মৃত্যুর ঘটনার পর নার্সিংহোম থেকে ছাড়া পেল মৃতা তিথি দাসের মেয়ে তেজেল দাস এবং স্বামী সুজিত দাস। এদিন তিথি ও তাঁর ছেলে তেজসের শেষকৃত্যও সম্পন্ন নয়। পুলিশের অনুমান, বদ্ধ ঘরে চারকোলের হিটার জ্বালিয়ে ঘুমিয়ে পড়ায় দমবন্ধ হয়ে এই পরিণতি। মাটিগাড়া থানার আইসি অরিন্দম ভট্টাচার্য বলেন, 'আমরা সিসিটিভি ফুটেজ দেখেছি। বাইরে সন্দেহজনক কিছু মনে হয়নি। জোর করে কেউ বাড়িতেও ঢোকেনি। মৃতার স্বামী ও মেয়ের সঙ্গেও দেখা হয়েছে। ওঁরাও কোনও সন্দেহ কিংবা কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করেননি।'

সোনার চেন উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ৩ জানুয়ারি : ২২ নভেম্বর ডাবগ্রামে এক মহিলার গলা থেকে ছিনতাই হওয়া সোনার চেন উদ্ধার করল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে আবেদন জানিয়ে সংশোধনাগার থেকে রানা রায় ও তার বন্ধু রাজ বর্মনকে শিলিগুড়ি থানায় আনা হয়। এরপর তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে রাজের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় সংশ্লিষ্ট চেন।

শহরের একটি বেহাল ট্রাফিক বুথ। - সংবাদচিত্র

শহরে বেহাল ট্রাফিক বুথ

শিলিগুড়ি, ৩ জানুয়ারি : কোথাও ট্রাফিক বুথের সামনের অংশই উধাও হয়ে গিয়েছে। কোথাও আবার ট্রাফিক বুথের একপাশ পুরোপুরি গাড়ির ধাক্কায় তুবড়ে গিয়েছে। ভিতরের অবস্থাও খুব একটা ভালো নেই। কোথাও ভিতরে জমে গিয়েছে আবর্জনা। কোথাও আবার দাঁড়ানোর প্লেটটাই উধাও হয়ে গিয়েছে। শহরের বিভিন্ন জায়গায় থাকা ট্রাফিক বুথগুলোর পরিস্থিতিই এমনই। শহরের অধিকাংশ জায়গায় থাকা ট্রাফিক বুথগুলোর পরিস্থিতি নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পরিস্থিতি এমনই যে, ট্রাফিক বুথগুলোর বাইরে দাঁড়িয়েই ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করতে হচ্ছে পুলিশকর্মীদের। এমনকি ট্রাফিক বুথগুলোতে মাথার ওপর ফ্যানের ব্যবস্থা একসময় থাকলেও, সেগুলোও আর নেই।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, 'বেসরকারি এজেন্সি ট্রাফিক সিগন্যাল পোল, ট্রাফিক বুথ রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। ওদেরকে বলব, সবকিছু যাতে আপগ্রেডেট করা হয়।'

বুধবার ভোরে গুগল ম্যাপের ভুলে বাইপাশের রাস্তায় যাওয়ার বদলে স্টেশন ফিডার রোডে এসে বিপত্তি ঘটিয়েছে বাঁশবোঝাই একটি ট্রাক। একের পর এক কেবল ছেঁড়ার পাশাপাশি ভেঙে পড়ে ট্রাফিক সিগন্যাল পোলও। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ট্রাফিক সিগন্যাল পোল বেশ কিছুমাস ধরেই রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে দুর্বল হয়ে ছিল। একে একে ছিঁড়তে থাকা কেবলের তারের টানে ওই পোলটিও ভেঙে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠেছে, পোলগুলোর নজরদারি নিয়ে। শুধু তাই নয়, এরসঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন মোড়ে থাকা ট্রাফিক বুথগুলির পরিস্থিতিও। বৃহস্পতিবার শহরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে সেই বুথগুলোর পরিস্থিতি দেখে অবাক হতে হল। দার্জিলিং মোড় সংলগ্ন ট্রাফিক বুথের সামনে যেতেই দেখা গেল বেহাল রূপ। ট্রাফিক বুথটির সামনের অংশ বলে আর কিছু নেই। কোনওভাবে লেগে রয়েছে একটি টিন। ওই এলাকার বাসিন্দা অশোক দাস বললেন, 'ট্রাফিক বুথটার তো ব্যবহার হয় না। যে যার মতো বুথের অংশ খুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে।'

সন্তোষী মোড়ে আবার ওই ট্রাফিক বুথই আশঙ্কার কারণ হয়ে গিয়েছে। কারণ, বুথের সামনের অংশ পুরোপুরি বেরিয়ে গিয়েছে। এলাকার বাসিন্দা মনোজ রায় বললেন, 'প্রথমদিকে ট্রাফিক কর্মীরা ভেতরে দাঁড়াতেন। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বুথগুলোর যা পরিস্থিতি কে আর দাঁড়াবে।' আসলে, বেশকিছু ক্ষেত্রে ট্রাফিক বুথগুলোর ভেতর দাঁড়ানোর পরিস্থিতিই নেই। ডন বসকো মোড়েই যেমন ট্রাফিক বুথগুলোর ভেতর দেখা গেল, দাঁড়ানোর মতো জায়গাই সেখানে নেই। আড়ালে-আবডালে ট্রাফিককর্মীদের একটা অংশের কথায়, ট্রাফিক বুথগুলো ঠিকঠাক করা গেলে সত্যিই খুব ভালো হবে। শহর ঘুরে ট্রাফিক সিগন্যাল পোলের একাংশেও মরচে ধরেছে নজরে পড়েছে। শহরবাসীর কথায়, 'শহরের নিরিখে এই সিগন্যাল পোল, ট্রাফিক বুথগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলোর নিয়মিত নজরদারি হওয়া প্রয়োজন।'

> বেসরকারি এজেন্সি ট্রাফিক সিগন্যাল পোল, ট্রাফিক বুথ রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। ওদেরকে বলব, সবকিছু যাতে আপগ্রেডেড করা হয়।
>
> **-বিশ্বচাঁদ ঠাকুর**
> ডিসিপি (ট্রাফিক)
> শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ

শীতে ঘনিষ্ঠতার ক্যাফে

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৩ জানুয়ারি : জানুয়ারির শীতে বাতাসে যেন প্রেম প্রেম ভাব। কিন্তু এত বড় শহরের কোথাও ভালোবাসার মানুষটির সঙ্গে বসে একান্তে দু'দণ্ড সময় কাটানোর উপায় নেই। কোথাও প্রাইভেসির অভাব, আবার কোথাও উড়ে আসে কটু মন্তব্য। এসবের জেরে 'লাভ বার্ডস'দের পছন্দ হয়ে উঠেছে 'কাপল ফ্রেন্ডলি ক্যাফে'। দিন-দিন সেগুলিতে যুগলদের আনাগোনা বাড়ছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে বাঘা যতীন পার্কে কথা হচ্ছিল কয়েকজন তরুণ-তরুণীর সঙ্গে। তাঁদের বক্তব্য, শহরে আড্ডার জায়গাগুলিতে নানা নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। অনেক সময় আবার কুমন্তব্যেরও শিকার হতে হয়। সে কারণে প্রিয় মানুষটির সঙ্গে বিশেষ দিনগুলি উদযাপনে কাপল ফ্রেন্ডলি ক্যাফেগুলিই হয়ে উঠেছে তাঁদের গন্তব্য।

আগে শিলিগুড়ির বাঘা যতীন পার্কে বসে আড্ডা দিতেন আয়ুষ পাল ও সুরভি দে। তবে এখন আগের মতো আর বাঘা যতীন পার্কে বসে আড্ডার উপায় নেই। তাই এদিন সেবক রোডের একটি ক্যাফেতে এসেছিলেন যুগল। তাঁদের কথায়, 'শহরে একটু বসে আড্ডা দেওয়ার জো নেই। কোথাও গেলেই উড়ে আসে নানা কটূক্তি। এই ধরনের ক্যাফেতে অনায়াসে একান্তে সময় কাটানো যায়।'

আড্ডার জায়গা

- শহরে আড্ডার জায়গাগুলিতে নানা নিষেধাজ্ঞা রয়েছে
- অনেক সময় আবার কুমন্তব্যেরও শিকার হতে হয়
- এসবের জেরে 'লাভ বার্ডস'দের পছন্দ হয়ে উঠেছে 'কাপল ফ্রেন্ডলি ক্যাফে'
- শালবাড়ি, সেবক রোডে এরকম ক্যাফে রয়েছে
- প্রিয় মানুষটির সঙ্গে বিশেষ দিন উদযাপনে এই ক্যাফেগুলি তাঁদের গন্তব্য

শালবাড়ির এমনই এক ক্যাফের তরফে সুবা মাহাতো বললেন, 'আসলে শহর ও সংলগ্ন এলাকায় যুগলদের জন্য তেমন কোনও জায়গা নেই। সেই বিষয়টিকে মাথায় রেখে আমরা ক্যাফে তৈরি করেছি।' প্রতিদিন শিলিগুড়ি সহ আশপাশের অনেকেই যাচ্ছেন সেখানে। আড্ডার পাশাপাশি জন্মদিন বা কোনও বিশেষ দিন উদযাপনের যাবতীয় ব্যবস্থা থাকে ক্যাফেগুলিতে।

তরুণ-তরুণীদের কথা মাথায় রেখে সেবক রোডের একটি রেস্তোরাঁয় এমন ক্যাফে গড়ে তুলেছেন বলে জানালেন সুরেশ প্রসাদ। তাঁর কথায়, 'সবাই যাতে একান্তে সময় কাটাতে পারেন, সেজন্য এই উদ্যোগ। অনেকেই দু'দণ্ড সময় কাটাতে আমাদের এখানে আসছেন।'

সেবক রোড, হাকিমপাড়া, ইসকন রোড লাগোয়া এলাকার পাশাপাশি সহ শালবাড়ি, সুকনাতে এ ধরনের বেশ কয়েকটি ক্যাফে তৈরি হচ্ছে। এতে যে 'লাভ বার্ডসের' সুবিধা, সে কথা শোনা গেল রবি গুপ্তা নামে আরেকজনের মুখে। তিনি বলছিলেন, 'কলকাতার প্রিন্সেপ ঘাটের মতো শহর শিলিগুড়িতে জায়গার খুব অভাব। ডাবগ্রাম মাঠে বসলে কখনও স্থানীয়রা উঠিয়ে দেন, অন্য জায়গাগুলিতেও সমস্যা রয়েছে। তাই এই ধরনের ক্যাফেতে যুগলদের সুবিধে হয়।'

বিক্ষোভ আশাকর্মীদের

শিলিগুড়ি, ৩ জানুয়ারি : এক আশাকর্মীর সঙ্গে নিরাপত্তারক্ষীর দুর্ব্যবহারের অভিযোগে শুক্রবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের সুপারের অফিসে স্মারকলিপি দিল পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়ন। সংগঠনের দার্জিলিং জেলা কমিটির তরফে এদিন দুপুরে প্রথমে সুপারের অফিসে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

সংগঠনের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী নমিতা চক্রবর্তী বলেন, 'বৃহস্পতিবার মোহরগাঁও গুলমা এলাকার এক আশাকর্মী মেডিকেলে এক রোগীকে দেখতে এসেছিলেন। সে সময় হাসপাতালের কর্তব্যরত নিরাপত্তারক্ষী তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন এবং ওয়ার্ডে ঢুকতে বাধা দেন। আমরা এর বিচার চাই।'

আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, তাঁরাও স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনেই কাজ করে। অথচ হাসপাতালে বরাবর তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়।

রংদার

উত্তরের স্বপ্ন, উত্তরের আশা

নতুন বছর চলে এল। নতুন দিনগুলোয় কী আশা থাকতে পারে উত্তরবঙ্গের সাংস্কৃতিক মহলে? তিনটি প্রতিবেদন।

প্রচ্ছদ কাহিনী : শ্যামলী সেনগুপ্ত, শুভময় সরকার ও মণিদীপা বিশ্বাস কীর্তনিয়া, প্রচ্ছদের ছবি : সৌরভ রক্ষিত
গল্প : সুনন্দ অধিকারী
ট্রাভেল ব্লগ : মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস
কবিতা : মৈনাক ভট্টাচার্য, রবীন বসু, সুবীর সরকার, তাপস ওঝা, অমিতাভ সরকার, জয়তী ঘোষ ও দীপশেখর চক্রবর্তী
ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা : পূর্বা সেনগুপ্ত

পড়োয় পড়োয়

ইসলামপুর

এক বছর ধরে আবর্জনা

ইসলামপুর, ৩ জানুয়ারি : রাস্তার ধারে একটি ফাঁকা জায়গায় এক বছর ধরে পড়ে আছে আবর্জনা। ইসলামপুর পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের উকিলপাড়ার ঘটনা। দুর্গন্ধে টেকা দায় হয়ে উঠেছে এলাকায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, অনেকবার বলা হলেও সাফাইকর্মীরা জায়গাটি পরিষ্কার করেন না। নাকে রুমাল চেপে যাতায়াত করতে হয় পথচারীদের। জায়গাটি অলিখিত শৌচাগারে পরিণত হয়েছে। আশপাশের বাড়ির মানুষকেও সমস্যা ভোগ করতে হচ্ছে। এতদিন ধরে ওই এলাকায় এমন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ হয়ে রয়েছে। কিন্তু কোনও হেলদোল নেই পুরসভার। ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ফিরোজ আহমেদ বলেন, 'জায়গাটি অনেকদিন ধরে পরিষ্কার করা হয় না। তাড়াতাড়ি জায়গাটি পরিষ্কার করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছি। পাশাপাশি জায়গার মালিককে জায়গাটি ঘেরা দিতে বলা হয়েছে।' আবর্জনায় ভরা ওই জায়গাটির পাশেই ইসলামপুর কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক মহম্মদ মুস্তাক আলি সরকারের বাড়ি। তিনি বলেন, 'এক বছর থেকে জায়গাটি এভাবেই আবর্জনায় ভরে আছে। পুরসভার সাফাইকর্মীদের অনেকবার সমস্যার কথা জানিয়েছি। তাতে কোনও কাজ হয়নি। দুর্গন্ধে বাড়িতে থাকা যায় না।'

শিলিগুড়ি

রাস্তার সংস্কার দাবি

শিলিগুড়ি, ৩ জানুয়ারি : রাস্তার পিচের প্রলেপ কবে পড়েছিল ভুলতে বসেছেন এলাকাবাসী। খানাখন্দে ভর্তি রাস্তা। প্রায়ই বাইক গর্তে পড়ে যাওয়ার ঘটনা, তো কখনও সাইকেল নিয়ে পড়ছেন লোকজন। ঘটনাটি ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের আইটি রোড সংলগ্ন শাস্ত্রীনগরের। এলাকার অধিকাংশ রাস্তায় নেই পিচের প্রলেপ। বেহাল রাস্তার পাশাপাশি যত্রতত্র পড়ে রয়েছে আবর্জনাও। এলাকার এমন বেহাল দশা সাধারণ মানুষের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁরা চাইছেন এলাকার এই সমস্যার দ্রুত পরিবর্তন হোক।

স্থানীয় বাসিন্দা অর্জুন দাসের কথায়, 'এলাকার রাস্তাগুলি বেহাল হয়ে পড়েছে। এত ধুলো যে চলাফেরাই দায় হয়ে উঠেছে।' ঠিক একইভাবে ক্ষোভ উগরে দিলেন সুভাষ দে। তিনি বললেন, 'রাস্তা, নিকাশিনালা সবই বেহাল। একাধিকবার অভিযোগ করেছি কোনও লাভ হয়নি।'

যদিও যত্রতত্র আবর্জনা না ফেলার বিষয়ে এলাকার সাধারণ মানুষকে আরও বেশি সচেতন হতে হবে বলে জানান ওয়ার্ড কাউন্সিলার শোভা সুব্বা। তাঁর বক্তব্য, ' যত্রতত্র আবর্জনা যাতে না ফেলা হয় সেই বিষয়ে সাধারণ মানুষকে নজর দিতে হবে। এলাকার বেহাল রাস্তা ও নিকাশিনালার সংস্কারের কাজ দ্রুত হবে।' সমস্যায় জর্জরিত শাস্ত্রীনগরের একাধিক সমস্যার সমাধান কবে হবে সেই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে এলাকাবাসীর মনে।

বিনা ওটিপিতেই টাকা গায়েব

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৩ জানুয়ারি : কোনও ওটিপি শেয়ার, লিংকে ক্লিক না করা সত্ত্বেও ব্যাংক থেকে উধাও ৩৫ হাজার টাকা। এমনই এক অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট এলাকায়। তদন্ত শুরু করেছে সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ।

সাইবার ক্রাইম থানার এক পদস্থ কর্তার কথায়, সাইবার দুষ্কৃতীরা টাকা হাতাতে সাধারণত ওটিপি-র ব্যবহার করে থাকে। অনেকসময় সফটওয়্যারেরও ব্যবহার হয়। তাছাড়া এখন প্যান নম্বর নিয়েও অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা গায়েব করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে ঠিক কীভাবে ওই টাকা উধাও হল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। অভিযোগকারীর সঙ্গে আরও কথা বলা হবে। যদিও প্যান নম্বর নিয়েই প্রতারণাচক্র এই কাণ্ড ঘটিয়েছে বলে মনে করছেন সাইবার ক্রাইম থানার কর্তারা।

চলতি সপ্তাহে সাইবার ক্রাইম থানায় ৩৫,০০০ টাকা উধাওয়ের অভিযোগ করেছেন পেশায় বেসরকারি কর্মী এক তরুণ। তিনি জানিয়েছেন, ২৬ জানুয়ারি তাঁর কাছে একটি ফোন আসে। একটি ব্যাংকের নাম করে এক ব্যক্তি ওই ব্যাংকে থাকা আমার সেভিংস অ্যাকাউন্টের জন্য কেওয়াইসি চায়। যদিও ওই তরুণ রাজি হননি। তাঁর দাবি, তাঁকে একটি লিংক পাঠানো হয়। সেই লিংক তিনি না খুললেও দেখেন দুই ধাপে ১০,০০০ টাকা ও ২৫,০০০ টাকা ডেবিট হয়ে যায়। কীভাবে এমনটা হল, তা তিনি বুঝতে পারছেন না। গত সোমবার অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই তরুণ।

সাইবার ক্রাইম থানার এক কর্তা বলেন, 'প্যান কার্ডটা এখন কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্যান কার্ড থেকে যাবতীয় তথ্য পাওয়া যায়। তাই প্যান কার্ডের নম্বর কারও সঙ্গে শেয়ার করা একদম উচিত নয়। এব্যাপারে সচেতন থাকা প্রয়োজন।'

কীভাবে উধাও

- ব্যাংকের নাম করে কেওয়াইসি চাওয়া হয়
- গ্রাহক তা দিতে রাজি হননি
- তাঁকে একটি লিংক পাঠানো হয়
- লিংকও না খুললেও দেখেন তাঁর ৩৫ হাজার টাকা উধাও

স্বচ্ছতার লক্ষ্যে রিটার্নিং অফিসার

পদ্মে নেতা নির্বাচনে নয়া পদ্ধতি

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৩ জানুয়ারি : সাংগঠনিক রদবদলের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ধরে রাখতে নয়া পথে গেরুয়া শিবির। জেলায় জেলায় বুথ স্তর থেকে নতুন রাজ্য সভাপতি নির্বাচন, সাংগঠনিক প্রতিটি স্তরেই রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করেছে পদ্ম শিবির। তাৎপর্যপূর্ণভাবে রাজ্য সভাপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে 'হাত থাকছে' দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের। শনিবার কলকাতায় রিটার্নিং অফিসারদের 'প্রশিক্ষণ'-এর পরেই শুরু হবে নির্বাচনি প্রক্রিয়া।

দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের বক্তব্য, 'নির্বাচন পরিচালনার জন্য জেলাগুলিতে রিটার্নিং অফিসার এবং তাঁদের সহযোগিতা করার জন্য আরও দুজনকে নিয়োগ করা হয়েছে। এটা সাংগঠনিক পদ্ধতি।'

কাছের লোক নয়, কাজের লোক চাই- সাংগঠনিক রদবদল প্রক্রিয়ার শুরুতেই স্পষ্ট করে দিয়েছিল বিজেপি। যে কারণে সক্রিয় সদস্য বাছতে সদস্যতা অভিযানে দলীয় কর্মীদের শামিল করা হয়েছিল। কিন্তু এরপরও রদবদলের ক্ষেত্রে 'কিন্তু' থেকে যেতে পারে বলে আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল দলের শীর্ষ স্তরে। তাই প্রতিটি স্তরে নির্বাচনের ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার এবং তাঁদের সহযোগিতার জন্য সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ হচ্ছে বিজেপিতে। দলীয় সূত্রে খবর, রাজ্য সভাপতি নির্বাচনের জন্য যে কমিটি গঠন করা হয়েছে, তাতে সুনীল বনশাল, অমিত মালব্যর সঙ্গে রয়েছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ। গোপালচন্দ্র সাহার সঙ্গে উত্তর দিনাজপুর জেলাতেও রিটার্নিং অফিসার বিস্ট। জেলা সভাপতিদের ভোট এবং এই কমিটির মতামতের ভিত্তিতে নতুন রাজ্য সভাপতি নির্বাচন হবে ৩০-৩১ জানুয়ারি। তার আগে ২৩-২৯ জানুয়ারির মধ্যে শেষ হবে জেলা সভাপতি নির্বাচন পর্ব। এই প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য রাজ্য স্তরে রিটার্নিং অফিসার হয়েছেন দীপক বর্মন। শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলায় বুথ কমিটি, মণ্ডল কমিটির নির্বাচনের ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার করা হয়েছে উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মুকে। সহকারী রিটার্নিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে সুশীল মিত্তাল ও মনোরঞ্জন সাহাকে।

শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষকে রিটার্নিং অফিসার করা হয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলায়। এমনভাবেই কোচবিহারে ভূষণ মোদক, জলপাইগুড়িতে নিখিলরঞ্জন দাস, দার্জিলিংয়ে নিশীথ প্রামাণিক, দক্ষিণ দিনাজপুরে গোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল, মালদা উত্তরে শংকর চক্রবর্তী, মালদা দক্ষিণে শুভেন্দু সরকারকে রিটার্নিং অফিসার করা হয়েছে। বিজেপি সূত্রে খবর, বুথ সভাপতি নির্বাচন হবে ১১ জানুয়ারি এবং মণ্ডল সভাপতি নির্বাচন হবে ১৮-২০ জানুয়ারি।

কিন্তু হঠাৎ রিটার্নিং অফিসার নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা কেন হল? যেহেতু ভোটের মাধ্যমে সভাপতি নির্বাচনের প্রক্রিয়া, তাই রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ, সাধারণ দৃষ্টিতে এমনটাই মনে হচ্ছে।

কিন্তু দলে কান পেতে শোনা যাচ্ছে স্বচ্ছতার কথা। দলের অনেকেরই বক্তব্য, বুথ থেকে জেলা কমিটি, এমনকি রাজ্য কমিটি গঠনের ক্ষেত্রেও বারবার যোগ্যদের বাইরে রাখার অভিযোগ উঠেছে। এই অভিযোগ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বিভিন্ন নির্বাচনে দলের ফলাফলে। জলপাইগুড়ির জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামীর বক্তব্য, 'বিজেপি পরিচালনা যে স্বচ্ছতার সঙ্গে হয়, তার বড় প্রমাণ এই সিদ্ধান্ত।'

কোথায় কে দায়িত্বে

- কোচবিহারে ভূষণ মোদক
- আলিপুরদুয়ারে শংকর ঘোষ
- জলপাইগুড়িতে নিখিলরঞ্জন দাস
- দার্জিলিংয়ে নিশীথ প্রামাণিক

> নির্বাচন পরিচালনার জন্য জেলায় রিটার্নিং অফিসার, তাঁদের সহযোগিতা করার জন্য আরও দুজনকে নিয়োগ করা হয়েছে। এটা সাংগঠনিক পদ্ধতি।
>
> সুকান্ত মজুমদার

চিকিৎসকদের প্রাইভেট চেম্বারে লাগাম

ফাঁকিবাজি রুখতে নয়া পদক্ষেপ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩ জানুয়ারি : বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে অধ্যাপক চিকিৎসকদের ফাঁকিবাজির দিন কি ফুরোচ্ছে? শুক্রবার অধ্যাপক চিকিৎসকদের নিয়ে স্বাস্থ্য ভবনের জারি করা একগুচ্ছ নির্দেশিকা অন্তত সেদিকেই ইঙ্গিত করছে। সেখানে বলা হয়েছে, এখন থেকে সপ্তাহে অন্তত ছ'দিন কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে ৪২ ঘণ্টা ডিউটি করতে বাধ্য থাকবেন অধ্যাপক চিকিৎসকরা। সপ্তাহে একদিন রাতে ১২ ঘণ্টার ডিউটি করলে পরদিন ছুটি পাবেন। তবে, সেই সপ্তাহেও ৪২ ঘণ্টা কাজের হিসেব কষা হবে। প্রত্যেক অধ্যাপক চিকিৎসকের বহির্বিভাগে বসা বাধ্যতামূলক এবং প্রতিদিন সকালে বহির্বিভাগ শুরুর আগেই অন্তর্বিভাগে চিকিৎসাধীন রোগীদের দেখে আসতে হবে। কলেজ এবং হাসপাতাল দুই অফিসেই বায়োমেট্রিক উপস্থিতিতে আরও কঠোরভাবে নজরদারি করার কথাও নির্দেশিকায় বলা হয়েছে। সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী মেডিকেল চিকিৎসা ব্যবস্থায় এখন থেকে রেসিডেন্সিয়াল মেডিকেল অফিসার-ক্লিনিকাল টিউটর পদটি তুলে দেওয়া হচ্ছে। সেই জায়গায় সংশ্লিষ্ট বিভাগের সহকারী অধ্যাপকদের দায়িত্ব সামলাতে হবে। স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিবের নির্দেশ অনুযায়ী কোনও অধ্যাপক চিকিৎসক রবিবার বাদে সপ্তাহের অন্য দিনগুলিতে সকাল ৯টা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত কোনও প্রাইভেট চেম্বার করতে পারবেন না।

উত্তরবঙ্গের মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসকদের ফাঁকিবাজি চরমে পৌঁছেছে। মালদার পরিস্থিতি কিছুটা ভালো হলেও উত্তরের বাকি চারটি মেডিকেলে রোগী পরিষেবার বেশিরভাগটাই পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনি (পিজিটি), জুনিয়ার ডাক্তার, ইন্টার্নদের উপরে নির্ভরশীল। উত্তরবঙ্গ মেডিকেলেই অন্তত ৩০০ সিনিয়ার ডাক্তারের ৭৫ শতাংশই কলকাতা থেকে যাতায়াত করেন। যাঁদের ওপরে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং স্বাস্থ্য ভবনের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। এর আগেও বহুবার চিকিৎসকদের নিয়মিত ডিউটিতে আসা নিয়ে নির্দেশিকা জারি হয়েছে, ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কাজ কিছুই হয়নি। এর ফলে একদিকে যেমন চিকিৎসা পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে, তেমনই ডাক্তারি পড়ুয়াদের পঠনপাঠনও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে শুক্রবার স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণস্বরূপ নিগমের আট পাতার নয়া নির্দেশিকা কতটা কাজে আসবে, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের চিকিৎসা পরিষেবায় কতটা হাল ফিরবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের চিকিৎসকদের অনেকেই মনে করছেন, কলকাতা থেকে এখানে আসা চিকিৎসকদের প্রায় সকলেই মর্জিমাফিক সপ্তাহে দু'দিন, কেউ মাসে চার-পাঁচদিন ডিউটি করেন। কলেজ অধ্যক্ষ এবং হাসপাতাল সুপার নিয়মিত বিভিন্ন বিভাগের খোঁজখবর রাখেন না। ফলে প্রতিটি বিভাগেই ফাঁকিবাজি চূড়ান্ত জায়গায় পৌঁছেছে। বায়োমেট্রিক উপস্থিতি চালু হওয়ায় অনেকে অন্য কলেজ এমনকি স্বাস্থ্য ভবনে গিয়েও আঙুলের ছাপ দিয়ে চলে আসছেন।

নয়া নির্দেশিকা অনুযায়ী, বিভাগীয় প্রধানদের সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রতি মাসের রিপোর্ট অধ্যক্ষের কাছে জমা দিতে হবে। একসঙ্গে একই বিভাগের দুজনের বেশি ছুটি নিতে পারবেন না বলেও জানানো হয়েছে।

কড়া দাওয়াই

- অধ্যাপক চিকিৎসকদের নিয়ে স্বাস্থ্য ভবনের তরফে একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে
- সপ্তাহে অন্তত ছ'দিন কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে ৪২ ঘণ্টা ডিউটি করতে হবে
- প্রত্যেক অধ্যাপক চিকিৎসকের বহির্বিভাগে বসা বাধ্যতামূলক
- সকালে বহির্বিভাগ শুরুর আগেই অন্তর্বিভাগে চিকিৎসাধীন রোগীদের দেখে আসতে হবে

সেনাপ্রধানের বৈঠক ঘিরে কৌতূহল

প্রথম পাতার পর

হাসিনাকে নিয়ে এই টানাপোড়েনের মধ্যে ভারত ও বাংলাদেশ জেলবন্দি মৎস্যজীবীদের হস্তান্তর করতে চলেছে। ৫ জানুয়ারি এই হস্তান্তর হবে। কিন্তু খালেদা-সেনাপ্রধান বৈঠক নিয়ে এখন বাংলাদেশে কৌতূহলের শেষ নেই। বিএনপি প্রায় প্রতিদিন এখন নিয়ম করে অন্তর্বর্তী সরকারের সমালোচনা করছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভোট করিয়ে নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সওয়াল করে চলেছে।

কিন্তু মুহাম্মদ ইউনূস সরকার এখনও তড়িঘড়ি ভোট না করানোর সিদ্ধান্তে অনড়। এতে ফ্যাসিবাদ ফের ফিরতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন বিএনপি নেতারা। সেনাপ্রধান দু'দিন আগে এক সাক্ষাৎকারে ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে চলার বার্তা দিয়েছেন। বিএনপি ও সেনাপ্রধান- আপাতদৃষ্টিতে দু'পক্ষের অবস্থানের সঙ্গে সহস্র যোজন দূরত্ব অন্তর্বর্তী সরকারের।

শুধু ইউনূসের সরকারের সঙ্গে স্নায়ুযুদ্ধ নয়, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে একদা জোটসঙ্গী জামায়াতে ইসলামির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে বিএনপি। বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভি বলেন, 'আমি ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলের কাছে জানতে চাই, একাত্তরে আপনাদের ভূমিকা কী ছিল? কোন সেক্টরে আপনারা যুদ্ধ করেছেন?' ইউনূস জমানায় জামায়াতের প্রভাব বৃদ্ধি এবং অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়ায় বিএনপি'র একাংশ অসন্তুষ্ট বলে মনে করা হচ্ছে।

যদিও বিএনপি আপাতত সমস্ত জল্পনার গোড়ায় জল ঢালছে। খালেদার প্রেস উইংয়ের সদস্য শায়রুল কবীর খান জানিয়েছেন, নেত্রীর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন সেনাপ্রধান। বৈঠকে ছিলেন খালেদার নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) ফজলে এলাহি আকবরও। অভ্যন্তরীণ সমীকরণ যাই হোক না কেন, পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক মসৃণ রাখতে ইউনূস সরকার মরিয়া। ফেব্রুয়ারিতে পাক বিদেশমন্ত্রী ইশাক দার বাংলাদেশ আসতে পারেন। সেক্ষেত্রে ২০১২ সালের পর এটাই হতে চলেছে কোনও পাক বিদেশমন্ত্রীর প্রথম ঢাকা সফর।

দুরন্ত শৈশব

জলপাইগুড়ির তিস্তা স্পারে মানসী দেব সরকারের ক্যামেরায়।

বাবলা খুনে রহস্যই

প্রথম পাতার পর

মাথারা আড়ালেই থেকে গিয়েছে। সেখান থেকেই বাবলা অনুগামী ও দলীয় নেতা-কর্মীদের দাবি, এক্ষেত্রে যেন তেমনটা না হয়।

বাবলার এলাকা মহানন্দাপল্লি, সুকান্তপল্লি, কানির মোড় পুলিশি তৎপরতায় এখনও শান্ত, কিন্তু ভেতরে ক্ষোভে ফুঁসছেন অনেকে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে তৃণমূলে বাবলার বিরোধী শিবিরের নেতা হিসেবে পরিচিত মহানন্দাপল্লির বাসিন্দা এক নেতার বাড়ি ও ক্লাব সহ আরেক নেতার বাড়ির সামনে পুলিশ পিকেট বসেছে।

এদিকে বাবলা খুনের অগ্রগতি বলতে, আরও একজনকে গ্রেপ্তার ছাড়াও দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে পাঁচটি আগ্নেয়াস্ত্র।

জানা যাচ্ছে, পাইপ ফ্যাক্টরি মোড়ে খুনের ঘটনার পর চার আততায়ী গুলি চালাতে চালাতে এলাকা ছাড়ার পর রেলের ডিজেল শেড এলাকা দিয়ে এয়ারপোর্টের মাঠে ঢুকে পড়ে। সেখানে পোশাক বদলের পর মালদা-মানিকচক সড়কে উঠে বাইক ফেলে রেখে বাসে করে মানিকচকের দিকে চলে যায়।

এদিকে, মালদার খুনের ঘটনায় অভিযুক্তদের টাওয়ার সিগন্যাল বৃহস্পতিবার রাতে শিলিগুড়ির জংশন এলাকায় দেখা দেওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। এসওজি ও প্রধাননগর থানার পুলিশ জংশন এলাকায় বিভিন্ন হোটেল সহ বাসস্ট্যান্ডে তল্লাশি চালায়। কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদও করে। যদিও এরমধ্যেই ওই মোবাইল ফোনটি বন্ধ হয়ে যায়।

ঘটনায় জেলার সমস্ত থানাকেই সক্রিয় করে একাধিক টিমে ভাগ হয়ে তদন্ত চলছে। তার জেরে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ শুক্রবার সকালে আবদুল গনি নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে। যার বাড়ি বিহারের কাটিহার জেলার সালমারি থানা এলাকায়। এর আগে বৃহস্পতিবার রাতেই ধরা পড়েছিল সামি আক্তার ও টিংকু ঘোষ নামে দুই তরুণ। সামিও কাটিহার জেলার বাসিন্দা। ওদিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক বাবলার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিটি স্থানীয় একটি কিন্ডারগার্টেন স্কুলের মালিক এবং দীর্ঘদিন মালদার বাসিন্দা হলেও সে আদতে বিহারের মানুষ বলে জানা গিয়েছে। সে বাবলার সঙ্গে জমি কেনাবেচার ব্যবসায় যুক্ত ছিল। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি এই ব্যক্তিই চক্রান্তের মূল মাথা?

শেষপর্যন্ত কী বেরিয়ে আসে সেটা সময় বলবে, কিন্তু তার আগে এদিন একরাশ প্রশ্ন ও ভেজা চোখ নিয়ে বাবলার অন্তিমযাত্রায় নামল মালদা।

(তথ্য সহায়তা : শমিদীপ দত্ত)

আয়ামাসিদের

প্রথম পাতার পর

আমি না দিলে আমাদের বাচ্চাকে তো দেখাবে না। হয়তো চিকিৎসাও ভালোভাবে করবে না। তাই বাধ্য হয়েই দিলাম।' একই অভিজ্ঞতা এক প্রসূতির স্বামীর। তিনি বললেন, 'এখানে মাসিদের রাজত্ব চলে। আপনি টাকা না দিলে বাচ্চাকে দেখাবে না।' এমনটা নিয়ম না হলেও ওই বিভাগে এটাই 'সাধারণ ব্যাপার' হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এদিকে, এই তোলাবাজি নিয়ে হাসপাতালের অস্থায়ী কর্মীদের সংগঠন কনট্রাকচুয়াল ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার ফোরামের সম্পাদক প্রতিমা চক্রবর্তীকে প্রশ্ন করা হলে তিনিও বিষয়টি অস্বীকার করেননি। প্রতিমার কথায়, 'প্রসূতি বিভাগের কয়েকজন কর্মীর বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের প্রচুর অভিযোগ রয়েছে। বেশ কয়েকমাস আগে ওই বিভাগের কয়েকজন কর্মীকে অন্যত্র বদলির নির্দেশ জারি হয়েছিল। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে এখনও সেই কর্মীরা ওই বিভাগে কাজ করছেন। আমরা হাসপাতাল সুপারের কাছে এই দুর্নীতি বন্ধ করতে ওই কর্মীদের দ্রুত বদলির দাবি জানিয়েছি।'

বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ প্রসূতি বিভাগের চিকিৎসক সন্দীপ সেনগুপ্ত। তাঁর বক্তব্য, 'কিছু কর্মী এভাবে মানুষের থেকে টাকা নিচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। আমরাও বিষয়টি নিয়ে সুপারের সঙ্গে একাধিকবার কথা বলেছি।' সুপারের মতোই তাঁর পরামর্শ, 'কেউ টাকা দেওয়ার আগে যদি বিষয়টি আমাদের জানান বা লিখিত অভিযোগ করেন তাহলে ব্যবস্থা নেওয়াটা সহজ হয়।'

গ্রেটার কোচবিহারকে রেলের নোটিশ

পাঁচ কোটি ক্ষতিপূরণ দাবি

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৩ জানুয়ারি : ঘণ্টা দুয়েকের রেল অবরোধ। বাতিল হয়েছিল কিছু ট্রেন। কিছু ট্রেন আবার ঘুরপথে নিজের গন্তব্যে পৌঁছেছে। সব মিলিয়ে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় পাঁচ কোটি টাকা। এবার ওই আর্থিক ক্ষতিপূরণের দাবি জানাল রেলমন্ত্রক। টাকা চেয়ে রেলের তরফে গ্রেটার কোচবিহার অ্যাসোসিয়েশনের কাছে নোটিশ পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এর আগে রেলের তরফে সমন পাঠানো হয়েছিল। এবার সরাসরি আর্থিক জরিমানা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিনিয়ার ডিসিএম অভয় গণপত সনপ বলেন, 'রেল অবরোধ করার ফলে প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে রেলমন্ত্রকের। তাই সংগঠনের নেতৃত্বের কাছে সেই ক্ষতিপূরণের টাকা দাবি করে চিঠি পাঠানো হয়েছে।' একই কথা বলেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ভারপ্রাপ্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট সিকিউরিটি কমিশনার সুমন চৌধুরী।

এদিকে, সমন পেলেও আর্থিক জরিমানার বিষয়ে রেলের তরফে এখনও কোনও লিখিত কিছু হাতে পাননি বলে জানান গ্রেটার কোচবিহার অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি বংশীবদন বর্মন। তাই আর্থিক ক্ষতিপূরণের দাবির বিষয়ে তিনি কোনও মন্তব্য করতেও চাননি।

সাংবিধানিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া ও রাজবংশী ভাষাকে অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়ে ১১ ডিসেম্বর জোড়াই এলাকায় রেল অবরোধের ডাক দিয়েছিল গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন। অবরোধের জেরে বন্দে ভারত ট্রেন বাতিল করতে হয়। এছাড়া, অন্য ট্রেন ঘুরপথে চলায় যাত্রাপথের সময় অনেক বেশি লেগে যায়। কয়েকটি মালগাড়ি বসিয়ে রাখতে হয়। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, রেল অবরোধের জন্য প্রায় ৫ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণের দাবি করা হয়েছে।

বিশেষ করে যাত্রীদের একাংশকে হয়রানির মুখে পড়তে হয়। নিউ আলিপুরদুয়ার ও নিউ কোচবিহার থেকে যাত্রীদের সড়কপথে এক স্টেশন থেকে অপর স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়। অনেকে বাধ্য হয়ে টিকিট বাতিল করেন। এই নিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে অভিযোগ জমা পড়ে। তারপরেই রেলমন্ত্রক কড়া পদক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নেয়। আর্থিক জরিমানা করার আগে অবশ্য সমন পাঠানো হয়েছিল।

রেলের হিসেব অনুযায়ী, শিডিউল ছাড়া কোনও জায়গায় দুই মিনিট ট্রেন থামলে প্রায় আট থেকে দশ হাজার টাকা আর্থিক ক্ষতি হয় রেলের। তবে ট্রেনবিশেষে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ হেরফের হয়। এক্সপ্রেস ট্রেনের ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ বেশি হয়ে থাকে। বিশেষ করে দ্রুতগামী ট্রেন হলে সেই ট্রেন থামানোর প্রস্তুতি অনেক আগেই নিতে হয়। ভবিষ্যতে যাতে আন্দোলনের নামে রেল অবরোধ করা না হয় সেই বার্তা দিতেই রেলমন্ত্রকের ওই সিদ্ধান্ত বলে মনে করছে বিশিষ্ট মহল।

জোড়াই স্টেশনে রেল অবরোধ। -ফাইল চিত্র

বালি পাচারে বিপন্ন পরিযায়ী পাখিরা

ময়নাগুড়ি, ৩ জানুয়ারি : প্রতিবছরের মতো এবছরও ডিসেম্বরে ময়নাগুড়িতে জলঢাকা নদীতে এসেছিল তারা। তবে হঠাৎ দলবল নিয়ে আস্তানা বদলে ফেলল। যদিও নিজের ইচ্ছেই নয়, একপ্রকার বাধ্য হয়েই চলে যায় পরিযায়ী পাখির দল। তাছাড়া, আর উপায়ই বা কী। ওই জায়গায় এখন দখল নিয়েছেন বালি উত্তোলনের শ্রমিকরা।

.দিনভর আর্থমুভার নামিয়ে ট্র্যাক্টর ট্রলি দিয়ে চলছে বালি তোলা। ট্র্যাক্টরের পাশাপাশি আর্থমুভারের ভয়ানক আওয়াজ। যার ফলে বাধ্য হয়ে ওই আস্তানা ছেড়েছে পরিযায়ীর দল। এই নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ পরিবেশপ্রেমীরা।

তবে নিয়ম মেনে ওই স্থান থেকে বালি উত্তোলন হচ্ছে বলে দাবি করেন ময়নাগুড়ি ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিক দেবায়নী মিত্র।

ময়নাগুড়ির বিডিও প্রসেনজিৎ কুণ্ডু বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে ময়নাগুড়ি ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিকের সঙ্গে কথা হয়েছে। পরিযায়ী পাখিদের যদি কোনওরকমের সমস্যা হয়ে থাকে সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

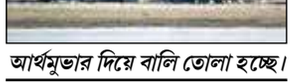

আর্থমুভার দিয়ে বালি তোলা হচ্ছে।

লেসার হুইসলিং, ব্রাহ্মিজ গুজ, রেড গুজ, রুডি শেলডাক সহ বেশ কিছু প্রজাতির পরিযায়ী পাখিরা প্রতিবছর শীত পড়তেই হাজির হয় ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বেতগাড়া রেলব্রিজ সংলগ্ন জলঢাকা নদীতে। এবছরও ডিসেম্বর মাসের দিকে এলাকায় প্রচুর পরিযায়ী পাখির দেখা মিলেছিল। তবে দেদারে বালি তোলায় তারা আস্তানা বদল করে ফেলে।

সেখানে বর্তমানে ট্র্যাক্টর, আর্থমুভার নামিয়ে বালি তোলায় ব্যস্ত শ্রমিকরা। মাসখানেক ধরে এভাবেই চলছে। পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ন্যাফের কোঅর্ডিনেটর অনিমেষ বসুর কথায়, 'পরিযায়ী পাখিরা নিরিবিলি স্থান পছন্দ করে। তবে যে স্থানে তারা আসত সেখানে কীভাবে বালি উত্তোলনের অনুমতি মেলে তা বুঝতে পারছি না।'

রাজধানীর চাকায় আগুন

কিশনগঞ্জ, ৩ জানুয়ারি : কিশনগঞ্জ স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা ১২৪২৪ রাজধানী এক্সপ্রেসের বি-৬ কোচের নীচ থেকে আগুনের ফুলকি ও ধোঁয়া বের হওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। শুক্রবার সকাল ১১টা ৫৭ মিনিট নাগাদ এই ঘটনা ঘটে। রেলের ভাষায় এটি 'ব্রেক বাইন্ডিং'। সঙ্গে সঙ্গে রেলের কারিগরি বিভাগের কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে সমস্যার সমাধান করেন। ফলে, যাত্রী সহ কর্তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। দুপুর ১২টা ২১ মিনিট নাগাদ ট্রেনটি নিউ জলপাইগুড়ির দিকে রওনা দেয়। ওই স্টেশনের আরপিএফ-এর ভারপ্রাপ্ত ইনস্পেকটর হৃদেশকুমার শর্মা জানান, ঘটনার জেরে রাজধানী এক্সপ্রেস কিশনগঞ্জ স্টেশনে ২৪ মিনিট দাঁড়িয়েছিল। তবে ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই।

পদাতিকের দেরিতে ভোগান্তি যাত্রীদের

শিলিগুড়ি, ৩ জানুয়ারি : বর্ধমান শাখায় কাজ চলছে। সে কারণে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হল পদাতিক এক্সপ্রেসের যাত্রীদের। শুক্রবার আপ এবং ডাউন দুই পথে অস্বাভাবিক দেরিতে চলেছে ট্রেনটি। এদিন নিউ আলিপুরদুয়ারগামী পদাতিক সকাল ৯টা ৫ মিনিটের পরিবর্তে নিউ জলপাইগুড়ি জংশনে (এনজেপি) এসে পৌঁছায় দুপুর ৩টায়। যথারীতি নিউ আলিপুরদুয়ারে দুপুর ১২টা ২৫ মিনিটের পরিবর্তে ঢোকে সন্ধে সাড়ে ৬টা নাগাদ। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মার বক্তব্য, 'দক্ষিণবঙ্গে কিছু কাজের জন্য ট্রেনটি লেট করে পৌঁছায় এবং ছাড়তেও দেরি করেছে।'

ট্রেনের যাত্রীদের বক্তব্য, শিয়ালদহ থেকে ছাড়ার পর কতবার যে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে পড়েছিল, তা গুনে শেষ করা যাবে না। যে কারণে ট্রেনটি বর্ধমান স্টেশনে রাত ১২টা ৪২ মিনিটের পরিবর্তে ভোর ৫টা নাগাদ পৌঁছায়। এর খেসারত দিতে হয় ফিরতি পথের যাত্রীদের। বিকেল ৫টা ৪৫ মিনিটের পরিবর্তে নিউ আলিপুরদুয়ার থেকে ছাড়ে ৮টা ১৭ মিনিটে। ট্রেনটি এনজেপি এসে পৌঁছায় রাত প্রায় ১১টা নাগাদ। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা বাপী গোস্বামী বলেন, 'জরুরি কাজে কলকাতা যেতে হচ্ছে এবং শনিবার সকাল ১০টার মধ্যে সেখানে পৌঁছানো দরকার। বুঝতে পারছি না কখন পৌঁছাব।'

বিতর্কে বিএমওএইচ

প্রথম পাতার পর

এই পরিস্থিতিতে নীল বাতি বসিয়ে সরকারি গাড়ি ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করার অভিযোগ উঠেছে বিএমওএইচের বিরুদ্ধে। বিএমওএইচ দাবি করেন, অন্যান্য ব্লকে, পাহাড়ের সব ব্লকেই বিএমওএইচ নীল বাতি গাড়ি ব্যবহার করেন। তাদের গাড়িতে নীল বাতি এমনিই বসানো হয়েছে। ব্যবহার করলে সেটা ঢেকে দেওয়া হবে। এই ব্যাপারে দার্জিলিং জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক তুলসী প্রামাণিক বলেন, 'সিএমওএইচ নীল বাতি গাড়ি ব্যবহার করতে পারেন বলে জানি। কিন্তু তার নীচে বিএমওএইচ, হাসপাতাল সুপার এটা ব্যবহার করতে পারেন না। নকশালবাড়ি ব্লকের বিএমওএইচ নীল বাতি বসানো গাড়ি ব্যবহার করেন কি না আমার জানা নেই। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখব।'

সুপারিশ পার্থর

প্রথম পাতার পর

১৯ পাতার চার্জশিটে সিবিআইয়ের দাবি, পার্থর সুপারিশ তাঁর ওএসডির হাতে তুলে দেওয়া হয়। পার্থর সুপারিশ করা ওই ৩২১ জনের মধ্যে ১৩৪ জন ২০১৪ সালে চাকরি পেয়ে গিয়েছিলেন। সম্প্রতি ওই ডেটা এন্ট্রি অপারেটরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অনেক তথ্য জানতে পেরেছে সিবিআই। যদিও পার্থর হাতে মন্তব্য লেখা সেই তালিকা সিবিআই এখনও উদ্ধার করতে পারেনি। ডেটা এন্ট্রি অপারেটর আলাদা কাগজে লিখে নেওয়ার পর সেই তালিকা আবার পার্থর কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হত।

ডেন্ট্রা এন্ট্রি অপারেটর জিজ্ঞাসাবাদের সময় সেই ঘটনা কবুল করেছেন বলেও চার্জশিটে উল্লেখ করেছে সিবিআই। পার্থর অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। ২০২২ সালে ইডি গ্রেপ্তার করলেও টেটে অর্থাৎ প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক পদে নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে পরে সিবিআই পার্থকে গ্রেপ্তার করে।

২০২৩-এর জুন মাসে প্রাথমিকে দুর্নীতির তদন্ত করতে গিয়ে সিবিআই বিকাশ ভবনে তল্লাশি করেছিল। সে সময় সেখানকার গুদাম থেকে উদ্ধার হয় চাকরিপ্রার্থীদের তালিকা। যে তালিকায় ৩২৪ জন অযোগ্য চাকরিপ্রার্থীর নাম ছিল। পরে তালিকা পুরোপুরি খতিয়ে দেখে সিবিআই বুঝতে পারে প্রার্থীর সংখ্যা আসলে ৩২১। যেখানে পার্থর সুপারিশের প্রমাণ মেলে।

'বজ্রমুষ্টি'তে ফসকা গেরো

প্রথম পাতার পর

কৃষকদের দিয়ে পুলিশের মোকাবিলা করা সহজ হয়। তেমনই সরকার ঠিক আর যত নষ্টের গোড়া ওই পুলিশ- এমন ধারণা তৈরি করে দেওয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৌশল হতে পারে।

ঘুষখোর, অন্যায়ের প্রশ্রয়দাতা, পক্ষপাতদ

অচেনা ঋষভ, উত্তাপ বাড়ছে সিডনিতে

বোল্যান্ডের চারের পর শুরু ‘আগ্রাসী’ বুমরাহ ম্যাজিক

ভারত-১৮৫ অস্ট্রেলিয়া-৯/১

সিডনি, ৩ জানুয়ারি : বল হাতে বোলিং রানআপ থেকে দৌড় শুরু করতে গিয়েও থেমে গেলেন। ব্যাটার উসমান খোয়াজা তখনও স্টান্স নেননি। এমন সময় নন স্ট্রাইকিং এন্ড থেকে স্যাম কন্সটাস কিছু একটা বললেন।

শুনেই মেজাজ হারালেন জসপ্রীত বুমরাহ। বল হাতে তেড়ে গেলেন কন্সটাসের দিকে। মাঝপথে তাঁকে থামিয়ে দিলেন আম্পায়ার। বুমরাহ তখন ফুঁসছেন। ঠিক পরের ডেলিভারি অজি ওপেনার খোয়াজার ব্যাটের কানা ছুঁয়ে দ্বিতীয় স্লিপে কেএল রাহুলের হাতে যেতেই বুমরাহ ঘুরে তাকালেন কন্সটাসের দিকে। দ্রুত নিজেকে সামলেও নিলেন।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আঙিনায় এমন ‘আগ্রাসী’ বুমরাহ বড্ড অচেনা। কিন্তু সিডনিতে আজ সেই অ্যাংরি ইয়ং ম্যান বুমরাহকে দেখে ফেলল দুনিয়া। আর অস্ট্রেলিয়াও বুঝে গেল, ঢিলটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়। নতুন বছরের প্রথম টেস্টের প্রথম দিনের শেষ ওভারের মধ্যে দিয়ে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির চূড়ান্ত যুদ্ধের রিংটোন তৈরি হয়ে গেল। কাল দ্বিতীয় দিনের সকাল থেকেই বুমরাহ বনাম কন্সটাস যুদ্ধের আবহ নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রবল আগ্রহ তৈরি হয়ে গিয়েছে। যেখানে পিছনের সারিতে চলে গিয়েছে টিম ইন্ডিয়ার ফের ব্যাটিং ব্যর্থতার বিষয়ও। অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে প্রত্যাশিতভাবেই ‘বিশ্রামে’ (আসলে বাদ দিয়ে) রেখে জোড়া বদল করে টসে জিতে ব্যাট করতে নেমে সিডনির সবুজ বাইশ গজে ১৮৫ রানে অলআউট ভারত। জবাবে দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়ার সংগ্রহ ৯/১।

বিশেষজ্ঞরা বলতে শুরু করেছেন, শেষ টেস্টের শুরুতেই উত্তাপ বাড়তে শুরু করেছে সিডনিতে।

সবুজ বাইশ গজ। দোসর হিসেবে পেস ও বাউন্স ভর্তি পিচ। সিডনিতে এমন সবুজ উইকেট শেষ কবে দেখা গিয়েছে, তা নিয়ে চর্চা চলছে। এমন সবুজ পিচে টস জিতে কার্যনিবাহী অধিনায়ক বুমরাহ ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। টসের সময় রোহিত প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ‘আমাদের দলের একতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। কিন্তু আমাদের অধিনায়ক দলের স্বার্থে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে। রোহিত বিশ্রামে রয়েছে এই টেস্টে। আমাদের দলে কেউ নিজের জন্য খেলে না। দলের যাতে ভালো হয়, সেই সিদ্ধান্তই সবসময় নেওয়া হয়।’ বুমরাহর কথা অনুযায়ী সিডনি টেস্টে রোহিতের বিশ্রামে থাকার সিদ্ধান্ত টিম ইন্ডিয়াকে কোন পথে নিয়ে যাবে, বিতর্ক আরও কত সুদূরপ্রসারী হবে— সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে সিডনি টেস্টের প্রথম দিনের পর ফের সামনে আসছে অস্বস্তিকর কিছু প্রশ্ন। বিরাট কোহলি, লোকেশ রাহুল, যশস্বী জয়সওয়াল, ঋষভ পন্থরা ফের অতীতের ভুল করেছেন। দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো শট খেলে প্যাট কামিন্সদের উইকেট উপহার দিয়েছেন। বারবার একই কাণ্ড হওয়ার পর কোচ হিসেবে গৌতম গম্ভীর করছেন কী?

> আমাদের দলের একতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। কিন্তু আমাদের অধিনায়ক দলের স্বার্থে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে। রোহিত বিশ্রামে রয়েছে এই টেস্টে। আমাদের দলে কেউ নিজের জন্য খেলে না। দলের যাতে ভালো হয়, সেই সিদ্ধান্তই সবসময় নেওয়া হয়।
>
> **জসপ্রীত বুমরাহ**

সিডনির সবুজ বাইশ গজে ব্যাট করতে নেমে দুই ওপেনার যশস্বী (১০) ও রাহুল (৪) দ্রুত ফিরে যান। তিন নম্বরে নেমে শুভমান গিলও (২০) দলকে ভরসা দিতে ব্যর্থ। কোহলির (১৭) অবস্থাও তথৈবচ। চলতি সিরিজে অনিশ্চয়তার সরণিতে একইভাবে ব্যাট বাড়ানোর ভুল করেই চলেছেন তিনি। স্কট বোল্যান্ডের (৩১/৪) নিখুঁত পরিকল্পনার ফসল কোহলির উইকেট। দ্রুত ৭২-৪ স্কোর হয়ে যাওয়ার পর ঋষভ (৪০) ও রবীন্দ্র জাদেজা (২৬) দলকে ভরসা দেওয়ার মরিয়া একটা চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের ৪৮ রানের পার্টনারশিপের মধ্যে পালটা আক্রমণের চেয়ে বেশি ছিল প্রতিরোধ। উইকেট না দেওয়ার প্রতিজ্ঞা। শেষরক্ষা অবশ্য হয়নি। চা পানের বিরতির পর শট বলে অযথা চালাতে গিয়ে মিড অনে কামিন্সের হাতে ধরা পড়লেন ঋষভ। মেলবোর্নে শতরান করা নীতীশকুমার রেড্ডি (০) সিডনির বাড়তি বাউন্সের শিকার হলেন। ওয়াশিংটন সুন্দর (১৪) চেষ্টা করেছিলেন ঠিকই। তাঁর আউট নিয়েও রয়েছে বিতর্ক। কিন্তু সিডনির সবুজ পিচে দলকে ভরসা দেওয়ার টেকনিক তাঁর নেই। শেষদিকে কার্যনিবাহী অধিনায়ক বুমরাহ ১৭ বলে ২২ রানের ইনিংস খেলে টিম ইন্ডিয়ার রান ১৮৫-তে পৌঁছে দেন। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশ মনে করছেন, ১৮৫ স্কোর সিডনির সবুজ পিচে খারাপ নয়।

অধিনায়ক রোহিতের বিশ্রাম থেকে শুরু করে টিম ইন্ডিয়ার দুই স্পিনারে খেলার সিদ্ধান্ত, বিস্তর বিতর্কে আপাতত জেরবার ভারতীয় ক্রিকেট। মেলবোর্নে রোহিত শেষ টেস্ট খেলে ফেলেছেন, এমন কথাও বলা হচ্ছে। যাবতীয় বিতর্ক বাউন্ডারির বাইরে ফেলে দিতে পারেন ভারতীয় বোলাররা। বুমরাহ ম্যাজিক শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রার্থনা শুধু তাঁকে যেন মহম্মদ সিরাজ-প্রসিধ কৃষ্ণারা সাহায্য করতে পারেন।

> অফস্টাম্পের বাইরের বল প্রচুর ছেড়েছে বিরাট। শেষপর্যন্ত খেলতে গিয়েই আউট। ও ক্রিজে আসার পর লাইন বদলে পঞ্চম স্টাম্পে বল করছিলাম। এদিনও যা কাজ দিল।
>
> **স্কট বোল্যান্ড**

শেষ টেস্ট কি খেলে ফেলেছেন হিটম্যান?

ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত কোহলি-জাড্ডুরও

সিডনি, ৩ জানুয়ারি : টি২০ বিশ্বকাপ জিতে কুড়ির ক্রিকেট থেকে একরাশ গর্ব নিয়ে অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন তিনি।

এই তো কয়েক মাস আগের ঘটনা। ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মার সিদ্ধান্ত ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা আগে-পরে বিরাট কোহলি, রবীন্দ্র জাদেজাও একইভাবে কুড়ির ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে টিম ইন্ডিয়ার টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর কোচ রাহুল দ্রাবিড় তাঁর বিদায়ি বার্তায় জানিয়েছিলেন, রোহিত-বিরাট-জাদেজারা আরও খোলা মনে টেস্ট ও ওয়ান ডে ক্রিকেট খেলতে পারবেন।

মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে পুরো ছবিটাই বদলে গিয়েছে। ইংরেজি নতুন বছরে সিডনির ঐতিহাসিক মাঠে টসের আগে রোহিতের সাজঘরে ঢুকে যাওয়া আর জসপ্রীত বুমরাহর টস করতে যাওয়ার মুহূর্তটা হয়তো ভারতীয় ক্রিকেটে চিরকালীন হয়ে থাকবে। সিডনি টেস্টে বুমরাহর ভারত জয়ের সরণিতে ফিরবে কিনা, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে হিটম্যান কি টেস্টের আঙিনাতেও প্রাক্তন হয়ে গেলেন? সিডনি থেকে শিলিগুড়ি, কলকাতা থেকে ক্যালিফোর্নিয়া— সর্বত্রই আলোচনার কেন্দ্রে রোহিত। মেলবোর্নে শেষ টেস্ট খেলেছেন তিনি। সিডনিতে বিশ্রামে রয়েছেন। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ভারত উঠতে পারলে ফের জুন মাসে পরবর্তী টেস্ট খেলবে টিম ইন্ডিয়া। লন্ডনে ফাইনালের ঠিক পরই রয়েছে ভারতের মিশন ইংল্যান্ড। পাঁচ টেস্টের দীর্ঘ সিরিজ।

বড় অঘটন না হলে বিলেতে টিম ইন্ডিয়ার পাঁচ টেস্টের সিরিজে রোহিত থাকছেন না। তাঁর ঘনিষ্ঠমহলের খবর, হিটম্যানের মনের অন্দরে ঘুরছে জোড়া ভাবনা। এক, সিডনি টেস্টের পরই তিনি ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করবেন। দুই, ফেব্রুয়ারি-মার্চে দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি রয়েছে ভারতের। সেই প্রতিযোগিতার পরই রোহিত অবসর ঘোষণা করবেন। আগামী সপ্তাহে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল নির্বাচন হওয়ার কথা। সেই দলে রোহিত নাও থাকতে পারেন, এমন খবরও সামনে আসছে।

অধিনায়ক রোহিতের মতো একইরকম পরিস্থিতি ও মানসিক চাপে রয়েছেন কোহলি-জাদেজারাও। কোচ গৌতম গম্ভীরের সংসারে তাঁরা যে ক্রমে ব্রাত্য হয়ে উঠছেন, বুঝতে পারছেন সকলেই। তার চেয়েও সাংঘাতিক বিষয় হল, রোহিত-কোহলি-জাদেজাদের কারোরই সাম্প্রতিক পারফরমেন্স একেবারেই ভালো নয়। পারথের দ্বিতীয় ইনিংসে কোহলি অপরাজিত শতরান করেছিলেন ঠিকই। কিন্তু তাঁর আন্তর্জাতিক কেরিয়ার বাঁচানোর জন্য সেটা হয়তো যথেষ্ট নয়। অন্তত টিম ইন্ডিয়ার অন্দরমহল থেকে এমনই ইঙ্গিত মিলছে।

এমন কঠিন পরিস্থিতিতে যে দুইজন রোহিত-কোহলিদের হয়ে ব্যাট ধরতে পারতেন, সেই সহকারী কোচ অভিষেক নায়ার ও জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকারদের তেমন ‘ইনটেন্টের’ খবর নেই। বরং সিনিয়ারদের ছুড়ে ফেলে কোচ গম্ভীর জমানায় আরও তরুণ, তাজা রক্তের সন্ধানে রয়েছেন আগরকাররা। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, মেলবোর্নে কি শেষ টেস্ট খেলে ফেলেছেন রোহিত? সিডনিতে চলতি টেস্টই কি বিরাট-জাদেজার শেষ? টিম ইন্ডিয়ার অন্দরের খবর সত্যি হলে জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান আগরকার ইতিমধ্যেই রোহিতকে জাতীয় দলে আর প্রয়োজন নেই, এমন কঠিন কথাও শুনিয়ে দিয়েছেন।

নিয়মিত বদলে যাওয়া পরিস্থিতিতে রোহিত-বিরাট-জাদেজাদের নিয়ে জল্পনা ক্রমে বাস্তব হওয়ার পথে। বিশেষ করে সিডনিতে হিটম্যানের ‘বিশ্রামে’ থাকার নামে ‘বাদ’ পড়ার ঘটনা তেমনই ইঙ্গিত দিচ্ছে। রো-বি যুগের শেষটা আরও ভালো হওয়া উচিত ছিল। রোহিতদের অবসর ঘোষণার সঙ্গেই ভারতীয় ক্রিকেটের কিংবদন্তিদের নিয়ে আক্ষেপটা চিরকালীন হতে চলেছে।

দেওয়াল লিখন

- ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে থাকছেন না রোহিত শর্মা।
- ফেব্রুয়ারি-মার্চে দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পরই রোহিত অবসর ঘোষণা করবেন।
- গৌতম গম্ভীরের সংসারে ব্রাত্য হয়ে পড়েছেন বিরাট কোহলি-রবীন্দ্র জাদেজাও।
- সিনিয়ারদের বাদ দিয়ে তাজা রক্তের সন্ধানে রয়েছেন অজিত আগরকাররা।

শুরুতে সংযম দেখিয়েও বড় ইনিংস গড়তে ব্যর্থ বিরাট কোহলি।

বল মাটি ছোঁয়নি

বিরাটের ক্যাচ-বিতর্কে দাবি স্মিথের

সিডনি, ৩ জানুয়ারি : বলের নীচেই আঙুল ছিল। আমি একশোভাগ নিশ্চিত। বিরাট কোহলির গোল্ডেন-ডাক থেকে বেঁচে যাওয়া ক্যাচ-বিতর্কে এমনই দাবি স্টিভেন স্মিথের।

ক্রিজে নেমে স্কট বোল্যান্ডকে খেলতে গিয়ে প্রথম বলেই খোঁচা। দ্বিতীয় স্লিপে দাঁড়িয়ে থাকা স্মিথ ক্যাচের জন্য ঝাঁপান। কিন্তু পুরোপুরি নাগাল না পেয়ে ওই অবস্থাতেই বলটা হাওয়ায় ভাসিয়ে দেন। যা ধরেন গালিতে দাঁড়িয়ে থাকা মানসি লাবুশেন।

যদিও আম্পায়াররা অজিদের ক্যাচের দাবি বাতিল করে দেন। রিপ্লের পরও তৃতীয় আম্পায়ারও নিশ্চিত হতে পারেননি, বলের নীচে স্মিথের আঙুল ছিল কিনা। গোল্ডেন ডাকের হাত থেকে বেঁচে গেলেও বিরাটের (৬৯ বলে ১৭) ইনিংস খুব বেশি এগোয়নি।

আম্পায়ারদের সিদ্ধান্ত মেনে নিলেও স্মিথের দাবি, ‘১০০ শতাংশ নিশ্চিত। ওটা ক্যাচই ছিল। বলের নীচে আমার আঙুল ছিল। কিন্তু আম্পায়াররা যখন বলছে, সিদ্ধান্তটা মেনে নিচ্ছি।’

দিনের শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে অভিষেককারী বিউ ওয়েবস্টারও একই দাবি করেন। নবাগত পেস-অলরাউন্ডার এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, ‘খুব ভালোভাবেই দেখেছি ঘটনাটা। আমার ধারণা আউট। স্লো-মোশনে দেখলে মনে হতে পারে ঘাস স্পর্শ করেছে। কিন্তু লো-ক্যাচের ক্ষেত্রে সবসময় বলের কাছাকাছি থাকবে ঘাস। দুর্ভাগ্য, সিদ্ধান্তটা আমাদের পক্ষে যায়নি।’

অবশ্য বিরাট সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে না পারায় খুশি ওয়েবস্টার। বলেন, ‘এর পর বিরাট সেঞ্চুরি পায়নি, খুব বেশি রানও করতে পারেনি, এতেই খুশি আমরা। মানছি তৃতীয় আম্পায়ারের পক্ষে স্লো-মোশনে এই ধরনের ক্যাচের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন। তবে এর খেসারত খুব বেশি দিতে হয়নি।’

১৩ ওভার হাত ঘোরালেও উইকেট পাননি। কাল ব্যাট হাতে আক্ষেপ মেটাতে চান। মানছেন পথের কাঁটা জসপ্রীত বুমরাহ। ওয়েবস্টার বলেন, ‘জসপ্রীত বিশ্বমানের বোলার। আমাদের পুরো ব্যাটিংয়ের কাছে ও নিশ্চিতভাবে চ্যালেঞ্জ। দুরন্ত লাইন-লেংথ। এই উইকেটে ওকে সামলানো কঠিন।’

নিউ ইয়ার টেস্টের প্রথম দিনে অস্ট্রেলিয়া শিবিরের নায়ক অবশ্য স্কট বোল্যান্ড। অ্যাডিলেডের গোলাপি বলের টেস্ট হোক বা গত মেলবোর্ন দ্বৈরথ। ধারাবাহিকতা দেখিয়েছেন। সিডনি টক্করেও এদিন বোল্যান্ডের (৪/৩১) নিখুঁত লাইন-লেংথ আগাগোড়া সমস্যায় ফেলে ভারতকে। পুরস্কারস্বরূপ ঝোলায় যশস্বী, বিরাট, ঋষভের সঙ্গে নীতিশের উইকেট।

বোল্যান্ডের দাবি, ঋষভকে নিয়ে বিশেষ পরিকল্পনা ছিল। সেই মাফিক বল করেছেন। আগ্রাসী ক্রিকেট খেলতে পারেননি ঋষভ। যখন খোলস ছেড়ে বেড়িয়ে চালাতে গিয়েছে উইকেট দিয়ে গিয়েছে। বিরাটের আউটের ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরে অফস্টাম্পের ফাঁদ পেতে বসে থাকা।

পরিকল্পনার সফল প্রয়োগের খুশি নিয়ে বোল্যান্ড বলেন, ‘অফস্টাম্পের বাইরের বল প্রচুর ছেড়েছে বিরাট। শেষপর্যন্ত খেলতে গিয়েই আউট। ও ক্রিজে আসার পর লাইন বদলে পঞ্চম স্টাম্পে বল করছিলাম। এদিনও যা কাজ দিল।’

বিরাট কোহলির ক্যাচ নিতে মরিয়া প্রয়াস স্টিভেন স্মিথের। শুক্রবার।

> ১০০ শতাংশ নিশ্চিত। ওটা ক্যাচই ছিল। বলের নীচে আমার আঙুল ছিল। কিন্তু আম্পায়াররা যখন বলছে, সিদ্ধান্তটা মেনে নিচ্ছি।
>
> **স্টিভেন স্মিথ**

আরও সম্মান প্রাপ্য রোহিতের : সিধু

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি : সিরিজের শেষ তথা নির্ণায়ক টেস্ট।

জিততেই হবে পরিস্থিতি। অথচ, গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে অধিনায়কই ‘ছাঁটাই’। চোট-আঘাত নয়, ব্যর্থতার জন্য বিশ্রামের অজুহাতে বাদ! ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের যে সিদ্ধান্তে কেউ অবাক। কেউ কোনও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না। অনেকেই আবার অন্যরকম গন্ধও পাচ্ছেন।

রিকি পন্টিং যেমন বলেন, ‘গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। সেখানে অধিনায়কই দলে নেই! কথাটা শোনার পর খুব অবাক হয়েছি। ভারতীয় শিবির থেকে যা শুনছি তা আমাদের বিশ্বাস করতে হচ্ছে। তবে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। ট্রফি ধরে রাখতে জেতা ছাড়া রাস্তা নেই। সেখানে অধিনায়ক, অভিজ্ঞ একজনকে বাইরে রাখা! আমি অবাক।’

মার্ক টেলর আবার ভারতীয় দলের তরফে ‘সরে দাঁড়ানোর’ দাবি মানতে পারছেন না। প্রাক্তনের যুক্তি, নির্ণায়ক ম্যাচে অধিনায়কের সরে দাঁড়ানোর তত্ত্ব মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। প্রথমবার এরকম শুনলাম। বাদ পড়তেই পারে। অযথা রাখঢাক। এমন তো নয়, রোহিতকে চিরকালের জন্য বসিয়ে দেওয়া হল।

পন্টিং ঠিক সেই আশঙ্কাই করছেন। ধারণা, রোহিত কেরিয়ারের শেষ টেস্টটা খেলে ফেলেছেন। যেভাবে সিডনির দল থেকে ছিটকে গিয়েছেন, সেখান থেকে ফিরে আসা কঠিন। টেস্ট দলের দরজা রোহিতের জন্য চিরতরে বন্ধ হয়ে গেলে তিনি অন্তত অবাক হবে না।

রবি শাস্ত্রী, ইরফান পাঠানরা আবার রোহিতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। টিমম্যান আখ্যা দিয়ে শাস্ত্রীর বলেন, ‘‘অত্যন্ত সাহসী সিদ্ধান্ত। ‘আমি রিজার্ভ বেঞ্চে বসতেও প্রস্তুত’, দলের স্বার্থে একজন অধিনায়কের পক্ষে একথাটা বলা কিন্তু মোটেই সহজ নয়।’’

তবে পন্টিংয়ের মতো শাস্ত্রীরও আশঙ্কা সিডনি টেস্টের পরই অবসর গ্রহে ঢুকে পড়বেন রোহিতও। প্রাক্তন হেডকোচের মতে জুন মাসের আগে টেস্ট সিরিজ নেই। সেটাও ইংল্যান্ড সফর। অস্ট্রেলিয়ার ফ্লপ শোয়ের পর রোহিতের জায়গা সেখানে কতটা নিশ্চিত, বলা মুশকিল। শেষ টেস্ট সেক্ষেত্রে হয়তো খেলে ফেলেছেন। কঠিন হলেও এটাই রূঢ় বাস্তব।

শুভমান গিলকে দলে জায়গা দিতে নিজে সরে দাঁড়ানো। ইরফানের কথায়, দলের স্বার্থে অধিনায়কের এরকম সিদ্ধান্ত খুব বিরল। বলেন, ‘দলের ব্যাটিং ব্যর্থতার হাল খুঁজতে নিজে সরে গিয়ে শুভমানকে অন্তর্ভুক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে রোহিত। নিঃস্বার্থ পদক্ষেপ, ক’জন অধিনায়ক পারে?’

সঞ্জয় মঞ্জরেকার আবার ভারতীয় দলের সাজঘরের চলতি কার্যকলাপে অন্যরকম গন্ধ পাচ্ছেন। বলেন, ‘রোহিত সর্বকালের সেরাদের অন্যতম নয়। তাহলে কেন বাদ পড়া নিয়ে রহস্য। যদি বিরাটকে নিয়ে এটা হত বুঝতাম। কিন্তু রোহিত গোটা ষাটেক টেস্ট খেলেছে। গড় ৪০-এর কাছাকাছি। মোটেই সর্বকালের সেরাদের দলে নেই।’

নভজ্যোত সিং সিধু যদিও মনে করেন, অধিনায়ক হিসেবে রোহিতের আরও সম্মান প্রাপ্য ছিল। বলেন, ‘সিরিজের মাঝপথে কখনও অধিনায়ককে বাদ দেওয়া উচিত নয়। ভুল বার্তা যায়। মার্ক টেলর, আজহারউদ্দিনরাও লম্বা সময় ফর্মে না থেকেও অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব সামলেছে। টিম ম্যানেজমেন্টের থেকে আরও সম্মান প্রাপ্য ছিল রোহিতের।’

অবাক পন্টিং-মার্করা, প্রশংসায় শাস্ত্রী

১৮৫ নিয়েই লড়াইয়ের বার্তা দিলেন ঋষভ

সিডনি, ৩ জানুয়ারি : সিডনিতে শেষ কবে এত ঘাস দেখা গিয়েছে, তা নিয়ে দিনভর জল্পনা। অচেনা সিডনিতে ঋষভ পন্থকেও পাওয়া গেল একেবারে অন্যরূপে। সংযত, বেহিসেবি শট বাদ দিয়ে ক্রিজ আঁকড়ে পড়ে থাকা। শরীরে প্রায় ডজনখানেক বার বলের আঘাতও খেলেন। কয়েকটা বেশ যন্ত্রণাদায়ক। কিন্তু সংযমের রাস্তা ছেড়ে বেরোননি!

৯৮ বলের অচেনা ইনিংস, দাঁতে দাঁত চেপে লড়াইয়ের ফল, দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৪০ রান ঋষভের। সতীর্থদের ব্যাটিং ভরাডুবির মাঝে টিমটিম করে জ্বলতে থাকা। হেডস্যর গৌতম গম্ভীরের ‘বকুনির’ জের? ঋষভের যদিও সোজাসাপটা উত্তর, পরিস্থিতি, পরিবেশ এবং দলের প্রয়োজনে ব্যাটিং ভাবনায় রদবদল।

আবেগতাড়িত অধিনায়ক রোহিত শর্মার দলে না থাকা নিয়ে। টিম ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত বলে বিতর্কের মধ্যে ঢুকতে রাজি হলেন না। তবে সিডনি দ্বৈরথে রোহিতের অনুপস্থিতি যে তাঁকে ছুঁয়ে যাচ্ছে, সেটা ধরা পড়ল ঋষভের কথায়ও।

রোহিতহীন দল

নিশ্চিতভাবেই এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে আবেগও জড়িয়ে। দীর্ঘদিন ধরে দলের অধিনায়ক রোহিতভাই। বরাবর দলের লিডার হিসেবে দেখে এসেছি আমরা। কিন্তু এমন কিছু সিদ্ধান্ত থাকে, যেখানে আমাদের হাতে কিছু থাকে না। এটা ম্যানেজমেন্টের পদক্ষেপ। এরসঙ্গে আমি যুক্ত নই।

শরীরে আঘাত

মনে হয় এই প্রথম কোনও ইনিংসে এতবার বলের আঘাত খেলাম। আসলে মাঠে নেমে সবকিছু সবসময় পরিকল্পনামাফিক হয় না। সবই কোনও না কোনও সময়ে প্রথমবারই হয়। এটা তেমনই। তাই এদিনের অভিজ্ঞতা নিয়ে বেশি ভেবে মাথা খারাপ করতে রাজি নই।

রক্ষণাত্মক ব্যাটিং

পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে প্রয়োগ জরুরি। উইকেট যেরকম আচরণ করছিল, তাতে সতর্কভাবে খেলা প্রয়োজন ছিল। বেশ কিছু উইকেট হারিয়ে দল বেকায়দায়। ওই সময় আউট হলে সমস্যা বাড়ত। তাই ঝুঁকির পথে না হাঁটার ভাবনা। মূল কথা দলের জন্য মাঠে নিজের ২০০ শতাংশ দেওয়া। এদিন যেভাবে খেলেছি, তার সঙ্গে আমি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছি।

অধিনায়ক বুমরাহ

ইতিবাচক মানসিকতা রাখা প্রত্যেকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, মাঠে নিজের সেরাটা দিতে। অধিনায়কের প্রভাব দলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেক্ষেত্রে অধিনায়ক ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে নামবে, দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেবে এই প্রত্যাশা স্বাভাবিক।

১৮৫ রান

১৮৫ ঠিকঠাক রান বলব না। ২২০-২৫০ হলে ভালো হত। তবে উইকেট সহজ নয়। বল বেশ নড়াচড়া করছে। বোলাররা সাহায্য পাচ্ছে। সেদিক থেকে ১৮৫ কিন্তু লড়াকু স্কোর। আমাদেরও সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে।

গোরুরা নিশ্চিন্তে চরে বেড়াবে : সানি

সিডনি, ৩ জানুয়ারি : একদা চেন্নাইয়ের পিচকে ক্ষুব্ধ ভিভ রিচার্ডস গোরুর খোঁয়াড়ের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। আজ মজা করে ঘাস ভর্তি সিডনি পিচ দেখে গোরুর উপমা টানলেন সুনীল গাভাসকারও। সিডনির বাইশ গজে এত ঘাস নাকি কোনওদিন দেখেননি। গোরুও এখানে নিশ্চিন্তে ঘাস খেতে আসতে পারে!

কটাক্ষের সুরে ভারতীয় কিংবদন্তি আরও জানান, ভারতীয় পিচে বল টার্ন করলে হইচই ফেলে দেয় বিদেশি দলগুলি। ভারত কিন্তু বিদেশে গিয়ে সবসময় যে কোনও পরিস্থিতি মানিয়ে নেওয়ার ওপর জোর দেয়। কখনও পিচ, অতিরিক্ত ঘাস, বাউন্স নিয়ে সমালোচনা করে না।

সানি আরও বলেন, ‘এর আগে সিডনির বাইশ গজে এত ঘাস কখনও দেখিনি। জাস্টিন ল্যাঙ্গারও একই কথা বলছিল। কিন্তু এসব নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটারদের কোনও অভিযোগ করতে দেখেছ? চলতি সিরিজে অন্যান্য মাঠের তুলনায় সিডনিতে ঘাসের আস্তরণ আরও বেশি! ব্যাটিং কঠিন। এই পিচে গোরুরা ঘাস খাওয়ার জন্য নিশ্চিন্তে চরে বেড়াতে পারবে।’

গোতির ভয়ে পন্থের ঠুকঠুকানি!

এদিকে, স্যাম কনস্টাসের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কির পর যেভাবে অজি সমর্থকদের টিটকিরির মুখে পড়ছেন বিরাট কোহলি, তা নিয়ে সমালোচনায় মুখর ইংল্যান্ডের প্রাক্তন তারকা মার্ক নিকোলস। তাঁর মতে, টেস্ট ক্রিকেটের সম্মানীয় দূত বিরাট। তাঁকে এভাবে কটাক্ষ করা অনুচিত। বলেছেন, ‘মানছি সেদিন ওর আচরণ ঠিক ছিল না। এড়িয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমরা যেন ভুলে না যায় বিরাট টেস্ট ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় দূত। সেই সম্মানটা ওর প্রাপ্য।’

ঋষভের চরিত্র বিরোধী ইনিংসও এদিন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। কারও কারও মতে, মেলবোর্ন টেস্টে খারাপ শটে আউটের পর হেডকোচ গৌতম গম্ভীরের রোষের মুখে পড়েছিলেন ঋষভ। আর তাতেই ভোলবদল ব্যাটিংয়ে। ঝোড়ো ব্যাটিং চেনা ফর্মুলা ছেড়ে ঠুকঠুকানি!

ক্রিকেট ধারাভাষ্যকার হর্ষ ভোগলের কথায়, ঋষভ বুঝতেই পারছে না কী করা উচিত। নিজের সহজাত ক্রিকেট খেলবে নাকি, দলের নির্দেশ মেনে চলবে। দোটানায় রয়েছে। এদিনের ইনিংসে তারই প্রতিফলন। দলের পক্ষে সর্বাধিক ৪০ করলেও অচেনা লাগছে ঋষভকে।

প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক মাইকেল ভন আবার বলেন, ‘আমি ভারতের অধিনায়ক হলে ঋষভের রক্ষণাত্মক ব্যাটিংয়ে সায় দিতাম না। সমাজমাধ্যমে অনেক কথা বলা হচ্ছে। ঋষভের উচিত এসবকে পাত্তা না দিয়ে নিজের সহজাত খেলাই চালিয়ে যাওয়া।’

লিস্টন-কামিংসদের ভাবনায় এখন ডার্বি

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩ জানুয়ারি : আসন্ন ডার্বি হচ্ছেই। এটা বুঝেই হায়দরাবাদ এফসি-র বিপক্ষে জয়ের ভাবনা ঝেড়ে ফেলে ওই ম্যাচের আবহে বৃহস্পতিবার রাত থেকেই ঢুকে পড়েছেন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা ও তাঁর ছেলেরা।

হায়দরাবাদের বিপক্ষে অনায়াস জয়। তিন গোল হয়েছে। হতে পারত আরও অন্তত গোটা তিনেক। জেসন কামিংস ম্যাচের পর বলেই ফেলেন, 'ম্যাচে আমাদের একমাত্র হতাশার জায়গা হল, আরও গোল করতে না পারা।' মোলিনা তাঁর ছেলেদের পারফরমেন্সে খুশি। এই রকম খেললে ডার্বিতে পয়েন্ট পাওয়া সম্ভব বলে মনে করেন, 'এখন ইস্টবেঙ্গল যেভাবে খেলছে তাতে ডার্বি কঠিন হবে। কিন্তু হায়দরাবাদের মতই যদি নির্দেশ মেনে খেলে তাহলে পয়েন্ট পাওয়া সম্ভব।' ক্লিনশিট রাখার সঙ্গে গোল করা প্রায় প্রতি ম্যাচেই ডিফেন্ডাররা অভ্যাসে পরিণত করেছেন। হায়দরাবাদের বিপক্ষে দুর্দান্ত ফ্লাইং হেডে গোল করে উচ্ছ্বসিত টম অ্যালড্রেড বলছেন, 'আমি তো বলেই ছিলাম ক্লিনশিট রাখা আমাদের প্রথম লক্ষ্য। গোল পাওয়াটা বোনাস।'

এখন ডার্বিই যে তাঁদের সবার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে সেটা বোঝা যায় যখন অ্যালড্রেড বলে দেন, 'ডার্বির দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে আছি।' গোল করার ব্যাপারে অসম্ভব আত্মবিশ্বাসী কামিংসের মন্তব্য, 'আমি গোল করার ব্যাপারে চিরকালই আত্মবিশ্বাসী। আমি জানি যে আমার গোল করার ক্ষমতা আছে। ফুটবলারজীবনে এটাই করে চলেছি। তবে পরের ম্যাচটাই ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে। এটা অবশ্যই বিশেষ একটা ম্যাচ। সেদিকে সাগ্রহে তাকিয়ে আছি। আমরা আত্মবিশ্বাসী।' গ্রেগ স্টুয়ার্ট যেমন হায়দারাবাদ ম্যাচে মাঠে নেমে পড়েছেন তেমনি বন্ধু দিমিত্রিস পেত্রাতোসও ডার্বিতে মাঠে নামার মত ফিট হয়ে যাবেন বলে আশাবাদী কামিন্স।

মহারণের স্থান নিয়ে ধোঁয়াশা বজায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ জানুয়ারি : এদিনও বাঙালির আবেগের মহারণ নিয়ে কোনও পরিষ্কার চিত্র পাওয়া গেল না। তারিখ বদলাচ্ছে না, এই কথা আগেই জানিয়েছিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ। এদিনও এফএসডিএলের তরফে একই কথা বলা হয়েছে। আইএসএলের যা ক্রীড়াসূচি তাতে ডার্বির দিন বদল করা সম্ভব নয়। এই পরিস্থিতিতে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের কর্তারা চেষ্টা করে চলেছেন দর্শক সংখ্যা কমিয়েও যদি যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ম্যাচ করা যায়। তবে সেই সম্ভাবনা প্রায় নেই বলেই মনে করা হচ্ছে। ফলে এখন হাতে গুয়াহাটি ও দিল্লিই একমাত্র পরিবর্ত ভেনু হিসাবে হাতে রয়েছে। তবে সবকিছুই শেষপর্যন্ত নির্ভর করছে ব্রডকাস্টারদের উপর।

বোর্ডের নতুন সচিব দেবজিৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ জানুয়ারি : জয় শা ইতিমধ্যেই দায়িত্ব ছেড়েছেন। আপাতত তিনি আইসিসি-র চেয়ারম্যান। জয়ের শূন্যস্থান পূরণের জন্য আগামী ১২ জানুয়ারি বিশেষ সাধারণ সভা ডেকেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। সেখানেই নতুন বোর্ড সচিব ও কোশাধ্যক্ষের নাম ঘোষণা হওয়ার কথা। জানা গিয়েছে, বোর্ডের অন্তর্বর্তীকালীন সচিবের দায়িত্ব পালন করা অসমের দেবজিৎ সইকিয়া নতুন সচিব হতে চলেছেন। আর কোশাধ্যক্ষ পদে আসতে চলেছেন ছত্তিশগড়ের প্রভতেজ সিং ভাটিয়া। দুজনই আজ তাঁদের মনোনয়ন দাখিল করেছেন। ১২ জানুয়ারি বোর্ডের এসজিএমে কোনও নির্বাচনের সম্ভাবনা নেই। ফলে মনে করা হচ্ছে, বোর্ডের নতুন সচিব পদে আগামী নয় মাসের জন্য দেবজিতের থাকা কার্যত নিশ্চিত।

সুদীপের শতরানে নকআউটে বাংলা

বিহার-২৩৫ বাংলা-২৩৯/৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ জানুয়ারি : চলতি বিজয় হাজারে ট্রফিতে দারুণ ছন্দে বাংলা। নিজামের শহরের জিমখানা মাঠে আজ বিহারকে ৪৫ বল বাকি থাকতে ছয় উইকেটে

ম্যাচের সেরার চেক নিচ্ছেন সুদীপ ঘরামি।

হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেল বাংলা। অপরাজিত শতরান করে বাংলার বিহার দখল নিশ্চিত করলেন অধিনায়ক সুদীপ ঘরামি (১২৮ বলে অপরাজিত ১০৭)। বিহারের বিরুদ্ধে ম্যাচ জিতে পাঁচ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে বাংলা এখন গ্রুপ শীর্ষে। পরশু শেষ ম্যাচ মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচে জিতলে বাংলা বিজয় হাজারের কোয়ার্টার ফাইনালের ছাড়পত্র পাবে। আর শেষ ম্যাচে হেরে গেলে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল খেলতে হবে অনুষ্টুপ মজুমদারদের।

হায়দরাবাদের জিমখানা মাঠে বাংলা বনাম বিহার ম্যাচের মূল আকর্ষণ ছিলেন মহম্মদ সামি (২৮/১)। ক্রিকেটে ফেরার পরও তাঁর হাঁটুর সমস্যার কথা সবারই জানা। নিয়মিতভাবে ফুলে যাচ্ছিল হাঁটু। জমছিল জল। আজ বিহারের বিরুদ্ধে ম্যাচে সামি মোট ৮ ওভার বল করেছেন। তাঁর হাঁটুতে নতুন কোনও সমস্যা হয়নি বলেই খবর। সন্ধ্যার দিকে হায়দরাবাদ থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'সামি দারুণ বোলিং করেছে আজ। দেখে মনে হল না ওর হাঁটুতে আর কোনও সমস্যা রয়েছে বলে। তবে সামির চেয়েও বেশি করে আমি অধিনায়ক সুদীপের প্রশংসা করব। দুর্দান্ত শতরান করে দলের জয় নিশ্চিত করল ও।' টসে জিতে বিহারকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিল বাংলা। সামি, মুকেশ কুমারদের (৫৭/২) দাপটে ৪৯ ওভারে ২৩৫ রানে অলআউট হয়ে যায় বিহার। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে অধিনায়ক সুদীপ ও অভিষেক পোড়েলের (৫৩ বলে ৫৫) ওপেনিং জুটিতে ১১১ রানের মাধ্যমে বাংলার জয় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। অভিষেক আউট হয়ে গেলেও অধিনায়ক সুদীপ শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থেকে দলের জয় ও নকআউট পর্ব নিশ্চিত করেন।

সৌরভের মেয়ের গাড়িতে বাসের ধাক্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ জানুয়ারি : হতে পারত বড় দুর্ঘটনা। শেষ পর্যন্ত সেটা হয়নি। বরাতজোরে রক্ষা পেলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা সানা।

ব্যক্তিগত কাজ সেরে শুক্রবার রাত ৯টা নাগাদ বেহালার বাড়িতে ফিরছিলেন সৌরভ কন্যা। দক্ষিণ কলকাতার বেহালা চৌরাস্তার কাছে আচমকাই দুই বাসের রেষারেষির ফলে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে সানার গাড়ি। একটি বাস সানার গাড়ির ডানদিকে সজোরে ধাক্কা মারে। গাড়ির ভালোরকম ক্ষতি হলেও সৌরভ কন্যার তেমন আঘাত লাগেনি বলেই খবর। চালকের তৎপরতায় তিনি বেঁচে যান বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই বাসের চালককে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। সৌরভের সঙ্গে এই ব্যাপারে রাতের দিকে যোগাযোগ করা হলে তিনি দুর্ঘটনা নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। যদিও বেহালা থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে খবর।

সেমিতে কানকাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ জানুয়ারি : মধুর মিলন সংঘের মিলন মোড় গোল্ড কাপ ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল নেপালের কানকাই এফসি। দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে হারিয়েছে দার্জিলিং পুলিশকে। নির্ধারিত সময় কোনও গোল হয়নি।

লড়াকু ড্র মহমেডানের

কলকাতা, ৩ জানুয়ারি : দুরন্ত লড়াই মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের। আইএসএলে অ্যাওয়ে ম্যাচে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-কে ০-০ গোলে আটকে দিল সাদা-কালো শিবির। হারতে হারতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল অ্যালেক্সিস গোমেজদের। নতুন বছরে সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই শুরু করল আন্দ্রেই চেরনিশভ ব্রিগেড। শুক্রবার অ্যাওয়ে ম্যাচ থেকে পয়েন্ট পাওয়ার সিংহভাগ কৃতিত্ব মহমেডান ডিফেন্ডারদের। এদিন আলাদিন আজারাই-নেস্টর অ্যালবিয়াক সমন্বিত আক্রমণভাগের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে লড়াই করলেন তারা। বিশেষ করে লিগ ওয়ানে খেলে আসা ফ্লোরেন্ট ওগিয়ের একজন প্রকৃত লিডারের মতোই সামনে থেকে সাদা-কালো রক্ষণকে নেতৃত্ব দিলেন।

সুরেন্দ্র ট্রফি ক্রিকেট শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ জানুয়ারি : ডিপিএস শিলিগুড়ির ক্যাম্পাসে ১৯তম সুরেন্দ্র আগরওয়াল ট্রফি ক্রিকেটের শুক্রবার উদ্বোধন হল। প্রথম ম্যাচে টসের মাধ্যমে বিজয়ী ঘোষণা করা হয় বিড়লা দিব্যজ্যোতি স্কুলকে। দুন হেরিটেজ স্কুলের সঙ্গে তাদের খেলাটি নির্ধারিত সময় ও পরে সুপার ওভারে অমীমাংসিত থাকে। ম্যাচের সেরা দুনের আরমান হোসেন। পরে দিল্লি পাবলিক স্কুল ফুলবাড়ি ১০ উইকেটে জিতেছে মালবাজারের সিজার স্কুলের বিরুদ্ধে। আলিপুরদুয়ার হাইস্কুল ১২৫ রানে জিতেছে মুরালিগঞ্জ হাইস্কুলের বিরুদ্ধে। ম্যাচের সেরা আলিপুরদুয়ারের শিবম নাথ। ডিপিএস শিলিগুড়িতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিএবি-র জেলা কো-অর্ডিনেটর জয়ন্ত ভৌমিক, ডিপিএস ফুলবাড়ির প্রিন্সিপাল মনোয়ারা বেগম আহমেদ, বিদ্যাভারতী ফাউন্ডেশনের প্রো ভাইস চেয়ারপার্সন কমলেশ আগরওয়াল, ডিপিএস শিলিগুড়ি ও ফুলবাড়ির চেয়ারম্যান শরদ আগরওয়াল, ডিপিএস ফুলবাড়ির ডিরেক্টর স্নিগ্ধা আগরওয়াল, ডিপিএস শিলিগুড়ির অধ্যক্ষা অনীশা শর্মা প্রমুখ। ১০ জানুয়ারি ফাইনালে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন জন্টি রোডস।

বেলুন উড়িয়ে ১৯তম সুরেন্দ্র আগরওয়াল ট্রফি ক্রিকেটের উদ্বোধন ঘোষণা করা হচ্ছে। শুক্রবার।

প্রথমেই বড় জয় দার্জিলিংয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ জানুয়ারি : কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে শুক্রবার শুরু হল মহিলাদের রাজ্য ফুটবল। শুরুতেই ৫-০ গোলে দার্জিলিং হারিয়ে দিয়েছে হুগলিকে। প্রমীলা দাস জোড়া গোল করেন। তাদের অন্য দুই গোলস্কোরার

রাজ্য মহিলা ফুটবল শুরু

শিবানী শর্মা ও নিকিতা শর্মা। অন্য গোলটি আত্মঘাতী। পরে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের খেলা ১-১ ড্র হয়। জেলা শাসক প্রীতি গোয়েল, শিলিগুড়ির এসডিও অবধ সিংহল, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের উপস্থিতিতে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ঘোষণা করেন সাংসদ দোলা সেন। ১২টি জেলাকে নিয়ে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ঘোষণা করে তিনি উৎসাহিত হয়ে বলে দেন, 'মহিলা ফুটবল নিয়ে কারও চিন্তার কিছু নেই। রাজ্য থেকে আগেও বড় বড় প্রতিভা উঠে এসেছে। আগামীদিনেও উঠে আসবে।'

ছবি : সূত্রধর

কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে রাজ্য মহিলা ফুটবলে খেলছে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ।

স্মরণে

বা, মা প্রণাম নিও
আশীর্বাদ করো
তোমাদের সন্তানরা।
জলপাইগুড়ি।

T&C Apply. Images shown here are for representation purpose only, actual product may differ in appearance. Spencers reserves its sole and absolute right to terminate, modify or extend, at its absolute discretion, without any prior notice and without any liability (present or future), without assigning any reason the terms & conditions, whatsoever. Offer valid at select stores till stocks last. All the Offers communicated will be offered as value discounts in the customers invoice. All Products may not be available Online. For detailed Terms & Conditions please visit www.spencers.in/App/Terms&conditions. Follow us on | Customer Care No. 1800 103 0134

CIN. U51229WB2002PLC154278